শ্রীশ্রী[illegible] ।।

[illegible]

অভিলাষ রসবিন্দু নামক গ্রন্থঃ

বৈশম্পায়ন মুনি বক্তা রাজা জন্মেজয় শ্রোতা

সাদরালী নিবাসী শ্রী যুত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

অবিকল সরল সাধুভাষায় পয়ারাদি পদ্য বিবিধ

সুললিত ছন্দে বিরচিত হইয়া

ইদানিং

জ্ঞানকৌমুদী যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

এই পুস্তক যাঁহারদিগের প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা কলি

কাতার উল্টাডিঙ্গির তুলসীরামঘোষের বাগানে

শ্রীশ্রীযুক্ত বাবু কালাচাঁদ বসুজ মহাশয়ের

বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন ।

[illegible] সাল

৫ পৌষ বুধবার পুস্তকের [illegible]

শ্রীশ্রীহরি ॥

শরণং ।

অভিলাষ রসসিন্ধু নামক পুস্তক ।

অথ গণেশ বন্দনা ।

ত্রিপদী ॥ বন্দ দেব গণপতি, অরুণে চরণে মতি, কৃপা কর দীনহীন জনে । মূষকবাহনে গতি, সিন্দূর অঙ্গের জ্যোতি যোগ কর্ম্মে সদা যোগাসনে ॥ সুললিত চারিভুজ, প্রস্ফুটিত রক্তাম্বুজ, বারণ বদন কিবা শোভা ॥ খর্ব্ব স্থূল কলেবর পদযুগ মনোহর, মনমত্ত অলি তাহে লোভা ॥ বিধি বিষ্ণু আদি শিব, নরসুর যত জীব, যোগে নাহি পায় তব তত্ত্ব । যোগেতে যোগীন্দ্র তুমি, বাক্য কি কহিব আমি, স্তুতিশক্তি অতি অপদার্থ ॥ যাত্রাযোগে যেই জন চরণে লয় শরণ, বিঘ্নহর হরের নন্দন । তুমি অর্দ্ধাতর পতি, গৌরীসুত গণপতি, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ ॥ সিদ্ধিদাতা তব নাম, পুরাও মনের কাম, তবে নাম জগতে রহিবে । দীনে যদি হও বাম, কে লবে তোমার নাম, হেন নামে কলঙ্ক রটিবে ॥ হলেম তোমার ভক্ত, অবকবি কহি বাক্য, পদছায়া দেহ মস্তকেতে । ভেকের যেমন মনে, জলধি যায় লঙ্ঘনে, আশ নাথ পুরাও কৃপাতে ॥

মনেতে কিঞ্চিৎ অভিলাষ বিদ্যমান। তুষ্ট হয়ে বর তোমায়
করিলাম দান। সুকার্য্য সাধিয়া মুনি বিদায় হইল। পিতারে
প্রণাম করি স্বস্থানে আইল॥ এক দিন দেখ কিবা দৈবের ঘটন
বিধিমুখে বেদবাণী না হয় লংঘন॥ বৈকালেতে পিপ্পলাদ
ভ্রমনেতে আছে। উপবনে রমণী সনে বিহার করিছে॥ পরমসু
ন্দরী কন্যা রূপে বিদ্যাধরী। গন্ধর্ব্বী কিন্নরী কিম্বা রাজার
কুমারী॥ রূপানে মাজ্জিত স্বর্ণ অঙ্গের বরণ। অমল কমলদল
বদন শোভন॥ কদম্ব কুসুম পয়োধর ধরে বক্ষ। অধর বিম্ব
বর নীল নলিনী আক্ষ্য॥ এহেন রমণী সনে কুমার কুমার
উপবনে বিহার করে সুখের অপার॥ হৃদয় আকাশে যেন প্র
কাশে দামিনী। এ সময়ে মত্ত হৈল অজ্ঞানেতে মুনি॥ অ
ভিলাষ পূর্ণ হৈল কামিনীর সঙ্গ। চৈতন্য পাইয়া উঠে নিদ্রা হৈ
ল ভঙ্গ॥ না হেরে রমণী কাছে গৃহ সব শূন্য। পিন্ধন বসনে
মাত্র দেখে রতি চিহ্ন॥ ভাবয় সন্ন্যাসী আমি মনেতে করি রাগ। কখ
ন কামিনী সনে নাহি করি আশ॥ তবে অসম্ভব তাহ কি হেতু
ঘটিল॥ অকারণে মম বীর্য্য স্থলেতে পড়িল॥ অশুচি জানি
য়া মুনি গঙ্গাতীরে যায়। বিকশিত পদ্ম এক হস্তে তুলি লয়॥
রাখিলেক শুক্র ঐ পুষ্পেতে পুঁছিয়া। অগাধ সলিল স্রোতে দি
ল ভাসাইয়া॥ খরতর বেগ বহে জাহ্নবীর নীরে। পূর্ব্ব দিগে
ভেসে পদ্ম যায় ধীরে ধীরে॥ দেখিতে দেখিতে মুনি করিলেন
স্নান। সায়ং সন্ধ্যা করি সাঙ্গ আইল স্বস্থান॥ দ্বিজ জগচ্চন্দ্র
ভাবি ঋষির চরণ। অভিলাষ রসবিন্দু করিল রচন॥

ভার প্রায় ।। বিগলিত আছে চুল, তাহাতে মালতী ফুল, অলি হুল গন্ধেতে ভ্রময় ।। কটি দেশ উর্ষ অতি, অনুভব গর্ব্ববতী, স্তন যুগ যেন গিরি শৃঙ্গ। বামে বন্দ অভিলাষ, যেন শশি সুপ্রকাশ, হাস্য তায় করে দোহে রঙ্গ।। মন্দিরে বসি সুন্দরী বলে আহা মরিং, কেমনেতে হরিব এহারে। শূন্য করিওর হৃদি, হারালেও গুণনিধি, কেমনেতে রবে প্রাণ ধরে।। একে নব গর্ব্ববর্তী, তাহাতে সুন্দর পতি, পিরীতি গোপনে দুইজনে। এমুখে ছুইলে তস, কামিনী তেজিবে অঙ্গঃ কভু না বাঁচিবে এজীবনে।। পুনঃ ভাবে দ্বিজ বালাঃ মর্ত্তিল বিষম জ্বালাঃ না হরিলে দৈত্য বালা যায়। হরি যদি এ সুন্দরীঃ বিরহে দুহিবে মরিঃ উভয় সঙ্কট এ বে মোরে।। কিন্তু মম পাপ নাই যাহার বেতন খাইঃ তার কার্য্য করিলে উদ্ধার। যে হইবেক অধর্ম্মঃ সে ভুগিবে তার মর্ম্ম বেদাগমে আছে ব্যবহার।। এই স্থির মনে করিঃ পক্ষ রূপ ধরি হরি, ভুমিতাছেন বিরল সুন্দরী। পুনঃ শুর্টিকার বলেঃ অশ্বিনীর রূপ ছলেঃ পুষ্পবনে চলে ধিরিং।। মুখেতে লাগাম দড়ি শ্বেতবর্ণ ঘোড়ী সুডৌঃ পাচ্ছে কশা। বিচিত্র আশন গলেতে ঘুঙুর বাজেঃ পুচ্ছেতে খাঁপা সাজেঃ হেরিলে সবার ভুলে মন। কাননে প্রবেশ করেঃ চিঁহিঁ২ উচ্চঃস্বরেঃ সাদে ঘুড়ী ভাঙ্গে পুষ্পবন।। অভিলাষগৃহে রঙ্গেঃ বসিয়া কেতকী সঙ্গেঃ সেই শব্দ করিল শ্রবণ।। বলে প্রিয়ে এ কি শুনিঃ অশ্বের চিৎকার ধ্বনিঃ কেনে আজি কুসুম কাননে।। কেতকী কহিছে সত্যঃ বাহির হৈয়া জান তথ্যঃ কেটা বুঝি আইল জুন

গে ।। শুনি অভিলাষ দ্রুতঃ হইয়া বহির্গতঃ উদ্যানেতে
করিল প্রবেশ । ভূমে চিহ্ন দেখে খুরঃ সুখে করে দূরঃ২ নিক
টে আইল অবশেষ ।। হেরে সেই ঘোটিকায়ঃ মনোহর
সজ্জিতায়ঃ পুষ্পদ্রুম দলিয়া বেড়ায় । অনুভব করে মনেঃ
ছুটিয়া আইল বনেঃ আসোয়ারে ফেলিয়া কোথায় ।। অত
এব আমি ইহারেঃ বান্ধি করি নিজাগারেঃ রাখি লয়ে যতনে
এক্ষণে । তল্লাষ করিবে যেইঃ লইয়া যাইবে সেইঃ মিছে কে
ন ভ্রমিবে কাননে ।। এতভাবি ধিরেঃ২ ধরি সেই অশ্বিনীরেঃ
লয়ে প্রবেশিল নিকেতনে । কেতকী ঘোটকী দেখিঃ বড়ই
হইল সুখিঃ কহে কান্ত বান্ধহ নির্জ্জনে ।। আমি দিব দানা
ঘাসঃ নিত্য২ বারোমাসঃ যতনে পালিব প্রাণপণে । অভি
লাষ হাসে শুনিঃ লইয়া শেষে অশ্বিনীঃ রাখিলেন নিগুড়
বন্ধনে । বুড়ি মনে ভাবে ভালঃ কর্ম্মের উচিত ফলঃ বিধি
বুঝি হাতেঃ২ দিবে । দুইচারি দিন যদি এই রূপে রাখে বাঁ
ন্ধিঃ ঘাস খায়ে তবে প্রাণ যাবে ।। নূতন নাদরালি বান্ধিঃ দু
র্গা পাদে অভিলাষিঃ শুনি দ্বিজ জগচ্চন্দ্র কয় । ইথে কি আ
ছয়ে সন্দঃ পরের করিতে মন্দঃ আগে মন্দ আপনার হয় ।।

দ্বিজ কন্যার অশ্বী রূপে অভিলাষকে লইয়া
স্বদেশে গমন ।

পয়ার । * । বন্ধন দশায় বুড়ী সে নিশী রহিল । পরদি
বা অবসান যখন হইল ।। অশ্বীরে বাহির করে মুনির কু
মার । কৌতুকে তাহার পরে হইল সওয়ার ।। অট্টালিকাপরে
গিয়ে কেতকী রূপসী । পতির দেখিছে রঙ্গ তথাকারে বসি

পয়ার ।। জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর। কোথায় জ্যানি
য়া পদ্ম গেল তদন্তর ।। কি কর্ম্ম করিল তবে শিশু জানি
বস্তার করিয়া প্রভু কহ এবে শুনি ।। বৈশম্পায়ন বলে শুন
নরবর। ভাসিয়া যাইছে পদ্ম স্রোতে থরতর ।। উত্তরাখণ্ডেতে ছিল
এক অপূর্ব্ব রাজ্য ।। ভীমাক্ষ্য নামেতে রাজা তাহে মহাবীর্য্য
ধর্ম্মশীল দয়াবন্ত দানে কর্ণ সম ।। বুদ্ধে বুদ্ধিবন্ত শাস্ত্র বিদ্যা
য়েতে যম ।। প্রতাপেতে দশানন মানেতে কৌরব। ধনেতে
ধনেশ যিনি ইন্দ্রের বৈভব ।। চারিবেদ ষড়শাস্ত্রে পণ্ডিতরা
জন। দুষ্ট নষ্টকারি সদা শিষ্টের পালন ।। প্রথম বয়সে তা
র হয়াছে লগ্নবতী। রাখিয়াছে ভূপ তার নাম চন্দ্রবতী ।। রূপে
গুণে সরস্বতী কিম্বা ইন্দ্রজায়া। কিম্বা আসিয়াছে জন্ম লইয়া
অভয়া ।। অস্থির দামিনী সদা নহে ত সংশয়। সে কন্যার
মধ্যে সদা সুস্থির নিশ্চয় ।। কর্ণাকারা মরাল মরালে নাহিমানি
তার উরু সরল নরলে শ্রেষ্ঠ জানি ।। ভুজার কিছার নিতম্ব যে
তার। তার ভরে ভূমীকম্প না সহিয়া ভার ।। কেসরীর কুচ
মধ্য মধ্য বিত্ত কটী। চন্দ্রবতী মধ্যদেশে কোটি অংশে
মাটি ।। কদম্ব দাড়িম্ব যদি কিছু হইত। ভীমাক্ষ কুমারী
কুচে কিছু তুল্য পেত ।। ভুজ ভুজঙ্গ সহ উপমা শোভিত।
যদ্যপি অহির মুখ বিশাক্ত নহিত ।। শশী সে মুখের তুলা
কেমনেতে পায় ।। দামিনীর শোভা যার লুকপায় পায় ।। অ
শার ভাবিয়া আমি নাশার উপমা। তিল ফুল নহে তুল নহে
বাঁশী সমা। আঁখির তুলনা দেখি কমলের দুঃখ। বিপাকে
বিহরে সদা করিকালা মুখা। মাধব নু ভ ধনীর উপমার ছিদ্র

আজ্ঞা মাত্র সখিগণে সকলে আইল। মদনমোহিনী বেশ সা
জাইয়া দিল। সুধাংশুবদনী তবে সখীগণেকয়। অগ্রে গিয়া
পুষ্পবনে করিব ভ্রমণ ॥ এতবলি রাজবালা লয়ে সহচরী। উ-
দ্যানে উত্তরে রঙ্গে গৃহ পরি হরি ॥ কোন সখি ফুল তুলে ম
ল্লিকা চম্পক। কেহবা গোলাব তুলে কেহবা অশোক ॥ কেহ
দেয় আনি ফুল কেহ গাঁথে মালা। কোন রামা সাজাইল ফু
লে রাজ বালা ॥ কেহবা গাঁথিয়া মালা নিজগলে পরে। কে
হবা অঞ্চলে বান্ধে লয়ে যেতে ঘরে ॥ যে যথা হেরিছে ফুল
সেই তথা ধায়। বসিল রাজার সুতা শ্রান্তি যুক্ত কায় ॥ স
ঙ্গিনী গণেরে বলে ফুলে কায নাই। ভাগীরথী ঘাটে গিয়া
চল বসি ভাই ॥ এতবলি যায় সব জাহ্নবীর তটে। সানন্দে
বসিল গিয়া চাঁদনির ঘাটে ॥ অবসান হৈল দিবা ভানু অস্ত
হয়। সুশিতল জলবায়ু ধিরে ধিরে বয়। জল মধ্যে জল জ
ন্তু খেলে কত রঙ্গে। কৌতুক দেখিছে কন্যা বসি সখি সঙ্গে ॥
হেনকালে পদ্ম এক যাইছে ভাসিয়া। দৈবযোগে হেরে তাহা
রাজার তনয়া ॥ বিধির নির্বন্ধ যে না হয় লংঘন। অবশ্যই
ঘটিতে চাহে বিধির লিখন ॥ সখি প্রতি ডাকি তবে রাজ
কন্যা বলে। দেখহ আশ্চর্য্য পদ্ম ভেষে জায় জলে ॥ ত্বরিতে
সন্তরি যেবা এনে দিবে ধরে। গলার মুকুতা হার দিব আমি
তারে ॥ এতেক শুনিয়া সখি সকলেতে গেল। তার
মধ্যে একজন পদ্মেরে ধরিল ॥ চন্দ্রবতী করে আনি
করিল প্রদান। সানন্দেতে নৃপসুতা লইল আঘ্রাণ ॥ অব্যার্থ

মুনির বীর্য্য তাহাতে আছিল। নাসিকার দ্বারে শুক্রগর্ভস্থ হইল ।। হেনকালে সরশীজ গন্ধর্ব্ব নন্দন। ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হয়ে করিছে ভ্রমণ ।। দৈবযোগে ঐ বীর্য্যতে করে সে আশ্রয়। তদন্তরে যে হইল শুন জন্মেজয়। সুসংযোগেতে জন্ম গন্ধর্ব্ব লইল। তাহে চন্দ্রবতী সতী গর্ভবতী হৈল ।। এসব বৃত্তান্ত বালা নাহি জানে মনে। গলার মুক্তা হার দিল সখিগণে ।। যতনে লইয়া পদ্ম শেষে গেল ঘর। জগচ্চন্দ্র বিরচিল পয়ার সুন্দর ।

সরশীজ গন্ধর্ব্বের শাপ বিবরণ ।

পয়ার ।। জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর। কিহেতু শাপায় হৈল গন্ধর্ব্ব কুমার ।। কিবা নাম কোথা ধাম কাহার তনয়। বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহাশয় ।। মুনি বলে শুন পরিক্ষীতের নন্দন। যে কিছু হইল পরে তার বিবরণ ।। সরশীজ নামে এক গন্ধর্ব্ব তনয়। রূপে গুণে মহাধন্য ইন্দ্রের গন্ডায় ।। রমণী তাহার তিন সর্ব্ব সুলক্ষণা। একদিন দৈবযোগে করিল মন্ত্রণা ।। যাইব ভ্রমণে আজি অবনীমণ্ডলে। সুসজ্জিত হও ত্বরা তোমরা সকলে ।। হিমন্ত হয়েছে অন্ত উদয় বসন্ত। রম্য স্থলে বিহারিতে বাসনা নিতান্ত ।। এতেক রমণীগণে পাইয়া আদেশ। পতি সঙ্গে যেতে রঙ্গে সাজিল সুবেশ ।। একেত নবীনা তাহে রূপে সৌদামিনী। গন্ধর্ব্বের সহ চলে বিমানগামিনী ।। মুহুর্ত্তেকে উত্তরিল আসিয়া ধরণী। উপবনে ভ্রমে লইয়া রমণী ।। পরে উপনিত হয় বিন্দু গিরি পরে। বিবিধ বসন্ত শোভা তাহে শোভা করে ।। মন্দ২ সমিরণ অতি রম্য

ফুল। গন্ধর্ব্ব তনয় হয় মদনে বিকল।। অধী হৈতে রতিপতি মনে কৈল স্থির। সম্মুখে দেখিল এক মুনির কুঠীর। নির্জ্জন হেরিয়া তাহে প্রবেশ করিল। মন অভিলাষ রসে সকলে ভাসিল।। হেনকালে যে মুনির হয় সেই স্থান। প্রভাতে উঠিয়া গেছে করিবারে স্নান।। তপ জপ যোগে দিবা করি অবসান। উপনীত সন্ধ্যা কালে আপনার স্থান।। দ্বারে হৈতে হেরে ঋষি মত্ত চারি জনে। জ্বলিয়া উঠিল তনু ক্রোধের আগুণে।। ধ্যান করি জানিলেন এহয় গন্ধর্ব্ব। অভিশাপ দিয়া করি চূর্ণ ওর গর্ব্ব।। গম্ভীর বচনে কন শুনরে পাপিষ্ঠ। আমার মন্দিরে তোর এতেক অনিষ্ঠ।। কর্ম্মফল মত তোদের দিলাম শাঁপ। নর অংশে জন্ম লয়ে ভুঞ্জিয় পাপ।। শুনিয়া গন্ধর্ব্ব পতি গণিল প্রমাদ।। বাহির হইল শীঘ্র হইয়া বিসাদ।। দ্বিজের চরণে আসি ধরে চারি জনে। বলে ঋষি দেখ আজি করুণা নয়নে।। অজ্ঞান অবোধ মোরা নাহি কিছু বোধ উদ্ধার করহ শাঁপ হইয়া অক্রোধ।। অবনী মণ্ডলে নাহি রাখি গতি বিধি। দৈবের ঘটনে আজি আনিলেন বিধি।। বিন্ধ্য গিরি মধ্যে কভু না করি বিহার। কি জানি কুবুদ্ধি আজি হৈল সবাকার।। শাস্ত্রের প্রমাণ কথা না ভাবিয়া মনে। রমণীর সহ কেন আইলাম বনে।। বিশেষ কুঠীর তব কেমনে জানিব। জানিলে ফণির মুখে হাত কেন দিব।। কামে মত্ত হয়ে হারাইয়া তত্ত্ব জ্ঞান। করিয়াছি কুকর্ম্ম অতি অব্যাবধান।। যে দ্বিজের পদ চিহ্ন বিষ্ণু হৃদি পরে। দ্বিজ শাঁপে পরিক্ষীতে দংশে বিষধরে।। এহেন দ্বিজের বাসে আসি ক— —

মন ভুজঙ্গ গৃহে ভেকে করে আস ৷৷ এইরূপে নানামত করয়ে স্তবন ৷ মুনি কহে মমবাক্য না হবে লংঘন ৷৷ নর অংশে জন্ম লহগিয়া পৃথিবীতে ৷ বিমোচনহবেশাঁপ তোমরভুরিতে ৷

গন্ধর্ব্বের রমণীরদিগের সহ তনু ত্যাগ ৷৷

ত্রিপদী ৷৷ মুনির অব্যর্থবাণী, গন্ধর্ব্ব নিশ্চয় জানি, দর দর বারিবহে চকে ৷ কি সাধ হইল মনে, কেনবা এলেম বনে, আর হেথা কে করিবে রক্ষে ৷৷ সুরশীত নারী তিন, ব্রহ্মশাঁপে তনুক্ষীণ, ক্রমে, চৈতন্য হরিল ৷৷ তখন গন্ধর্ব্ব পতি, না দেখিয়া কোনগতি, শিবানীর স্মরণ লইল ৷৷ এ কান্ত করিয়া মন, মুদি শীঘ্র দু নয়ন, কাতরেতে ডাকে ঘনে ঘন ৷ কোথা মা মহেশ কান্তা, দয়াময়ী দুঃখ সান্তা, সন্তানে দেহ দরশন ৷৷ দুর্জ্জয় পাথর খোড়ে, ব্রহ্মশাঁপে অঙ্গ পোড়ে এ সময়ে দেহপদছায়া ৷ দুর্গামের এদুর্গতি, দূরকর ভগবতী, মোর প্রতি হইয়ে সদয়া ৷৷ পরাণে পঞ্চাননী, ভক্তের বিপদ জানি, পদ্মাসঙ্গে উরিলা পর্ব্বতে ৷ গন্ধর্ব্বে ডাকি কন, শুন ওরে বাছাধন, দুঃখ কিছু না ভাব মনেতে ৷৷ লহ জন্ম নর অংশে, ধরাপূর্ণ হবে যশে, তব কৃত্তি রহিবে সংসারে ৷৷ পা ইবে আপন ভার্য্যা, ভুমিবে সকল রাজ্য ভরিতে আসিবে নিজপুরে ৷৷ দ্বিজ কুলে জন্মাইবে, অভিলাষ নাম দিবে, রূপে তে হইবে রতীপতি ৷ বিপদে পড়িবে যবে, আমার স্মরণ লবে, সহায় থাকিব তোমাপ্রতি ৷৷ ব্রহ্মশাঁপ লংঘিবারে, কার সাধ্য কেবা পারে, এতবলি হন অদর্শন ৷৷ শুনিয়া এ তেক বাণী, গন্ধর্ব্ব সৌভাগ্য মানি, প্রণাম করিল ততঃক্ষণ

নিকটেতে সুরধুনী, সঙ্গেতে লয়ে রমণী, প্রবেশিল জাহ্নবীর
নীর ।। দুর্গাপদ ভাবি হৃদে, সকলে নয়ন মুদে ক্রমে ক্রমে
ত্যজিল শরীর ।। সরশীজ মহামতি, গর্ভে গিয়া চন্দ্রবতী,
সুযোগেতে জনম লইল । নাদরাগি নিবাসীয়, ভট্টাচার্য্য উ
পাধিয়, শ্রীজগচ্চন্দ্র বিরচিল ।।

সরশীজ গন্ধর্ব্বের রমণী দিগের জন্ম বিবরণ ।।

পয়ার । ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হয়ে গন্ধর্ব্বের পতি । চন্দ্রবতীর
গর্ভে গিয়া জন্মে মহামতি ।। প্রধানা রমণী তারে মনেতে ভাবিয়া
ভূমণ্ডলে গিয়া পতি জনম লইল ।। কোথায় হইবে জন্ম অনু
পাম কামিনী । না পায় সংযোগ তায় ভুবন জননী ।। পুলু
জ নগরে ছিল এক দ্বিজমণি । সুশ্রীতা সুবেশা ছিল তার র
মণী ।। সম্ভোগ করিল সুখে ব্রাহ্মণ তনয় । গন্ধর্ব্ব রমণী জন্ম
সেই অংশে লয় । নিয়ম হইল পূর্ণ ক্রমে দশমাস । দেখে দশ
ম দিনে আসিয়া প্রকাশ ।। প্রসব হইল পরে ব্রাহ্মণ রমণী ।
রজনী রূপিনী কন্যা কিম্বা কাদম্বিনী ।। কুঙ্কুম বরণে কন্যা
সুন্দরতা দেখি । কেতকী বলিয়া নাম রাখে হয়ে সুখী ।। দিনে
দিনে বাড়ে বালা দ্বিজবর ঘরে । দ্রুপদ নন্দিনী যেন দ্রুপদ আ
গারে ।। দৈবযোগে ব্রাহ্মণের বংশ ধ্বংস হৈল । মনদুঃখে কন্যা
লয়ে বিরাগী হইল ।।এইরূপে জন্মে সরশীজ গন্ধর্ব্ব রমণী ।। পতি
র পশ্চাতে জন্ম লইল অবনী ।। পরে কুম্ভ নামে দৈত্য ছিল
একজন । তার ঘরে জন্মিল দ্বিতীয় অঙ্গনা ।। রূপবতী হে
রি সুতা সুখে দৈত্য পতি । রাখিল কন্যার নাম বলি ইন্দুবতী
ক্রমে২ দুই নারী জনম লইল । তৃতীয় গন্ধর্ব্ব নারী তখন ছা

বিল ।। কোথায় লইবে জন্ম না পায় উপায় । সমর জয়ী নামে রাজা চন্দ্রবংশে হয় ।। তাহার রমনী গর্ব্ভে জন্ম আসি নিল ।। দশমাস দশ দিনে ভূমিষ্ঠ হইল ।। ক্রমে ছয় মাস গত রাজা ভাবে মনে । সস্ত্রীক হইয়া যাব তীর্থ দরশনে ।। এতভাবে সঙ্গে নিল যত সৈন্য দল । উপনীত স্ত্রী সহ নগর উৎখল ।। হেনকালে খপুজয়ী কামিক্ষার পতি । দৈবে সৈন্য সমিহারে চলিয়াছে তথি ।। পূর্ব্বে হৈতে দুই ভূপে বিবাদ আছিল । মিলিতে উভয় দলে সমর বাধিল ।। খপুজয়ী নরপতি অতি বলবান । সমরজয়ী ভূপতির বধিলেক প্রাণ ।। নৃপের নিধন দেখি অনুচরগণ । নিজ দেশে পলাইল ত্যজিসবে রণ ।। কি বল রহিল রাণী কন্যার সহিতে । খপুজয়ীভূপে আসি জানাইল দূতে ।। শুনহে কামিক্ষা পতি করি নিবেদন । কন্যাসহ রাণী ফেলে গেছে সর্ব্বজন ।। শুনি মাত্র নরপতি আজ্ঞা দিল দূতে । আমার নিকটে দোহে আনহ ত্বরিতে ।। আজ্ঞামাত্র দুইজনে আনিল তথায় । রাণী কন্যা পেয়ে রাজা কামিক্ষাতে যায় ।। কন্যা পুত্রহারা রাজা কুমারী পাইয়ে । নিজ সুতা সম পালে যতন করিয়ে ।। রজনী গন্ধ ফুল গন্ধ বালিকার অঙ্গে । রজনী বলিয়া নাম রাখে রাজা রঙ্গে ।। একশত সখি সঙ্গে খেলিবারে দিল । সমরজয়ী রমণীরে মহিষী করিল ।। এইরূপে তিনজন গন্ধর্ব্ব অঙ্গনা । ভূমণ্ডলে তিন স্থানে জন্মে তিন জনা ।। চন্দ্রাবতী গর্ভে সরশীজ জন্মাইল । দুর্গার মঙ্গল গাণ জগৎ রচিল ।।

চন্দ্রবতীর গর্ভ রাজপুরে প্রকাশ।

ত্রিপদী।। মুনি পুনর্ব্বার কন। পরে শুন হে রাজন, হেথা চন্দ্রবতী সখি সঙ্গে। নিত্য সবাকার সনে, যাইয়া কুসুম বনে, কেলি করে মনমত রঙ্গে।। নাহেরে পুরুষ মুখ, কাননেতে সদা সুখ, নাহি দুখ পতির বিহনে। যদি কভু সেয়ুবতী, হেরে দৈবে পরপতি, অধোমুখে নাহেরে নয়নে।। করিয়া গঙ্গায় স্নান, শিবের মন্দিরে যান, পূজে বালা মহেশে বিশেষে। স্বর্ণ পাত্রে পুষ্প লয়ে, যোগায় সখিরে গিয়ে, ধূপ দীপ নৈবেদ্য অশেষে।। এইরূপে রহে কন্যা, রূপে গুণে মহী ধন্যা, রাজা রাণী বড় ভাল বাসে। নৃপের নন্দিনী মনে, গর্ভবতী নাহি জানে, ক্রমে গর্ভ বাড়ে মাসে মাসে।। মাসেক দুমাস গত, সখি গণে নহে জ্ঞাত, বিশেষত সকলে বালিকে। দিনে২ কটী ভারি, ভাবিয়া রাজকুমারী, কহে সখি কি হৈল আমাকে।। আহারে নাহিক রুচি, সর্ব্ব দ্রব্যেতে অরুচি, স্তনযুগে কজ্জলের ধারা। সর্ব্বদা বমন উঠে, অম্বল কিঞ্চিৎ মিঠে, পঞ্চমাস আছি শ্রান্ত হারা।। শুনি যত সখিগণে, ভাবিত হইল মনে বলে সই নাহি বুঝি মর্ম্ম। একি ব্যাধি অসম্ভব, নাহি হয় অনুভব, তব দেহে আসি লৈল জন্ম।। এইরূপে সখি সঙ্গে চন্দ্রবতী মনভঙ্গে, কাননেতে করেন বসতি। আশ্বিনে অম্বিকা পূজা, করিবেন মহারাজা, কুমারীকে লইতে ভূপতি।। পূর্ব্বে হৈতে মহাপায়া, অনুচর সঙ্গে দিয়া পাঠাইল কুসুম কাননে। আজ্ঞামাত্র দূতগণে, উপনীত সর্ব্বজনে, শাস্ত্র চন্দ্রবতী নিকেতনে। রক্ষক রক্ষক যোড় করি- চলমান। রাজপুরী

[illegible] বালা স্নান করিতা কয় । সঙ্গের সঙ্গিনী সঙ্গে, সকলে লই য়া রঙ্গেঃ ত্বরায় উঠিল সিবিকায় ।। ত্যজিয়া অসুমবন, হর ষিতা হয়ে মন, মহামায়ে দর্শনে চলিল । ক্ষণেক বিলম্ব পরে উত্তরিল গিয়া পুরেঃ পিতৃপদে প্রণাম হইল ।। পুরমধ্যে শু নে রাণী আসিয়াছেন নন্দিনীঃ শীঘ্র করি হয় অগুসার । গৃ হের বাহির আসিঃ হেরি কন্যা মুখ শশিঃ স্তন যুগে বহে দুগ্ধ ধার ।। আস্তে ব্যস্তে কোলে লয়ঃ মুখে খিরসর দেয়ঃ অঞ্চলে মুছায় চন্দ্র মুখ । নানামতে করি শান্তঃ ঘুচাইল পথ শ্রান্তঃ পরে রাণী পায় প্রাণে সুখ । আর যত পুরবাসী, চন্দ্রবতী স কে আসিঃ প্রমানন্দে করিল মিলন । দালানে অম্বিকা মাতা দশভূজা মুরতিতা সবেমেলি করে দরশন ।। সপ্তমী অষ্টমী দিবাঃ নবমী দশমীকিবাঃ কয় দিবা নাহি তাল ভঙ্গ । নৃত্য গীত অভিরত্তঃ বর্ণন করিব কতঃ দিবা নিশী আনন্দ প্রসঙ্গ পরে কিছু দিনগতেঃ একদিন শয়নেতেঃ চন্দ্রবতী দিবশেতে আছে । দৈব যোগে দেখে রাণীঃ গর্ভের লক্ষণঃ খানিঃ সকল কন্যার ঘটিয়াছে ।। দ্রুত হৈয়া কাছে যায়ঃ চৈতন্য করিয়া তায়ঃ স্তনে হৈতে বসন খসিল । তাহে হেরে কালিধারাঃ ক টি দেশ স্থূলকারাঃ কহে কন্যা একি তোর হৈল ।। রাজসুতা [illegible] বলে মাগো প [illegible] কিবা [illegible] না হি জানি [illegible] আহারে উঠেঃ অলসে শরীর টুটে, মুখ হারা দিবস রজনী ।। শুনি মাত্র রাজরাণী কপালে কঙ্কণ হানিঃ আছাড়ি য়া পড়ে ধরাতলে । ক্ষণেক নিস্তব্ধ হয়ঃ পাছে লোকে একা শয়ঃ মনে রাণী বিচার করিল ।। দিবাগত রজনীতেঃ জানা

হল নৃপনাথে, শুনি রাজা বজ্রাঘাত পায় ।। বলে কি কহিলে রাণী, গর্ভবতী নন্দিনী, কেমনে হইল একি দায় ।। ডাকয়ে সখিগণে, শুনি তারা কিবা জানে, এর মূলাধার সবে হবে ।। এতেক শুনে মহিষী পাঠাইয়া দিয়া দাসী, শীঘ্রতর আনিলেন সবে । রাজা কন সখি সর্ব্ব, কন্যার হয়েছে গর্ভ, তোমরা কি জান তাহা বল । সত্য না কহিলে কথা, এখনি কাটিব মাথা, শুনি সবে কম্পিত হইল । কহে ক্ষম নরপতি, আমরা যত যুবতী, ইহার প্রসঙ্গ নাহি জানি । সর্ব্বদা সঙ্গেতে থাকি, আড়নাহি করি আঁখি, তিল অর্দ্ধ দিবস জামিনী ।। চন্দ্রবতী শান্তা অতি, ভিন্ন ভাব নহে মতি, তবে যদি এদায় ঘটিল । জানিলাম সু বিশেষ, হইয়াছে আয়ুশেষ, তাই বিধি ছলে প্রাণ নিল ।। চারিপাঁচ মাসাবধি, হইয়াছে এইব্যাধি নিত্য জানাইব মনে করি । অলশ হইল কাল, জানাতে না পাইকাল কালপূর্ণ আজি সবে মরি ।। সখির উত্তর শুনি, নিরোত্তর নৃপমণি, ক্রমে লোকে সবে হৈল জ্ঞাত । কলঙ্কে পুরিল ক্ষিতী, প্রকাশ হৈল দুর্ণীতি, নরপতি বিষম চিন্তিত অপমানে ভাবে মনে, যদি কন্যা বধি প্রাণে, তবে পাপে পূরিবে সংসার । অতএব সভাসনে, লহ পাত্র মিত্রগণে, ব্যবস্থার করিব বিচার ।। এতেক করিয়া স্থির, পরদিবা নৃপবীর বাহির মহলে দিল বার । বসিলেন সিংহাসনে, জিজ্ঞাসেন সর্ব্ব জনে, লজ্জায় কুণ্ঠিত কলেবর ।। কন্যার হয়েছে গর্ভ, মানের হইল খর্ব্ব, বল এবে কি করি বিধান । পাত্র মিত্র

শুনি কয়, শুন রাজা মহাশয়ঃ কুমারী পাঠাও অন্যস্থান ॥ গর্ভ হৈল আশ্চর্যিতেঃ গৃহে রাখা কোনমতেঃ উচিত নহেতো নরবর। প্রাণে যদি কর দণ্ডঃ পাপ হইবে প্রচণ্ডঃ স্ত্রীবধে নিষেধ নিরন্তর ॥ রাজ্য মধ্যে অন্যত্রেঃ রাখ যদি দুহিতারেঃ তাহে অতি কলঙ্কের সূত্র। দশমাসে চন্দ্রবতীঃ পুত্র প্রসবিবে তথিঃ লোকে কবে রাজার দৌহিত্র ॥ অত এব নৃপরায়ঃ বনবাসে দেহ তায়ঃ লোকে ধর্ম্মে রহিবে পৌরস। শুনিয়া সবার বাণীঃ স্থির কৈল নৃপমণিঃ দ্বিজ কহে ব্যবস্থা শরস ॥

চন্দ্রবতীর বনবাসে রাণীর এবং পুরবাসীর খেদ ॥

ভঙ্গ ত্রিপদী ॥ হয়ে নরপতিঃ সুচিন্তিত মতিঃ ধীরে২ অন্তঃপুরে জান। শুনি শাস্ত্রনিতঃ চিত্য বিসাদিতঃ উপনিত রাণী বিদ্যমান ॥ বলে মৃদুধ্বনিঃ শুন সুবদনীঃ বিচারেতে হইল প্রকাশ। কন্যা রাখি ঘরেঃ বিঘ্ন হবে পরেঃ হেন কন্যায় দিব বনবাস ॥ বজ্র সমবাণীঃ শুনিয়া অমনিঃ রাজপত্নী পড়িল ধরণী ॥ যেন মুর্চ্ছাপন্নঃ হইল বিবর্ণঃ কপালে কর কঙ্কন হানি ॥ বলে আহা মরিঃ প্রাণের কুমারীঃ কেমনেতে দিবে বনে বাস। স্বর্ণের প্রতীমাঃ রূপের গরিমাঃ হেন কন্যা বনে দিতে আস ॥ পুরুষ কঠিন অতি দয়াহীনঃ পাশানের সমান হৃদয়। তিলেক বিহনেঃ যাহার কারণেঃ যুগান্তর মোর জ্ঞান হয় ॥ বলহে কেমনেঃ নিবিড় কাননেঃ এ জনমের মত তারে দিব। কেমন করিয়েঃ জননী হইয়েঃ এ কথা মুখেতে আনিব ॥ পুরবাসী জনেঃ এ কথা শ্রবণেঃ কান্দে হৈয়া পাগলিনী প্রায়। নগরী যারাঃ কেঁদে সারা তারঃ ধূলায় ধূষর করি

কায় ॥ নৃপকহে কেনঃ কান্দ অকারণঃ বিধির লিখন যাহা থাকে। কেবা খণ্ডিবারেঃ কার সাধ্য পারেঃ ঘটে তাহা বিধির বিপাকে ॥ তখন এ ধ্বনিঃ শুনে চন্দ্রাননীঃ পিতা মোরে দিবে বনবাস। জানু কলেবরঃ কম্পে থর থরঃ শীরে যেন পড়িল আকাশ ॥ সুখাইল মুখঃ ভয়ে কাঁপে বুকঃ নেত্রে সব দেখে অন্ধকার। একে ধরামান্যেঃ নিদ্দোষা সে কন্যাঃ বিধির বঞ্চন বুঝা ভার ॥ লজ্জায় যুবতীঃ বলে বসুমতীঃ বিদীর্ণ হও একবার। এ কলঙ্ক মুখঃ দেখায়ে কি সুখঃ স্থান দেহ যাগি পরিহার ॥ পুনঃ ভাবে মনঃ ভাব অকারণঃ সকলি সে কর্ম্মের ফল কার দিব দোষঃ মিছা করি রোষঃ নিজ পত্তে প্রবেশিল কাল ॥ এই হয় দুঃখঃ পুরুষের মুখঃ সুখ সাধে কভু না হি হেরি। এ নব যৌবনঃ হইল পতনঃ মরমে মরমে সদা মরি ॥ অনঙ্গ অনলেঃ ধৈর্য্য জল ঢেলেঃ সদা জ্বলে সেউ ত্রাণ জন্যে। ভাবিতাম মনেঃ না যাবে এ মনেঃ কভু শিবা হবেন প্রসন্নে ॥ তবে জানিল মঃ মিথ্যা মরিলামঃ ভোগা ভোগ না হি গেল ক্ষয়। দ্বিজবর কয়ঃ যে থানেতে ভয়ঃ সেই থানে অগ্রে সন্ধ্যা হয় ॥

চন্দ্রবতীর বনে গমন ॥

ত্রিপদী ॥ পরে কন্যা ভাবে মনেঃ যাইতে হইবে বনেঃ তবে কেন বিলম্ব করিয়ে। তবে হুই অগ্রসরঃ মিছে দূতে কেন আর লয়ে যাবে করে কর ধরিয়ে ॥ এত ভাবি চন্দ্রবতীঃ মন্দ মন্দ হংসী গতিঃ পিতার নিকটে অগ্রে যায়। সজল কাজল আঁখিঃ লজ্জায় মলিন মুখিঃ ভয়েতে কম্পিত অতি কায়।

বনে বনে যাই পিতাঃ কলঙ্কী তোমার সুত ঃবলি মনে না ক রিয় রোষ। আমার জনম ক্ষণেঃ বিষ না খাওয়ালে কেনেঃ তবে এত না ঘটিত দোষ।। আমি দুষ্টা অভাগিনীঃ তোমার মানের হানিঃ করিলাম অশেষ বিশেষে। এহেন মলয় বংশে জন্মে আমি নিচ অংশেঃ দুর্গন্ধে সৌগন্ধ গেল নাশে।। পাপি নী পাপিষ্ঠা জনেঃ পুষিলেন দুগ্ধ দানেঃ পাইলেন তার যোগ্য ফল। ধরে পদে হই নত, দেখাইয়ে দেহ পথ, কোথা সেই বন বাস স্থল।। পুনঃ জননীর পায়, কান্দিয়া প্রণাম হয় বলে মা করগো বিদায়। শুকে শোকাঙ্গলা রাণীঃ শুনি চন্দ্রবতী রাণীঃ উন্মাদিনী জ্ঞান শূন্য হয়।। পরেরাজা সুকাতরে ডাকি এক দ্বিজবরেঃ আজ্ঞা দিল সজল নয়নে। আমার মিনতি লহ, কুমারীর সঙ্গে যাহঃ রাখিতে উত্তরাখণ্ড বনে। শুনিয়া নৃপের বাণীঃ সঙ্গে লয়ে সুবদনীঃ দ্বিজবর বাহির হইল। বিপ্র যায় অগ্রসরঃ শশি মুখি পিছে তারঃ রাজহংসী গমনে চলিল।। নয়নে বহিছে ধারাঃ যেন মৃগীবন হারাঃ চারি দিগে চাহে ঘন ঘন। সঙ্গের সঙ্গিনী গণে, বলে মোরা যাব বনে, ম ন্ত্রপতি করিল বারণ।। চন্দ্রবতী বলে কেনে, সখি তোরা যাবি বনে, আমার কপালে দুঃখ লেখা।। সবে রাজপুরে থাক, দুঃখিনীরে ভুলোনাকো, এ জনমের মত হৈল দেখা।। শুনি চন্দ্রবতী রাণী, সবে যেন পাগলিনী, ধরাপরে করে হাহাকার। পরে কন্যা দ্বিজ সাথে, চলিল প্রান্তর পথে, কান্দিতেঃ অনিবার।। বসন্তী ছাড়িয়া যায়, মনুষ্যে বিমুখ হয়, চলি

তে চরণ ক্রমে ভারি । বলে দ্বিজ মরি মরি, লয়ে চল হাতে ধরি, আর আমি চলিতে না পারি ।। শুনি চন্দ্রবতী বাণী, করে ধরে দ্বিজমণি, শশীমুখ সুধাইল ক্রমে । শ্রান্ত যুক্ত বালা তনুঃ অতরুণ, ঝুনু ঝুনু, পায়ে হৈতে খসে পড়ে শ্রমে ।। ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে, ক্ষণে নয়ন জলে ভাসে, উছটিয়া বলে ধর ধর । এবেতে দেখ ভানু রৌদ্র যেমন কৃসানু, তাপে তনু হৈল জর জর ।। কোমল যুগলপাদ, ফুটে যেন কোকনদ, তাহে বহে রুধিরের ধারা । কন্টক কুশাঙ্কুর, চরণে বাজিছে খুর, রাজসুতা প্রাণে হয় সারা ।। পিপাসায় জল চায় রাজারে জীবন যায়, জীবনেতে রাখরে জীবন । জীবন হইল অন্তঃ শুন ওহে দ্বিজভ্রান্ত, জীবনান্তে, কারে দিবে বল ।। জননী যখন ঘরে, জিজ্ঞাসিবেন তোমারে, কুমারীরে কোথা রেখে এলে । তখন কি কবে তুমিঃ মৃত্যু দেহে তারে আমিঃ পথ মধ্যে আসিয়াছি ফেলে ।। অতএব ধরি পায়, ক্ষমাকরি অবলায় হেতা বিপ্র রেখে যাহ দেশে । এইতো দুর্জ্জয় বনঃ আরশে কেমন বন, কোথা জল দেবে বনবাসে ।। এরূপে ক্লেশ যত বর্ণন করিব কতঃ লেখনীর লেখা দায় হয় । দিবা আছে দণ্ড ছয়ঃ কন্যা প্রতি দ্বিজকয়ঃ মোরে মাতা করগো বিদায় ।। শুনিয়া বিপ্রের বাণীঃ কর পুটে কহে ধনীঃ আমি একাকিনী কি রহিব । না হেরি মনুষ্য জনঃ তাহে এ দুর্জ্জয় বন রজনী তে কোথায় থাকিব ।। এখনি নিদ্রিত হব, হেথা পালঙ্ক অভাবঃ ভূমিতলে কেমনে শুইব । ক্ষুধায় কাতর প্রাণঃ বারীবিনে যাইছে প্রাণ পিপাসায় বুঝিগো মরিব ।। দ্বিজ কহে রাজকন্যা

কি আছে আর অরণ্যেঃ কত্র এবে রত্ন যাকে থাম। নাহিক কেহ দোষরঃ করিতে হেথা। শূন্যরঃ বিন, সেই ভবনাথের নাম ॥ এতেক বলিয়া দ্বিজঃ গৃহেতে চলিল নিজঃ চন্দ্রবতী বৈসে সেই খানে। চিত্রের পুত্তলী প্রায়ঃ একদৃষ্টে চায়ে রয়ঃ জলধারা বহে দুনয়নে ॥ দ্বিজ জগচ্চন্দ্র বলেঃ দয়াময়ী পদতলে, দয়াকর শিব সিমন্তিনী। কুমারী রহিল বনে, অকিঞ্চন এই মনে, রেখো তারে আসিয়া আপনি ॥

চন্দ্রবতীর দানব দর্শন এবং নন্দি সহ সাক্ষাৎ।

পয়ার ॥ জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর। হৃদয় বিদীর্ণ দুঃখ শুনিয়া কন্যায় ॥ কি কর্ম করিল পরে সেইসে যুবতী। যদ্যপি বনেতে রাখি দ্বিজ কৈল গতি ॥ বৈশম্পায়ন বলেন শুন নর রাজন। রজনী উদয় ক্রমে ভানু অদর্শন ॥ একাকী বসিয়া বালা বনের ভিতর। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ঘোরতর নাহিক দ্বিতীয় সঙ্গি একেলা রমণী। ক্ষুধা তৃষ্ণা পথ শ্রান্তে বিরস বদনী ॥ রাজকন্যা রাজ্য ধন্যা রাজ অংশে জন্ম। কবে সে জেনেছে বল এ দুখের মর্ম্ম ॥ ভয়ে ভীতা হয়ে বালা নয়ন মুদিলা। দিনমণি হারা যেন কুমুদী হইলা ॥ বিধিবারে বাম তার দুখ পাদে। জ্ঞান শূন্য হয়ে ধনী ছিল আঁখি মুদে আইল আশ্চর্য্য এক শুন নরপতি। কোথা হৈতে এলো তথা দানব দুর্মতি ॥ চন্দ্রবতী নিকটেতে দিল দরশন। বিকট বদন তার ভীষণ দশন। নীলময় বর্ণ তার নাসিকা নির্মূল নয়ন যুগল তার যেন জবাফুল ॥ কলেবর স্থূলাকার দীর্ঘ হস্ত পদ। হেরিতে হারায় লোক জীবন সম্পদ ॥ গভীর র

চনে বলে কামিনীর প্রতি । কে তুমি বসিয়া হেথা ও কন্যা যুবতী ।। গন্ধর্ব্বী কিন্নরী কিম্বা মানবী হইবে । স্বরূপ বচনে কন্যা আমারে কহিবে । এ কথা শ্রবণে বালা চেতন পাইল । দানবে হেরিয়া শিবেস্মরিতে লাগিল ।। দানব কহিছে কন্যা নাহি কর ভয় । স্কন্ধেতে চড়িয়া মম চলহ আলয় ।। পুত্র বধূ হবে মোর দুঃখযাবে দূরে । অনিত্য কাননে কেনবাঘে খাবে ধরে ।। শুনি চন্দ্রবতী সতী মনেতে ভাবিল । দুর্জ্জয় দানব বুঝি প্রাণেতে বধিল ।। ধর্ম্ম কর্ম্ম জাতি কুল সব হৈল নষ্ট । জানিলাম এবে মোর ফাটিল অদৃষ্ট ।। দানব কহিছে কন্যা কি ভাব অন্তরে । সহজে না যাহ যদি লয়ে যাব জোরে ।। বিকস কাননে কেন একালা রহিবে । মম গৃহে চল বহু সম্পদ বাড়িবে ।। দানবঈশ্বর আমিপর্ব্বতেতে বাস । ইচ্ছামতনানা দ্রব্য দিব বারমাস ।। একবার দানব ভাবে বিনয়ে কি কার্য্য । কেশে ধরি লয়ে যাই আপনার রাজ্য ।। পুন ভাবে এইকন্যা নহে সাধারণ । কথা নাহি কয়লয় শিবের স্মরণ ।। দেখিতে বিনয়ে যদি কার্য্য সিদ্ধ হয় । নতুবা জোরেতে লব কারে করি ভয় ।। চন্দ্রবতী ভাবে একি দুঃখ পরে দায় । জীবনের নাহি ভয় পাছে ধর্ম্ম যায় ।। এ ঘোর সঙ্কটে আর কে করে তারণ । আসন্ন কালেতে শিবে লহরে স্মরণ ।। এতবলি শঙ্করের স্তব আরম্ভিল । দূরে থাকি দুষ্টমতি শুনিতে লাগিল ।। জয় জয় মহেশ অশেষ দুঃখ তারণং । হর হৈমবতী পতি কামে সংহারণং ।। ত্রিপুরারি তমহারি ত্রিশূল ধারণং । ভব ভোলানাথ ভাবুক ভয় নাশনং ।। উমেশ উমাকান্ত উগ্র ভংহি

শুংকারং ।। পশুপতি পরাৎপর ভয়ে করণারং ।। নীলকণ্ঠ মমস্তে নরক নিস্তারণং । বিশ্বম্ভর বিশ্বনাথ বিশ্ব বিদারণং । মহাদেব মহানন্দ মৃত্যুঞ্জয় কারণং । কাল রূপি কালান্তক কাশীর রাজনং ।। চন্দ্র চূড় চন্দ্র কান্ত চন্দ্র শেখরং । আশুতোষ অম্বিকা পতি অজর অমরং ।। পড়েছি অঙ্গলে আজি উদ্ধার আমায় । এ ঘোর সঙ্কটে শিব বুঝি প্রাণ যায় ।। অবিচার করি পিতা দিল বনবাস । অবলা অধিনী আমি পাইয়াছি ত্রাস ।। বিষম দানব কাল ঘেরিল আমারে । তব কৃপা বিনা বল কে তাহে উদ্ধারে ।। বিশ্বপালক বিশ্বনাশক বিশ্বপতি । বিশ্ব আদ্যং বিশ্ব বীজং বিশ্বজন গতি ।। বিরচিল জগচ্চন্দ্র অম্বিকা ভাবিয়া । আশুতোষ কৃপাকর অনুজ্ঞা হৈয়া ।।

দানবের সহ নন্দির যুদ্ধ ।।

পয়ার ।। তুষ্ট হৈল ত্রিপুরারী কামিনীর স্তবে । নন্দির স্মরণ শীঘ্র করিলেন তবে ।। স্মরণ করিতে বীর তথা উত্তরিল ফেরিয়া শঙ্কর দূতে কহিতে লাগিল ।। যাহ যাহ নন্দি তুমি যাহ শীঘ্র করি । উত্তরাখণ্ডে আছে যথা রাজার কুমারী ।। বিতুক দানব ভয়ে কাতরা কামিনী । বধহ দানবে গিয়া অধ্যেতে জামিনী ।। পরে তারে যেতে তুমি কহিবে নৈমিষা । মনস্তক্তা চন্দ্রবতী হয়গুণ শেষা ।। শিব আজ্ঞা পায়ে নন্দি সত্বরে সাজিল । উত্তরাখণ্ডে বনে নন্দি আসি উত্তরিল ।। দুপ্রহর রাত্রি তাহে ঘোর অন্ধকার ।। উভয় ভয়েতে ধনী হৈল অন্ধকার ।। শিব দূতে দেখি দুষ্ট দর্প করি কয় । শম অগে

কে আইলে নাহি কর ভয় ।। বিভক্ষ আমার নাম পর্ব্বতেতে বাস । দুরগামি তও নহে করিব বিনাশ ।। নন্দি কহে আরে দুষ্ট না চিন আমারে । মহাকাল পাঠাইল লইতে তোমারে মদে মত্ত হৈয়া তত্ত সব পাসরিলে । চন্দ্রবতী অগ্রে আনি ভা ইসে মিলিলে ।। শুনিয়া নন্দির বাণী দানব দুরান্ত । ক্রোধে তে হইল যেন অনল জ্বলন্ত ।। বিষম সালের বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ল ইল । মহাবেগে নন্দি বীরে প্রহার করিল ।। নন্দি বলে আরে বেটা হুবুদ্ধির সার । বৃদ্ধ অভিলাষ শীঘ্র ঘুচাই তোমার ।। এতবল মহাবীর গদাক্রোধে নিল । দানব মস্তকে বেগে প্র হার করিল ।। বড় বলবান দুষ্ট নাহি করে ভয় । বৃক্ষ আচ্ছা দনে গদা হেলায় ফিরায় ।। লম্ফে দম্ফে চলে পুনঃ করি মার মার । দানবের দম্ফে নন্দি হৈল চমৎকার ।। একটানে উপাড়িল পর্ব্বতেরচূড়া । দানবেপ্রহার করেহয় সব গুঁড়া ।। ত বে সে বিভক্ষ যেন কাম্পা কোপানলে । নন্দিরে গিলিতে যায় দন্ত গোটা মেলে ।। ভয় পেয়ে নন্দি শীঘ্র ত্রিশূল এড়িল । ম হা শব্দে গিয়া দুষ্টের বক্ষেতে ভেদিল ।। তথাপি না মরে দুষ্ট করে ছট ফট । ধরণী অধরা অতি পাইয়া দাপট ।। শিবের সেবক নন্দি বিষ্ণু অবতার । মহাঘোরে মারে মুষ্টি বিভক্ষ উপর ।। মুষ্টির প্রহারে বীর হারাইল জ্ঞান । বক্ষেতে চড়িয়া বৈসে নন্দি বলবান ।। দশন ভাঙ্গিল তার করি পদাঘাত । তবে সে দুরান্ত দানব হইল নিপাত ।। তখন ধরিয়া নন্দি দিল একটান । জোজনান্তে পড়ে গিয়া হয়েখান২ ।। জন্মে

জন্ম জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন। সে কন্যা বাঁচিল কিম্বা ত্যজি ল জীবন ।। হেন রণস্থলে রামা কেমনে বাঁচল । যেজন দানবে হেরি অজ্ঞান হইল।। বৈসম্পায়ন বলেন শুন নরপ তি। কণ্ঠাস্বাস হওয়া মাত্র ছিল সেযুবতী।। বৃদ্ধবেশ ছাড়ি নন্দি হৈয়া সাম্যবান। কন্যার গাত্রেতে আসি করে হস্তদান উঠমা উঠমা বলি ডাকে ঘনে ঘন। শিবদূত পর্শে রামা পাই লা চেতন।। হাহাকার করি কান্দে অতি উচ্চতর। বলে এ সঙ্কটে আসি রাখহ শঙ্কর।। নন্দিকহে আর মাতা না কর রো দন। আসিয়াছি শিব দূত তোমার সদন ।। চন্দ্রবতী বলে যদি তুমি শিব দূত। দুরান্ত দানব ভয়ে তারা গুণ যুত।। নান্দ কহে দুষ্টে আমি করেছি নিধন। যুক্তি যাহা বলি এবে করগো শ্রবণ।। প্রভাতে উঠিয়া যাহ নৈমিষা কানন। সুখে তে করগে বাস সহ মুনিগণ ।। তব গর্ব্ভে আছে এক অপূর্ব্ব কুমার। পিপ্যলাদ মুনি অংশে জনম তাহার ।। পদ্ম মধ্যে সুক্র ঋষি জলে ত্যজে ছিল। তোমারে সে পদ্ম আনি সখি গণে দিল । সন্তোষে লইলা তুমি তাহার আঘ্রাণ। সেইহেতে তব গর্ব্ভে জন্মিল সন্তান। এতেক বলিয়া নন্দি হইল বিদায়। কৈলাসে শিবের কাছে বিশেষ জানায় ।। এখানেতে চন্দ্রবতী গণণে হেরিছে। পূর্ব্ব দিগে সুখ তারা উদয় হয়েছে ।। দেখি তে দেখিতে ভানু প্রকাশ পাইল। সরোবরে সরজনী প্রফু ল্লা হইল ।। মধুমক্ষ মধু লোভেকরি ভন ভন। পুষ্পবনে ঝাঁকেং করিছেগমন ।। নানাজাতি বিহঙ্গম করেকলরব। শশী র সিসিরে বৃক্ষ ভিজি আছে সব। প্রভাত হেরিয়া শারী সখে

তে ডাকিছে। বঙ্গলে কোকিল বসি ললিত গাইছে।। সুধাকর বিরহেতে অমদী মুদিতা। যুবতী ত্যজিছে পতি চিন্তে বিসা দিতা।। দিবস হেরিয়া তৃপ্ত রাজার নন্দিনী।। জগৎবলে দয়াকর জগৎবন্দিনী।।

চন্দ্রবতীর পিপ্যলাদ মুনি সহ মিলন ।।

পয়ার। প্রভাত হইল নিশি ভানুর উদয়। গাত্রোত্থান করি কন্যা হেরে বনময়।। কি করে কোথায় যায় নাহি চিহ্ন পথ। ক্ষুধা নিদ্রা শ্রান্তে অচল চরণ রথ।। নন্দির আদেশ বাক্য ভাব মনে মন।। নৈমিষারণ্যান্যাযণে করিল গমন।। উত্তরাখণ্ডনিকটেতেহয় সেইস্থান। ভ্রমিতেং কন্যা তথাকারে যান। ধিরে ধিরে বন মধ্যে ফেরেন কামিনী। রূপেতে করিয়া আলো যেন সৌদামিনী ।। হেনকালে ব্রহ্মাসুত উঠিয়া প্রভাতে। পুষ্পাচয়নেতে ফেরে সাজি লয়ে হাতে।। অঙ্গের বরণ যিনি যেন দিবাকর। বদন মদন সম কিম্বা শশোধর ব্রহ্মার তনয় মুনি ব্রহ্মার আকৃতি। শীরেতে জটার ভার শিবের মুরতি।। কটিতটে বাঘছাল অঙ্গের সৌগন্ধে। মধুলোভী মধু লোভে সঙ্গে ভ্রমে ধন্ধে।। আশ্চর্য্যিতে হেরে এক আশ্চর্য্য মোহিনী। বনরূপ ঘনে যেন খেলিছে দামিনী। অপরূপ দেখি মুনি নিকটে আইল। কে তুমি কাহার সুতা বলি জিজ্ঞাসিল।। ইন্দ্রের ইন্দ্রানী কিম্বা বিষ্ণু বিনোদিনী। মহেশ মাহিবী কিম্বা ব্রহ্মার গৃহিনী।। যক্ষিণী রক্ষিণী কিম্বা রাজার কুমারী। বিদেশিনী বেশে কেনবনে একেশ্বরী।। [illegible] কি [illegible]। তোমাকে রাজার কন্যা বি

থাতা রৈমুখ ।। মুনিবলে কহ কন্যা কাহার রনিতা । চন্দ্রবতী বলেন আমি অবিবাহিতা । ঋষি কহে বনে কেন কিবা অভিলাষ । চন্দ্রবতী বলে পিতা দিল বনবাস ।। মুনি কহে বনে কেন দিল তব তাত । চন্দ্রবতী কহে মম গর্ব্ভ অকস্মাৎ ।। আশ্চর্য্য শুনিয়া জিজ্ঞাসিল তপোধন । বিবাহনা হতে গর্ব্ভ সে আর কেমন ।। অনুভব করি তুমি অভাবেতে পতি । পর পতি সঙ্গে রতি ভুঞ্জিতে যুবতী ।। রাজবালা কহে মুনি কিছু নাহি জানি । গর্ব্ভের কারন মুনি নন্দি মুখে শুনি ।। ব্রহ্মার নন্দন বলে সে আর কেমন । কহ দেখি চন্দ্রাননী তার বিবরণ কহে চন্দ্রবতী ওহে শুন মুনিবর । ভাগিরথী তীরে বাস আছিল আমার ।। একদিন বসিলাম ঘাটের উপরি । অপূর্ব্ব কমল ভেষে যায় জলে হেরি ।। সঙ্গিনী সকলে আজ্ঞা দিলাম আনিতে । আজ্ঞামাত্র আনি তারা দিল মম হাতে ।। সুপুষ্প দেখিয়া ঘ্রাণ নিলাম সুখেতে ।। পিপ্যলাদ মুনি বীর্য্য আছিল তাহাতে ।। ব্রহ্মার নন্দন সেই হয় তপোধন । তাঁহার ঔরসে মম গর্ব্ভের লক্ষণ ।। পূর্ব্বে না জানিয়া বনে দিলেন ভূপাত রাত্রি যোগে কহিলেন নন্দ মহামতি ।। এতেক শুনিয়া মুনি চমকিল কায় । ভাবিল পিতার বাক্য ঘটিল নিশ্চয় ।। কন্যা প্রতি কহে ঋষি কর অবধান । মম নাম পিপ্যলাদ ব্রহ্মার সন্তান ।। তুষ্ট হয়ে বর পিতা দিলেন আমায় । বিবাহের আগে তব জন্মিবে তনয় ।। বর প্রাপ্তে একদিবা ছিলাম নিদ্রিত । স্বপনে হলেম যুক্ত কামিনী সহিত ।। সে কামিনী তবরূপে নহে কিছু ভিন্ন । সকল আকৃতি হয় তোমারিত চিহ্ন ।। নিদ্র

বধি যেইরূপ অন্তরেতে যাগে। সেইরূপ অপরূপ দেখি সুখ ভাগে ॥ অন্তরেতে ছিলে মম গোপনে যুবতী। আজি বুঝ প্রতক্ষ্য হইলে রসবতী ॥ তবে কহি বিধুমুখী যদি লয় মন বিবাহ আমারে কর আছুয়ে ঘটন ॥ তবে তবরূপ যোগ্য আমি ধনী নই। তপস্বি কাননবাসি অঙ্গে মাখি ছাই ॥ তব অঙ্গে শোভা কত মণি অভরণ। আমার অঙ্গেতে দেখ রূদ্রাক্ষ ভূষণ ॥ বাঘ ছাল পরিধান ভক্ষ্য তিক্ত ফল। জঠরে বাস করি কমণ্ডুল সম্বল ॥ শুনিয়া ঋষির ভাষ কহে চন্দ্রাননী। আমা হৈতে তোমারে তো সত গুণে গণি ॥ প্রথমে কামিনী আমি পুরুষ আপনি। আশ্রম আছে তব আমি নিরাশ্রয়িনী ॥ বৃক্ষ আরোহণে কর ফলের সঞ্চিত। অশক্ত রমণী আমি তাহাতে বঞ্চিত ॥ বন্ধু বান্ধবগণ আছুয়ে তোমার। একাকি অবলা বনে কে আছে আমার ॥ তবে যে নিন্দহ রূপ আপনি আপনে। মহৎ মাহত্য নিজ নাহি মনে গণে ॥ বুঝ এ শঙ্কর পূজা সফল হইল। সঙ্কট সময়ে ভার্গে শঙ্কর মিলিল ॥ শিবপূজা করি শিবে মাগিতাম বর। তোমার সমান শিব দিও শিব বর ॥ সে কামনা পূর্ণ আজি তোমার মিলনে। শাপেতে হইল বর আসিয়া বিপীণে ॥ এবে নিবেদন এই শুন মহাশয় ॥ জীবন যৌবন ডালি দিলাম তোমায় ॥ একালা কাননে তুমি যোগ শিরোমণি। আমারে সঙ্গেতে লহ করিয়া যোগিনী চন্দ্রবতী মুখে শুনি এতেক উত্তর। আনন্দে হইল পূর্ণ সর্ব্ব কলেবর। নানাবিধ ফুলে মালা তখনি গাঁথিল। গন্ধর্ব্ব বিবাহ রাজ কন্যায় করিল ॥ শেষেতে ধরিয়া মুনি কন্যার

অঞ্চলে। গাটিছাড়া বান্ধিলেক নিজ বাঘ ছালে ॥ সানন্দে রমণী সহ চলে মুনি বাসে। যেনহরগৌরী সহ গমন কৈলাসে ক্ষণকাল পরে দোঁহে আশ্রমেতে যায়। বিরচিল জগচ্চন্দ্র ইদানিং ভাষায় ॥

চন্দ্রবতীর পুত্রের জন্ম এবং ঐ পুত্রের কাশীগমন।

পয়ার ॥ জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর। চন্দ্রবতীরাখি বনে দ্বিজগেল ঘর ॥ রাজারাণী নিকটেতে কি কথা কহিল। সে কথা শুনিতে বড় বাসনা হইল ॥ মুনিবলে মহারাজ কর অবধান। দিবান্তরে গেল দ্বিজ রাণী বিদ্যমান ॥ হেরিয়াশুষ্ক মুখে রাণী কাতরে জিজ্ঞাসে ॥ কোথা প্রাণ কুমারীকে দিলে বনবাসে ॥ আমার জীবন ধন নয়ন অঞ্জন। কেমনে একাকি রাখি আইলে ব্রাহ্মণ ॥ কেমনে ভুলিব আমি চন্দ্রবতী মুখ। মনেতে হইলে যারে বিদরয়ে বুক ॥ এইরূপে ভূপাঙ্গনা করয়ে বিলাপ। দ্বিজবলে কেনে মাগো কর মিছেতাপ ॥ বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা থাকে যেইক্ষণ। অখণ্ডিত হয় সেই বেদের লিখন ॥ প্রবোধ বাক্যেতে বহু রাণীরে তুষিল। রাজার নিকটে গিয়া সব জানাইল ॥ শুনিয়া নৃপতি দুঃখে করয়ে রোদন। পাত্র মিত্র কান্দে আর সভাসদ জন ॥ এইরূপে শোকসিন্ধুরাজার আলয়। এখানে বৃত্তান্ত কিছু শুনজন্মেজয় চন্দ্রবতীর সহ মিলনে মুনি সানন্দিত। রাজসুতা মুনি সহ সদা তৃপ্ত চিত ॥ উভয়ে সন্তোষ অতি উভয়ের সঙ্গে। দিবস রজনী ভুঞ্জে হাস্য রস রঙ্গে ॥ নিত্য নব সুখ ভোগ কি কব বাখান। পাইয়া কানন মাঝে অতি রম্য স্থান ॥ তপজপ

ছাড়ে মুনি কন্যারে পাইয়ে। তিলেক নাহিক যায় রমণী ত্য জিয়ে॥ বিশেষেতে রাজবালা নবগর্ভবতী॥ দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ চন্দ্রের আকৃতি॥ ক্রমে সাতমাস গত অষ্টমে প ড়িল। উঠিয়া বসিতে নারে অসক্ত হইল॥ নয়মাস গত হৈ ল ক্রমে দশমাস। রাজকন্যা ভয়ে ছাড়ে জীবনের আস॥ প্রসব বেদনা হৈল নিয়ম সময়। বান্ধিয়া দিলেন মুনি সুতি কা আলয়॥ দেবের আদেশে গর্ভ দেবতা সহায়। অনায়া সে চন্দ্রবতী প্রসবে তনয়॥ বহ্নি কাষ্ঠ যোগাইল আপনি মু নিবর। স্বহস্তে করিল ধনী সুতিকাব্যাবহার॥ সন্তান লইয়া কোলে বসিল রূপষী। স্তঁীর করিল আলো যেন সত শশি গণিয়া লিখিল কোষ্ঠি মুনি ততঃক্ষণ। দেখিল তনয় হৈল সর্ব্ব সুলক্ষণ॥ বহু অভিলাষে মুনির পুর্ণিত আস। সেই হেতু পুত্র নাম রাখে অভিলাষ॥ ক্রমে পঞ্চবর্ষ প্রাপ্ত হইল কুমার। সদাচার যত কর্ম্ম করে মুনিবর॥ তদন্তরে সুযোগ দেখিয়া শুভক্ষণ। আরম্ভ করায় পুত্রে বিদ্যা অধ্যায়ন॥ পি প্যলাদ পাঠ দেন হয়ে হরষিত। অভ্যাস করেন শিশু করি একচিত॥ ক্রমে ক্রমে সর্ব্বশাস্ত্রে হৈল শিরোমণি। হেরিয়া হরিষ অতি জনক জননী। একদিন অভিলাষ পিতারে জি জ্ঞাসে। কহ পিতা বহু বিদ্যা আছে কোন দেশে॥ মুনিবলে প্রিয় পুত্রকর অবধান। বারাণশী নামে পুরী বিদ্যার বাখান অনেক পণ্ডিত গণ তথা করে বাস। পড়িবারে পারে পাঠ যা র যেই আস॥ সদাসদানন্দ তাহে আনন্দে বিরাজে। বিশ্ব মাতা অন্নপূর্ণা বামভাগে সাজে॥ অভিলাষ কহে পিতা ক

রি নিবেদন। পড়িবারে যাব তথা হইল মনন॥ ত্বরায় গৃহে তে আসি বন্দিব চরণে। দুঃখ না ভাবিয় কিছু আমারকারণে ঋষি কহে কহ পুত্র কেমনেইইবে। অজ্ঞান বালক তুমি কোথায় যাইবে॥ অভিলাষ কহেপিতা যাইব নিশ্চয়। প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করগো বিদায়॥ পিশ্যলাদ কহে যদি যাইবে কুমার প্রাণে না বাঁচিবে যাদু জননী তোমার॥ জিজ্ঞাসা করগে আগে তাহার নিকটে। তবে সে কহিব আমি যাহা মোর ঘটে॥ এতশুনি অভিলাষ কুটীরেতে আসি। বলে মা বিদায় কর যাব আমি কাশী॥ চন্দ্রবতী বলে বাছা কি কথা কহিলে। প্রাণে কি বাঁচিব যাদু তোরে হারাইলে॥ দেহের জীবন তুমি নয়নের তারা। কোথা যাবে বাছাধন করে মোরে সারা॥ শুন পুত্র কহে মাতা আসিব ত্বরায়। সদয় হইয়া এবে করগো বিদায়। নিতান্ত হয়াছে মনে যাব আমি কাশী। বিলম্ব না সহে আজ্ঞা কর গিয়া আসি॥ চন্দ্রবতী ভাবে পুত্র যাইবে নিতান্ত। রাখিবারে নাহি পারি হেনে প্রাণ অন্ত॥ সকাতরে কহে তবে এসো বাছাধন। ত্বরায় আসিয়া পুনঃ জুড়াও জীবন॥ এতশুনি অভিলাষ প্রণাম করিল। জনক জননী কাছে বিদায় হইল॥ ক্রমে ক্রমে উত্তরিল আসি হরিদ্বার। বসাঙ্গেতে স্নান পূজা করিল কুমার॥ নিলধারে স্নান করি নিষ্পাপ হইল। স্বর্গের প্রথমদ্বার মনেতে ভাবিল॥ তথা হৈতে গেল পরে দ্বারিকা ভুবন। প্রভাস পুষ্কর তীর্থে করিয়া ভ্রমণ। তদন্তরে কুরুক্ষেত্রে আসি উত্তরিল। ভীষ্মগঙ্গা নীর লয়ে শিরে পরসিল। তথা হৈতে জ্বালামুখী যায় অভি

লায । যথা জহ্নু পিঠে মাতা প্রত্যক্ষ প্রকাশ ।। বালকেরং
অগ্নি হতেছে বাহির । দেখি অভিলাষ হয় কম্পিত শরীর ।
বিল্বদল নৈবেদ্য হস্তেতে লইল । অগ্নির শিখাতে আসি স
কল দহিল ।। করে নাহি লাগে তাপ দ্রব্য দগ্ধ হয় । দেখিয়া
আশ্চর্য্য অতি মুনির তনয় ।। ভক্তি ভাবে স্তব স্তুতি অনেক
করিল ।। আর এক অপরূপ তথায় হেরিল ।। নগরের নারী
গণ পরমসুন্দরী । বসন ভূষণে শোভে যেন বিদ্যাধরী ।। সক
লেতে সরবর নিকটে আইল । বিবস্ত্র হইয়া বস্ত্র ভূমেতে ফে
লিল ।। পুরুষে না করে লজ্জা নির্লজ্জা সকলে । জলে নাম্বি
করে কেলি যেন হংসী দলে ।। হেরি অভিলাষ যত রমণীর
কায় । বদন ফিরিয়া থাকে পায়ে অভিলাষ ।। এ স্থানে না
রব আর মনেতে ভাবিল । নানা তীর্থ ভ্রমি বৃন্দাবনেতে আ
ইল ।। অপূর্ব্ব সে স্থান শোভা কি কব সুন্দর । বিবিধ বর্ণ
পক্ষ নাচে শিখীবর ।। কুঞ্জ নিকুঞ্জ বন কিবা সুশোভন । নিধু
বন মধুবন আর তালবন ।। কেশিঘাটে বংশীবটে করিলে
ন স্নান । শৃঙ্গার ঘাট আর কেলকদম্ব স্থান ।। জলধি বরণ
জল যমুনা বহিছে । রাজহংস হংসী সহ সেজলে খেলিছে ।।
সারি সারি বৃন্দনারী চলিয়াছে ঘাটে । অভিলাষ হেরে সুখে
বসি বংশীবটে ।। নানা বর্ণে পুষ্প কত প্রফুল্ল হয়েছে । কামাত্ত
বসন্তে কোকিল সুরঙ্গ গাইছে ।। সুরঙ্গ বসন পরি কুরঙ্গনয়নী ।
কৃষ্ণ পূজা করি ফিরে বৃন্দের রমণী ।। অলকা তিলকা অঙ্গে
ভূষাগে ভূষিত । নন্দের নন্দন যেই রূপেতে মোহিত ।। এইরূপ

লাষ । দ্বিজ জগচ্চন্দ্র কন, শুন পুণ্যবানগণ, দুর্গাপদে রাখ সদা আস ।।

অভিলাষের কামিক্ষ্যা গমন ।

পয়ার ।। বৈসম্পায়ন বলেন শুন জন্মেজয় । সুকার্য্য সাধিয়া পুত্র হরষিত হয় । পরে মনে মনে ভাবে ঋষির নন্দন নৈমিষাকাননে আমি না যাব এখন ।। পূর্ব্ব রাজ্যে শুনিয়াছি কামিক্ষ্যা নগরী । যাইয়া কামিক্ষ্যা দেবী দরশন করি এতভাব অভিলাষ ত্যজে বারাণশী । উপনিত কিছু দিনে গয়াক্ষেত্রে আসি ।। গদাধরপদতলেপ্রণতি করিল । ফালগু নদী স্নান করি সে দিবস রহিল । পর দিবস প্রভাতে পূর্ব্ব মুখে যায় । বিপুল বিপীণ মধ্যে উপনিত হয় ।। শাল তাল হেন্তাল ঝোড় ঝাড় । উচ্চ নিম্ন হেরে টীলা পাহাড়ী পাহাড় বিবিধ বনের জন্তু বনেতে ভ্রময় । ভয়ে ভিত অভিলাষ অ ভয়া স্বরয় ।। মনুষ্যের সমাগম নাহি তথাকারে । ভানুর উদয় দৃষ্টি নহে সর্ব্বত্তরে ।। দিগাদিগ নাহি জ্ঞান আহেরে ব সতি । এইরূপে দশদিবা চলে মহামতি ।। ফল মূল বৃক্ষে কত আছে সুশোভন । পাড়িয়া মুনির পুত্র করয়ে ভক্ষণ । এইরূপে কতবন এড়াইয়ে যায় । দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা ঘটিবারে চায় ।। একদিবা ভানু অস্ত সন্ধ্যার সময় । সন্মুখে হইল এক পথের নির্ণয় ।। মুনিপুত্র ভাবে এই পথেতে যাইব অবশ্য বসতি দেশ অগ্রেতে পাইব । এতবলি অভিলাষ সেই পথে যায় । কিঞ্চিৎ দূরেতে এক দেখিল আলয় ।। না দেখে মনুষ্য তথা চারি ভীতে বন । আশ্চর্য্য হইল মনে মুনির

নন্দন । বসিল বৃক্ষের মূলে বিষাদিত চিত । রজনী আগত দেখি বিষম ভাবিত ।। মনে ভাবে হবে এই রাক্ষস ভবন। বিপাকে বিপাকে বুঝি নিকট মরণ।। অঘটঘটনা যত মনেতে উদয় । দৈবযোগে বাম ভাগে এক শব্দ হয় ।। শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি যেন শ্রবণে লাগিল । তখন ঋষিরপুত্র মনেতে ভাবিল । অব শ্য হইবে হেথা দেবের আলয় । মনুষ্য থাকিবে তার নাহিক সংশয় ।। ইতমধ্যে তথা এক আইল ব্রহ্মচারী । সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত লোমে শিরে জটাধারী ।। আজানুলম্বিত ভুজ প্রসন্ন তারক । জবাফুল জিনি দ্বিজের ভীষণ আক্ষ ।। হস্তপদে দীর্ঘ নখ যেন উর্দ্ধবাহু । বদনে বিষম দাড়ি যেনচন্দ্রে রাহু ।। ধিরে ধিরে মুনি সুত নিকটে আইল । গভীর বচনে বিপ্র জি জ্ঞাসা করিল ।। কে তুমি কাহার পুত্র কিবা তব নাম । অভিলাষ [illegible] মম অভিলাষ নাম ।। পিপ্যলাদ মুনি পিতা নৈমিষারণ্য ধাম । যাব কামিক্ষ্যাপুরী এই মনস্কাম ।। বাসা করি থাকি আজি পাই যদি ঠাঁই । প্রভাতে উঠিয়া পরে সুকার্য্যেতে যাই । ব্রহ্মচারী বলে বাপু মনে যদি লয় । রজনী বঞ্চহ আজি আমার আলয় ।। এতশুনি অভিলাষ যায় তার সঙ্গে । প্রবেশে দ্বিজেরপুরী কথার প্রসঙ্গে ।। দেখিল পুরীর মধ্যে নাহি পরীজন ।। কিবল বসিয়া এক কন্যা সুলোচনা রূপের বরণ যিনি নীলকাদম্বিনী । প্রকাশে অধর যেন অধরা দামিনী ।। অঞ্জনে অঞ্জন শোভা খঞ্জনের প্রায় । অপাঙ্গে অনঙ্গ অঙ্গ সঙ্গ তার চায় ।। বিগলিত কেশ জাল কি কহিব শোভা । লীলাবনে ঘেরি যেন লীলঘন প্রভা ।। ঈষৎ

প্রফুল্ল কালে কমলের কলি। বসিতে বাসনা করে পশে না হি অলি।। এহেন কমল জড় কামিনীর শোভা। রক্তবস্ত্র পরিধান মুনি মনলোভা।। দ্রুপদনন্দিনী কিম্বা কালের কামিনী। কামেরে ছাড়িয়া বুঝি কানন বাসিনী।। অপরূপ রূপ হেরে অভিলাষ ভাবে। বুঝি এ সুন্দরী কন্যা দ্বিজ কন্যা হবে পরে তবে মুনি পুত্রে হেরি সে কামিনী। ত্বরিতে বসিতে দিল কুশাসন আনি।। ব্রহ্মচারী বলে কন্যা মম বাক্য ধর। আতিথ্য বিধানে অতিথের সেবা কর। পিতৃবাক্য গেল রামা কালীর মন্দিরে। লইলেন নানা দ্রব্য স্বর্ণ থাল পরে।। যত মেতে অভ্যাগত অগ্রেতে রাখিল। সুখে মুনি পুত্র সব ভোজন করিল।। তাম্বূল যোগায় ধনী সুশীতল জল। কন্যার হেরিয়ে রূপ কুমার চঞ্চল।। আপনি নবীন তাহে নবীনা কামিনী উথলে অনঙ্গ কূপ গোপণে অমনি।। প্রকাশ করি[illegible]নারে মনে মনে রয়। মানস যে মানসে সে মানস মিটায়।। তদন্তরে দ্বিজ কহে কেতকী সুন্দরী। শয়নাগারে অতিথে দেহ শয্যা করি।। পথশ্রান্তে মুনি পুত্র আছয়ে কাতর। ত্বরিতে লইয়া যাহ গৃহের ভিতর।। এতশুনি মুনি সুতে লয়ে ধনী সঙ্গে। শয়ন করিতে দিল বিচিত্র পালঙ্গে।। আপনি বসিল সেই শয্যার কিনারে। পিতৃকার্য্যে কুমারের পদ সেবা করে দুর্গাপাদপদ্ম হৃদপদ্মে ভাবি মনে। অভিলাষ রসবিন্দু জগচ্চন্দ্র ভনে।।

বন মধ্যে ব্রহ্মচারীর বাসের বৃত্তান্ত।

পয়ার।। জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন। বনমধ্যে

ব্রহ্মচারী কিসের কারণ ।। কি হেতু কন্যারে লয়ে বনে করে বাস। সে কথা শুনিতে বড় হইল প্রয়াশ ।। মুনি কহে নর পতি করহ শ্রবণ। ভদ্রাজ নগরে ছিল এই যে ব্রাহ্মণ।। সর শীজ গন্ধর্ব্বের প্রথমা মাহিনী। যার গৃহে জন্মিয়াছে কেতকী রূপসী ।। দৈবেদ্বিজেরপরিজন মরিলবিপাকে। বৈরাগীহইস দুঃখে লইয়া কন্যাকে ।। দেশ দেশান্তর ভ্রমে হৈয়া ব্রহ্মচারী শেষেতে কানন বাস লইয়া কুমারি ।। প্রস্তরে নির্ম্মাণ করে বন মধ্যে পুরী। মন্দির রচিল আরপশ্চাতেতাহারি ।। দক্ষি ণা কালীকা দেবী তন্মধ্যে স্থাপিল। চতুর্ভুজা ত্রিনয়না মূ র্ত্তি প্রকাশিল ।। স্থাপন করিয়া দেবী ব্রত আরম্ভিল। অষ্টো ত্তর নরবলি চণ্ডীরে মানিল ।। যেই দিন নরবলি পূর্ণ করি দিবে। দক্ষিণাকালীকামাতা দ্বিজসিদ্ধহবে ।। এইমে মানসে বনে থাকে ব্রহ্মচারী। সেবায় নিযুক্ত কন্যা কেতকী কুমারী ক্রমে ক্রমে হৈল তথা পঞ্চবর্ষ গত। বলিদান দিল দ্বিজ সপ্তা ধিক সত ।। দৈবযোগে নরে যদি দেখে সেইবনে। কৌশলে লইয়া যায় আপন ভবনে।। মহাসমাদরে রাখে করিয়া যতন না না উপদয় দেয় করিতে ভোজন।। মধুর বচনে তুষি স্নে নরের মন। কন্যারে করিতে দেয় চরণ সেবন ।। যে কন্যা অ পাঙ্গে হরে অনঙ্গের মন। নরের হরিতে মন তার কতক্ষণ ।। আশীর্ব্বাদে আগে বাঁধে পুরুষের প্রাণে। আশাজনে রাখে তারে আশা সুধা দানে।। সেই আশা সুধাভোগে কত মূঢ় জন। অসার হইয়া থাকে অজার মতন ।। পরেতে চণ্ডীর পূজার দিনে বধান। সেইদিনদ্বিজতার দেয়বলিদান ।।

এইরূপে একশত মাত্র জনে নাশে । দৈবে বিধি মিলাইয়ে দিল অভিলাষে ॥ ব্রহ্মচারী ভাবে আজি বড় সুভক্ষণ । এত দিনে ব্রত মম হবে উদ্যাপন ॥ মহাযতনে নিশী করি অবশান । আগত দিবস রাত্রে দিবে বলিদান ॥ সেই হেতু অভিলাষে রাখিয়ে শয়নে । কন্যারে পাঠায়ে দিল চরণ সেবনে পদসেবা করে কন্যা মনে মনে ভাবে । এমন সুন্দরে পিতা কেমনে বধিবে ॥ কোমল কমল অঙ্গ মুখ শোভা অতি । এর সঙ্গ হৈলে করি দেশান্তরে গতি ॥ পথশ্রান্তে অভিলাষ নিদ্রিত হইল । কেতকী উঠিয়া পরে স্বস্থানে যাইল ॥ বরপুত্র ভবানীর বিপাকে পড়েন । অন্তরযামিনী দুর্গা অন্তরে জানেন পদ্মারে ডাকিয়া কন মম বাক্য ধর । যথা আছে অভিলাষ তথায় উত্তর ॥ ধরিয়া কেতকী বেশ স্বপনে কহিবে । কল্য রাত্রে ব্রহ্মচারী তোমারে বধিবে ॥ অতএব মুনি সুত কর অবধান । যখন লইয়া যাবে কালী বিদ্যমান ॥ দ্বিজ নিজ করি পূজা হইবে প্রণতি । দেবী কর অসি তুমি লবে শীঘ্রগতি করিয়া চণ্ডীর পদ অন্তরেতে ধ্যান । কাটিয়া দ্বিজের মুণ্ড দিও বলিদান ॥ এতশুনি দেবী আজ্ঞা পদ্মাবিনোদিনী । সত্বরে উত্তরে বনে মধ্যেতে যামিনী ॥ অভিলাষ শিয়রেতে স্বপন কহিলা । যেইরূপে ভগবতী আদেশ করিলা । স্বস্থানে গেলেন পরে এতেক কহিয়া । ভয়ে অভিলাষ উঠে নিদ্রাভঙ্গ হৈয়া ॥ নাহেরে রমণী তথা নাহি অন্যজন । ভাবিত হইল চিত্তে দেখি কুস্বপন ॥ বলে দুর্গা এইবার হৈকিলাস দায় ॥

[illegible]

না হবে গমন । দুঃখিনী জননী শোকে ত্যজিবে জীবন ।।
অতেক চিন্তিতে নিশী প্রভাত হইল । ব্রহ্মচারী নিকটেতে
বিদায় চাহিল ।। দ্বিজ কহে ঋষি পুত্র হেন নাহি হয় । দুই
চারি দিবা থাক আমার আলয় ।। একেতো বালক তুমি তা
হে পথ শ্রান্ত । থাকিয়া আমার বাসে হওকিছু শান্ত ।। পরে
তে গমন করো ইচ্ছা যথাকারে । নানামতে ব্রহ্মচারী পারি
তোষি করে ।। পুনঃ কহে ব্রহ্মচারি শুন অভিলাষ । হেরিয়া
তোমারে এক করিয়াছি আস ।। পিপ্যলাদ পুত্র তুমি রূপে
চন্দ্রচূড়া । কেতকী কুমারী মোর আছে আইবুড়া ।। গণনা
করিয়া দেখি কার কিবা গণ । বাসনা তোমায় কন্যা করিব
হে দান । অভিলাষ ভাবে যুক্তি সব সত্যবটে । বিবাহ আমা
রে দিবে লয়ে হাড়িকাটে ।। প্রকাশিতে নাহি পারে অন্তরে
তে কয় । কি জানি ধরিয়া দ্বিজ নরবলি দেয় ।। পলাইতে
নাহি পথ কানন গভীর । অসারে সুপণ যুক্তি করিলেন স্থি
র ।। বিরস বদনে কন ব্রহ্মচারি প্রতি । রহিলাম আজি আ
ম তোমার বসতি ।। শুনিয়া আনন্দে অতি কহে ব্রহ্মচারি ।
নশীতে কালীর পূজা নিত্য আমিকরি ।। সহায় থাকিতে
আজি তোমায় হইবে । প্রচণ্ডা চণ্ডীর রূপ দর্শন পাইবে ।।
আজ্ঞা বলিয়া মুনি পুত্র দিল সায় । ধন্য২ বলে বিপ্র মু
র তনয় ।। আনন্দে চলিয়া গেল কালীর মন্দিরে । পূজার
অনেক দ্রব্য আয়োজন করে ।। এখানে কেতকী সঙ্গে মুনির
নন্দন । স্নানপূজা করিকরে রন্ধন ভোজন ।। কিমত পুরে

দি নক্ষণি হইলেন গত । বাটী মধ্যে ব্রহ্মচারি আসি উপনিত দু হতারে মুনি সুতে আনন্দে ডাকিল। কালীর মন্দিরে শী ঘ্র লইয়া চলিল ॥ আনন্দে মাভৈ মাভৈ ডাকয়ে ঘনে ঘন। প্রলয়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জণ ॥ ঘোর তিমীর ক্রমে হইল মহানিশী । বিমানে ডাকিনীগণে হাসে অট্টহাসি ॥ নর মাংশ আশে ফেরে যতেক যোগিনী । অভিলাষ ভয়ে ভাবে চরণ ভবাণী ॥ দেখিতে দেখিতে নিশী অর্দ্ধেক সময়। বসি ল তখন দ্বিজ কালীর পূজায় ॥ দুর্গাপাদ পদ্ম ভাবি হৃদ পদ্মাসনে । অভিলাষ রসবিন্দু জগচ্চন্দ্র ভনে ॥

অভিলাষের কালী সিদ্ধা।

ত্রিপদী ॥ বসিলেন ব্রহ্মচারি, লইয়া গঙ্গারবারী নানাদ্রব্য করি আয়োজন । তীখ্ন অসি খরতরা, রক্তাপত্র খপ্রসরা, পূ র্ব্বে হৈতে আছে আহরণ ॥ করি অগ্রে আঁচমন, শুদ্ধি ক রে অশাসন, জল শুদ্ধি বেদবিধি মন্ত্রে । অঙ্গকরঙ্গের ন্যাষ ভূতশুদ্ধি ত্যজে শ্বাষ, নিগুঢ় প্রমাণ মততন্ত্রে ॥ চক্ষু দুই মুদি ধ্যানে, পূজে কালী দিব্য জ্ঞানে, দেখি তাহা মুনির তনয় স্মরিয়া স্বপণ ধ্বনি, ত্রস্ত হৈয়া গুণমণি কালীর করের অশী ল জয়কালী কালী বলে, দ্বিজগলে প্রহারিলে ছেদি মুণ্ড দূ র হইল । তবে সে মুনির অঙ্গ, ধরিয়া বিপ্রের ধজ, সমাংস চণ্ডীরে নিবেদিল ॥ রুধিরে বহিল পড ভূমে ধড়ফড় ধড়, ব টায় মুণ্ডে করে কালীধ্বনি । পাষাণ রূপিনী কালী, পায়ে যাব নরবলি, আনন্দে হলেন অন্নাদিনী ॥ গগণে পরুশে শীর হুহুঙ্কার সগম্ভির, গলায় কপাল মাল দোলে । কটীর

কোমর পেটী নরকরে পরিপাটি, শ্রুতিযুগে ইশু শিশু দোলে ॥ এলোকেশী উলাঙ্গিনী, সুধাপানে মাতঙ্গিনী, উগ্রচণ্ডা উন্মত্তা রূপিণী। সর্ব্বাঙ্গে শনিত ধারাঃ লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করা, যেন কালে প্রলয় কারিণী ॥ চরণ সুন্দর কি বা, যেইপদতল নিভা, ব্রহ্মা পায়ে ধরে সত্যগুণ। প্রপদে রক্তীল রঙ্গ, বিষ্ণু পায়ে নীল অঙ্গ, রজগুণ যাহাতে নিপুণ নখ নিভা যারলয়া, শঙ্করের শুভ্রকায়া, সংহারণ সংসার সমাযে। এহেন ত্রিগুণ পায়, নূপুর সৌভাগ্য রয়ঃ আনন্দেতে ঝিলি মিলি বাজে ॥ সে শব্দে ধরণী ধরঃ হিতে নারে স্থির তরঃ ভূমি কম্প হয় ক্ষণে ক্ষণে। চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গেঃ করতালি দেয় রঙ্গেঃ নাচে সবে শঙ্করীর সনে ॥ বর্ণ সত্ত্ব নীল পিতঃ কেহবা তাম্র লোহিতঃ কেহ কৃষ্ণা কালীর বরণ শবে উনমত্তা হয়েঃ বেড়ায় আনন্দে ধেয়েঃ গরজে গম্ভীর ঘ নে ঘন ॥ সুধার কটরা পুরিঃ বৈসে সবে সারি সারিঃ পান করে ঝলকে ঝলকে। ব্রহ্মচারি মুণ্ড ধরেঃ সুধাসঙ্গে শুদ্ধিকরে চমকে ধমকে ধরালোকে ॥ নাচিতে নাচিতে তারাঃ রসা তল যায় ধরাঃ ভাড়াইতে নাহিপান স্থান। স্বমুখে দ্বিজের ধড় পড়ি করে ধড়ফলঃ তার হৃদে অধিষ্ঠান হন ॥ যে পদের ত্রিন গুণেঃ বিধি আদি তিন জনেঃ সির্জ্জণ পালন সংহারণ সে পদ সে অঙ্গে পেয়েঃ বিবেছ চতুর্ভুজ হয়ে শাস্ত্র করে কৈলা সেগমন ॥ অস্থিরা হেরিয়া শক্তিঃ অভিলাষ ভাবে ভক্তিঃ স্তব করে করি কৃতাঞ্জলি। দ্বিজ জগচ্চন্দ্র কয়ঃ শ্যামার দ্বি

অভিলাষ কর্ত্তৃক কালীকার স্তব ॥

করুণা ছন্দ ॥ কৃতাঞ্জলি ক.র কালী শান্ত্রাস্তব শান্তিকে খণ্ডখণ্ড দৈত্যমুণ্ড খুর খণ্ডে কারিকে ॥ জয় জয় কালী হে কালী কংকালী কালীকে । শান্ত হও গো শ্যামা শমন শা। ন্তিকে ॥ হে কমলে হে বিমলে বিশ্বজন পালিকে । নরকরে ক.টিঘেরা শীর নর মালিকে ॥ ভয়ঙ্করা শুভঙ্করা হুহুঙ্করা কারিকে । শান্ত হওগো শ্যামা শমন শান্তিকে ॥ শিবে সর্ব্ব নিত্য গর্ব্ব দর্প খর্ব্ব কারিকে । ঘোর বেশী ত্রিলোকেশীঃ খর্পরাশি ধারিকে ॥ হে প্রসন্নে মাং প্রসন্নে দেবী রক্ত দন্তিকে । সান্ত হওগো শ্যামা শমন শান্তিকে ॥ জগৎকর্ত্রী বিশ্ব ধাত্রী গিরিপতি বালিকে । হে মহেশী মুক্তকেশী ত্রিভুবন পালিকে । সম্ভু হরা সম্ভু দারা শশোধর ভালিকে । শান্ত হওগো শ্যামা শমন শান্তিকে ॥ হে হেমাঙ্গী হে মাতঙ্গী মহী মঙ্গল দায়িকে । শক্তী বেশে শিবে বিষে প্রাণ রক্ষাকারিকে মহামত্ত দুর্গাসুর তুংহি তার হন্ত্রিকে । শান্ত হওগো শ্যামা শমন শান্তিকে ॥ জগদম্বে অবিলম্বে জগৎ পালিকে । যজ্ঞে শ্বরী যোগেশ্বর জয়া জয়ন্তিকে । জগতের জয় কর ঘুচাও ভ্রান্তিকে ॥ শান্ত হওগো শ্যামা শমন শান্তিকে ॥

কেতকী কন্যার যৌবন তরনিতে অভিলাষের কা

ণ্ডারি হওনের কথোপ কথন ॥

পয়ার ॥ স্তবে তুষ্টা হয়ে শ্যামা অভিলাষে কন । মনে র মানসে বর লহ বাছাধন ॥ দ্বিজের বাসেতে বদ্ধ আছি ব হু কাল । আজি ত্রাণি মনি পত্র মহাত্ম জনাস ॥ ...

য়া তোরে কহি অভিলাষ। লহ বর মনেতে নিত যেই তব আশ
সে যার কহিছে মাগো এইবর চাই। স্তরিতে ও রাঙ্গাপদে পা
ই যেন ঠাঁই॥ তথাস্তু বলিয়া দেবী স্বস্থানে চলিলা। হেন
কালে সে যামিনী প্রভাত হইল॥ তখন কেতকী কন্যা
স্বকাতরে কয়। অভিলাষ পদে ধরি করিয়া বিনয়॥ পিণ্য
বাদ সুত তুমি সর্ব্ব গুণবান। প্রধান পুরুষ হও অতি পুণ্য
বান॥ পণ্ডিতের প্রজাপতি তেজেতে তপন। যে কর্ম্ম ক
রিলে সিদ্ধ অসাধ্য সাধন॥ যেই পদ বিধি বিষ্ণু না পায়
ধ্যায়ায়ে। সে পদ পিতার হৃদে দিলেছে দেওায়ে॥ নবীন
বয়েসে ভাল বক্তৃতা পেয়েছ। এমন বয়সে কেন বিবাগী হ
য়াছ॥ কি ধনে নিধন তুমি না হয় নির্ণয়। ভবের ভাণ্ডারি
যার সে যার সহায়॥ রূপে রতীপতি তুমি রমণী রঞ্জন।
হেরিতে হরিতে পার রমণীর মন॥ যেই নারী রূপ তব না
হি হে হেরেছে। অনিত্য নয়ন তার বিধাতা দিয়াছে॥ সর্ব্ব
শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি গুণ ময়। বল কি উপায় করি সিজ্ঞাসি
তোমায়॥ আমি হে অবলা বালা জলের কামিনী। বিধির
বিপাকে দেখ বিপীণ বাসিনী॥ কি কব দুঃখের কথা কপা
ল কেমন। বিবাহ না হৈতে হৈল নবীন যৌবন॥ রত্নাকরে
রত্ন হৈল যত্ন কিবা তায়। ফণি ফণা মধ্যে মণি মান্য মধ্যে
ময়॥ কাননেতে সুপক্ক যদি শ্রীফল থাকে। পক্ষে না ভক্ষয়ে
তারে না ভক্ষয়ে কাকে॥ যক্ষিণী হইয়া বক্ষে রক্ষা করি ধন
সম্ভোগী সংযোগ বিনে এ ভার বহন॥ কি কব অধিক আর
প্রবীণ সুজন। ধরাতে নাহিক কেহ আমার আপন॥ কেন

সে এ বনে এরে রত্ন একাকিনী। তুমি যদি যাহ রেখে দেখি
মা দুঃখিনী। সহায় কালীকা পিতা ছিল দুইজন। তব আ
গমনে দোঁহে কৈলাসে গমন॥ কি করি কোথায় যাই না দে
খি উপায়। এ ঘোর সাগরে নাগর তুমি হে সহায়॥ অনঙ্গ
তরঙ্গে মম যৌবন তরণী। তুফানে ভাবিছে দেখ দিবস
রজনী॥ যুগল মাস্তুর কুচ অতি উচ্চোদয়। সুরঙ্গ বসন পা
লি উড়িতেছে তায়॥ আশারূপ রসারসি আছয়ে বন্ধন।
কর কাপিকল বিনে নহে সুশোভন॥ প্রেমরূপ ছই আছে প্র
বিস্তির শয্যা। নূতন নির্ম্মাণ তরি কিঞ্চিৎ বাণিয্যা॥ স্তন
রূপ বটে দুই নিবিত্তি গাবর। অনাদর আশাপঙ্কে পড়ে নি
তম্ব নোঙ্গর॥ পদরূপ ধজি আদি যাহা কিছু চাই। সকল
আছেহে কিবল হালি মাঝি নাই॥ অতএব গুণমণি মিনতি
আমারি। মন সাধু আরোহিয়ে হওহে কাণ্ডারি॥ সাক্ষাৎ
মদন তুমি হওহে সেনাপতি। বসন্তাদি সৈন্য গণে লওহে
সংহতি॥ মলয়ে করহে আজ্ঞা বহে বায়ু ধিরে। বিনা পরি
শ্রমে তর কামসিন্ধু নীরে॥ কোকিলে কোটাল করি রাখ
তরি সাত। বিরহ তস্কর যেন না করে ব্যাঘাত॥ ফুল যুথে
মালা গেঁথে দেহ মম গলে। সুন্দর দুলিবে হার গাতর হিল্ল
লে॥ প্রতেক কন্যার ভাব শুনি অভিলাষ। আনন্দ সাগর
তীরে করিছে আশ্বাষ॥ নবীন তরণী পায় নবীন নাবিকে।
ভাগ্য জোগে মেলে আর ভার অভাগ্যকে॥ সুদিন সুযোগে
আজি সুসাজন কর। তোমার তরণী পরে হব কর্ণধার॥
দুর্গা দগা অরি জগচ্চন্দ্র দিল সায়। শুভ কর্ম্মে বিলম্বেতে না

হি কলদয় ॥ কিন্তু কাম সিন্ধু কূপে লাভিন্তরস ময় । কশিয়া নারিরে ঝিকে হইয়া নির্ভয় ॥

অভিলাষের কেতকীর সহিত কুসুম বনে কাণ্ডারি হলে রতি বাণিৰ্য্যে গমন ॥

ত্রিপদী॥ কেতকীর অভিপ্রায়, অভিলাষ বুঝি তায়, সায় দিল ভাল ভাল বলে । শেষে সুন্দর সুন্দরী, দোঁহে কর করে ধরি, বাসস্থলে রঙ্গে ভঙ্গে চলে ॥ ক্ষণেক বিলম্ব পরে, কুমারী রন্ধন করে, নানাদ্রব্য করি আয়োজন । তদন্তরে দুই জন, সুখে করে সুভোজন, আনন্দেতে হইয়া মগন ॥ রহাস্য প্রসঙ্গে ধনী যোগায় তাম্বূল আনি, মুনিসুত করে সুখে নিল । গত নিশা যাগরণে, অলশ অসুখ প্রাণে, বিরলেতে শয়ন করিল ॥ পরে সেই বরাঙ্গনা, করে নিজ সুসাজনা, বিবিধ ভূষণে বিধিমত । সাজিতে সুন্দর বেশ, দিবস হইল শেষ, দিনমণি অস্তাচলে গত ॥ হেরি তাহা মনরমা, দ্রুপদীর বেশ সমা, যায় যথা মুনির নন্দন । থমকে চলিতে ধনী চরণে নূপুর ধ্বনি, শুনি নিদ্রা কুমারে ভঞ্জন ॥ পিক পিবুষ ভাষে, কহে রামা অভিলাষে, চল সখা কুসুম কাননে । শুনিয়া উঠিল রঙ্গে, কুমার কুমারী সঙ্গে, পুষ্পবনে যায় দুইজনে ॥ রদ শিশীর কালে, যুই যাতি কুন্দফুলে, শোভা অতি হয়েছে সরস । প্রফুল্ল রজনী গন্ধ, আলপানে মকরন্দ, গুঞ্জ স্বরে শরীর অবশ ॥ ক্ষণেকত্তলিছে তান; ক্ষণে হয় পুঞ্জবান ক্ষণে ক্ষণে করে গুঞ্জগাণ । শেফালিকে থাকে, প্রস্ফুটিত ঝাঁকে২, তার গন্ধে প্রফুল্লিত প্রাণ ॥ কুমারে কামিনী বলে,

দেহ সখা ফুল তুলে, পর তুমি আম গাঁথি মালা। শুনিয়া কামিনী বাণী, তুলে ফুলগুণ মণি হার গাঁথে দ্বিজবর বালা। অগ্রে গাঁথে গুঞ্জহার, কি কব সুন্দর তার, পরাইল মুনির নন্দনে। সুবর্ণ বরণ বক্ষ, সৌন্দর্য্য হইল লক্ষ্য, যেন চন্দ্র সূর্য্য গগণে॥ নানাপুষ্পে গুণবতী, নানাহারে হবোপতি, রসবতী সাজায় যতনে। আর নানা কুসুমেতে, বিধুমুখী মালা গেঁথে, পরে নিজ ভূষণ মিষণে॥ অবশেষে অভিলাষ, মিটায়ে মনের আস রচি হার নানাজাতি ফুলে। কেতকী নিকটে গিয়ে, প্রেমে পুলোকিত হয়ে, হার তার পরাইল গলে কৃষ্ণাঙ্গ বরণ বালা, সে অঙ্গে শোভিল মালা নবঘনে যেমন চপলা॥ নাগর নাগরী সঙ্গেঃ ফুলেতে সাজিল রঙ্গেঃ নিশী শশী উদয় পাইল॥ নলেনী মলনা হয়ঃ যুবতীর রসোদয় বালা বধু বিসাদিতা চিত। পুরুষ চঞ্চল মতিঃ হানে বান রতীপতিঃ অভিলাষ অনঙ্গে মোহিত॥ নবীন কামিনী সাতেঃ পুষ্পগন্ধে মত্ত চিতেঃ নিশী কালে নিলজ্জ হইল। কুমার কন্যারে বলেঃ আর কায নাহি ফুলেঃ সেফালিকা তলে বসি চল॥ শুনিয়া নাগর বাণীঃ কাম ভরে চলে ধনীঃ বৈসে গিয়া দোঁহে তরু মূলে। শাখাতে হয়েছে ছত্রঃ দলিত তাহাতে পত্রঃ বিকশীত পুঞ্জ পুঞ্জ ফুলে॥ রসিক রসেতে টলেঃ রসবতী প্রতি বলেঃ তরণীর কর আয়োজন। এবে শুভক্ষণ অতিঃ বাণিজ্যে যাইব রতি কাম সিন্ধু হৈয়া উত্তরণ॥ শুনি জয়চন্দ্র কয়ঃ ওহে মুনির তনয়ঃ আমার বান্ধব গণে ভাই।

তোমার তরির পরে, কভুকভু পার করে, দিয় সবে কড়ি লও নাই ।।

অভিলাষের সুখ গঞ্জে রতী বাণিয্য ।

পয়ার ।। * ।। কুমারের অভিপ্রায় বুঝিয়া কামিনী । অন্তরে অনঙ্গ সিন্ধু উথলে অমনি ।। সুসজ্জিতা হয়ে ধনী কহে গুণমণি । সুসজ্জা আছে কামসিন্ধুতে তরণী ।। সর্ব্বশাস্ত্রে সপ্রমাণ ভাসিছে সুজন । বেদবিধি মতে নৌকা কর আরোহণ ।। এতেক সুন্দরী যদি আশ্বাস করিল । নবীন কাণ্ডারি তরির নিকট হৈল ।। যতনে নৌকায় ধরি রত্নবৎ কায় । গলায় ফুলের মালা গলুয়েতে দেয় ।। তরণীর হার লয়ে আপনি পরিল । ঐ রূপে গন্ধর্ব্ব বিভা তথা বুঝাইল ।। তদান্তে মদন স্মরি তরী আরোহিল । নিতম্ব নোঙ্গর কোলে টানিয়া তুলিল ।। হালির ঘরেতে হালি সুখে আরোপিল । তরঙ্গে ডুবায়ে ক্রমে সুরাগে ধরিল ।। কর কপি মধ্যে যত্নে কুচের মাস্তুরে । মন্দ বায়ু দেখি পাল খুলে রাগে দূরে ।। নিবৃত্তি গাবর নায়ে কাণ্ডারি সহায়ে । প্রবৃত্তি পূর্ব্বক হুজ্র বটে দেয় বেয়ে ।। ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া মাঝি ঝিকা আরম্ভিল । অমনি তরণী তায় কহিতে লাগিল ।। ছি ছি হে রসিক নেয়ে এ যে অনুচিত । বহন হীনা তরিতে বাহ বিপরিত ।। তরুণ তরণী আমি নাহি আনাগণা । অধিক গমনে অদ্য পাইব যাতনা ।। আগে জানিতাম রতি বাণিয্য সুখের । এবে দেখি এযে অতি বাণিয্য দুঃখের ।। নাবিক কহিছে ধনী নাহি

জানসার। দুঃখ বিনা সুখ বল হয়ে থাকে কার ॥ এখনি কাতরা হৈলে সুদুঃশ্বাস। না যেতে আবেশপুরে পাইয়াছ ত্রাশ॥ বাহিয়া এসেছি সখে আভি সরোবরে। কামসিন্ধু পারাপার আছে এর পরে ॥ তার তীরে সুখ গঞ্জ পাবে দরশন। তথায় বাণিজ্য হবে রতি রত্ন ধন ॥ শুনিয়া তরুণী অঙ্গ সজ্জয়ে সিহরে। অভয় করিয়া নাবি পুনঃ বাহে ধীরে॥ ক্রমেকামরসসিন্ধু বাহিয়া পাইল। রসেরহিল্লোলে তরী নাবিক ভাসিল ॥ অসময়ে সুন্দরীর চিকুর এলায়। নবঘন প্রায় যেন আচ্ছাদিল তায় ॥ বদন বিদ্যুৎ যেন সঘনে সঘন। দশনে দশনে হয় তর্জ্জন গর্জ্জন ॥ নয়ন ময়ুর ময়ুরীতে করে নৃত্য কুচগিরিশৃঙ্গে বসি হরষিত চিত্ত ॥ রসনা চাতক আর চাতকী যুগল। তৃষ্ণায় সঘনে ডাকে দে জল দে জল ॥ সুধা সম বিন্দু বিন্দু বারী হয় পাত। উঠিল নিঃশ্বাস বাড় তাহে অকস্মাৎ ॥ কাম সিন্ধুতরঙ্গেতে তুফান বাড়িল। টলমল দোলে তরি সজল হইল ॥ নবীন নাবিক হালি ধরে চেপে চেপে। তথাপি তরুণী উঠে কাম গোড়ে ঝেপে ॥ মদন বদর পির স্মরি অভিলাষ। ঘন ঘন দেয় ঝিকা নাহি অবকাশ॥ পাড়ি জমাইল শীঘ্র আবেশের বাঁকে। গাড়িল চরণ খুজি দুইকক্ষ পাঁকে ॥ নিবৃত্তি বড় হয় বড় ক্রমেতে প্রবন্ধ সুখ নাহি পায়ে তথা ধরে দৃঢ় বন্ধ ॥ ক্ষণে মাত্র বাহে যায় সুখ গঞ্জ ঘাটে। সুস্থির ক্রমেতে তরী লাগে ধৈর্য্যতটে ॥ নবীন নাবিক নিজ অনঙ্গ সুবর্ণ। মহাজনী ঘরে দিল করি পরিপূর্ণ॥ তৃপ্ত চিত্ত মহাজন হয়ে সেইক্ষণ। সুবর্ণ বদলে দি

ল রতি রত্ন ধন ।। পরি পূর্ণ হৈল তায় তরির ভাণ্ডার ।। অ রূপে বাণিয্য ছলে দোঁহার বিহার ।। অভিলাষ অবশেষ অবশর হইল । কেতকী ধরিয়া ধরা ধিরেতে উঠিল ।। বদ নে বসন চাপে উপজিল লাজ । দ্বিজ বলে নাচ্‌তে বসি ঘোম্‌টায় কি কায ।।

অথ কাম জলশুক্তিকা ।

পয়ার ।। * ।। বিবাহ হইল সাঙ্গ কুমারী কুমার । জয়য়ে সময়ে উঠে হীন কলেবর ।। উভয়ে লজ্জিত চিত্ত বিষমবন্দ ন । বিভিন্ন হইয়া বৈসে বিরাগী মদন ।। কিঞ্চিৎ বিলম্বে ভ বে মুনির নন্দন । বলে প্রিয়ে নিশী বাড়ে চলহ এখন ।। শুনি বিধুমুখি চলে নাথের বচনে । উপনিত গৃহে দোঁহে জিনিয়া মদনে ।। পালঙ্ক উপরে বৈসে মুনির নন্দন । নানা দ্রব্য আনি ধনী করায় ভোজন ।। শশোধর নিকটেতে জলধর প্রায় । কেতকী বসিল সঙ্গে শোভাকর কায় ।। নবীন কমল কলি পাইল প্রকাশ । মূহু মূহু মধুদানে নাহি মিটে আস ।। তা হাতে সে মধু রত হয় নবরতী । যত পিয়ে তত লোভে মধু পান প্রতি ।। পিপাশিত ব্যক্তি যদি বারি করে আশা । য দ্যপি সে করে পান সে বারি সাহসা ।। অধিক পিপাশা বা ড়ে নহে তৃপ্ত প্রাণ । সত্য মিথ্যা সুরলোক বুঝহ সন্ধান ।। ক করলেতে পুনঃ রসিয়া রসরাজ । কামিনীরে কহে অন্তরেতে লাজ ।। বিবাহ গোধুলি লগ্নে কাননে হয়াছে । তদন্তরে কুশ ণ্ডিকা হোম বাকী আছে ।। তাহার উদযোগ এবে কর রস [illegible] । [illegible] সকল [illegible] আছতি ।। তোমার মি

তম্ব বেদি বিধির সৃজন। তদমধ্যে যন্ত্র কুণ্ড হৃদ্‌গুল স্থাপন॥ তদমধ্যে প্রজ্বলিত অনঙ্গ অনল। লোমাবলি কুশাকাষ্ঠে সমিত সকল॥ কংঘ রক্তাত্তিক তথা আছে যে রোপণ। হবি হাতা যম পাশে আছয় যোজন॥ শুনিয়া সুন্দরীলাজে রস রাজে কয়। বেদের বিধান কর্ম্ম কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥ এতেক আদেশ পায়ে মুনির নন্দন। নিতম্ব বেদীর পরে বসিল তখন॥ উভয় মানস হোতা পুরোহিত হয়। রতি জলবতী হয়ে দ্রব্যাদি যোগায়॥ অধর কোশার নীরেকরে আচমন। হস্ত কুশ করে করিল ধারণ॥ নিজ উরু চারি পার্শ্বে রাখি দেবভাগ। আসক যজুর্বেদে আরম্ভ করেযাগ॥ জুপ পুর্ণিত ঘৃত আহুতি দিলদান। হৃদ্‌গুলে কামেরঅগ্নি হৈল মূর্ত্তিমান॥ সে অগ্নি উত্তাপে ধনীকরে আহা আহা। কুমার আহুতি দেয় বলি স্বাহা স্বাহা॥ শ্রমযুক্ত ক্রমে দোঁহে সর্ব্বাঙ্গেতে ঘর্ম্ম। দৃঢ় চিত্তে নিয়মত করে সর্ব্ব কর্ম্ম॥ কাম তন্ত্র মন্ত্র মতে হোম সমাধান। পূর্ণাহুতি মুনি পুত্র করিল প্রদান॥ শীতলা ভব বসুমতী ধনী বলিয়া। আবেসে অমনি দধি দিলেক ঢালিয়া॥ নির্ব্বাণ তাহাতে অগ্নি হোম হৈল সারা। অশাস্ত্র শেষেবহে অষ্টবসু ধারা॥ হোতা পুরোহিত যারা মানস নামে ছিল। পিরীতি রজত মূল্য দক্ষিণা পাইল॥ তদন্তরে কুমার কুমারী দোঁহে রঙ্গে। পালঙ্কে অনঙ্গে ভঙ্গে হরষিত অঙ্গে। রহাস্য প্রসঙ্গে বসিল দুইজন। জগচ্চন্দ্র বলে ওহে মুনির নন্দন॥ কুশণ্ডিকা আদি ভাই হয়ে গেলবিয়ে। ব্রাহ্মণে বিদায় কর ঘটকালি দিয়ে॥

অভিলাষের ইন্দুবতীকন্যার সহিত মিলনসূচনা ॥

পয়ার ॥ * ॥ বৈশম্পায়ন বলেন জন্মেজয় প্রতি। দি র্ঘজ্ঞ হইতে মোরে হইল সংপ্রতি ॥ ঋষি হয়ে কাব্য ভাষা মুখে ব্যক্তকরি। হরিনাম সুধাপান সব পরিহরি ॥ সভাসদে সবে বলে ওহে মুনিবর। কহিলে চণ্ডীর কথা কলুষ নিস্তারি কি কর্ম্ম করিল কহ মুনির নন্দন। আর দুই নারী সহ কেমনে মিলন ॥ মুনি বলে পরে শুন কহি তার রঙ্গ। অভিলাষ সুখে থাকে কেতকীর সঙ্গ ॥ মাসেক দুমাসক্রমে ছয়মাস গত। নি ত্য নবরস রঙ্গ কহিব সে কত ॥ তিলেক যুবতা যদি হারা হয় পতি। সারা হয়ে গৃহে থাকে উন্মত্তা যেমতি ॥ সারিশুক সুখে সুখে থাকে যেইরূপে। দুজনে নির্জ্জনে বদ্ধ প্রেমসিন্ধু কূপে ॥ জীবন দোহার এক দেহমাত্র ভিন্ন। পতিধ্যানপত্নী প্রাণ নহে জ্ঞান শূন্য ॥ বিরল বিপীনে প্রেমে বাড়ে অনুরাগ। সুযোগে সংযোগে সদা মদনের যাগ ॥ সুতরু সুসরোবরে এমনি সে ধাম। ভাগীরথী গেলে তথি উপজয়ে কাম। কে তকী যুবতী দৈবে হৈল ঋতুমতি। তাহাতে মুনির সুত ভু ঞ্জে সুখে রতি ॥ গর্ব্ভবতী হৈল কন্যা সেই শুভক্ষণে। শশি কলা মত গর্ব্ভ বাড়ে দিনে দিনে ॥ তদন্তরে শুন সবে কহি বিবরণ। সেই বনান্তরে থাকে দৈত্য একজন ॥ জম্বু নামধ রে সেই বিচক্ষণ অতি। শৈলাট পাহাড় মধ্যে করয়ে বসতি ব্রহ্মচারি পুরী হৈতে দ্বাদশ যোজন। কৈলাশ শিখর হৈতে সে হাব শোভন ॥ দৈত্যের আছিল এক সুরূপা সন্ততী। ইন্দু রূপবলি নাম ইন্দুবতী ॥ ইন্দুভাতি অঙ্গভারে হৃদিকরে

আঁখি । ইন্দু বিন্দু বিন্দু হাস্যে সদা ইন্দু মুখি ।। হেমকুম্ভ স ম কুচ সুধাপূর্ণ মধ্যে । লুকায়ে রাখিল বুঝি দেবাসুর যুদ্ধে ।। কৃশাঙ্গী দেখিয়া কটি কেসরির দুঃখ । অভিমানে বনে থাকে না দেখায় মুখ ।। প্রত্যঙ্গে কি কব রূপ তিলোত্তমা যিনি । তারে হেরি নাহি হৈল অবনী গামিনী ।। সেরূপের সমরূপ না হেরি ভূমিতে । তাহার তুলনা দিতে সেই পৃথিবীতে যেমন পূজয়ে লোক গঙ্গাজলে গঙ্গা । তেমনি উপমা তার রূপরূপ সঙ্গে ।। বয়স্থা হইল কন্যা ভাবে দৈত্যেশ্বর । অন্বেষণে অনুচর আছে নিরন্তর ।। অসার ভাবিয়া শেষে জম্ভু দৈত্যপতি । বিবাহের বিবরণে লিখিলেন পাঁতি ।। দূতের হাতেতে পত্র পাত্র অন্বেষণে । পাঠাইল অন্যদেশ পর্ব্বত কাননে । পত্র লয়ে অনুচর ভ্রমিয়া বেড়ায় । হিমালয় শিখরাদি বিন্ধ্য গিরি যায় ।। মন্দার সুমেরুশৃঙ্গ কেদার পাহাড় । অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ তৈলঙ্গ রাজ্য রাঢ় । গোঙ্গল উৎকল জংঘ রম্য স্থল চয় । পত্র লয়ে অনুচর ভ্রমিয়ে বেড়ায় ।। নাহি মিলে পাত্র যদি মিলয়ে সে পাত্র ।। গোত্রে২ মিলে নাহি লয়ে ভিন্ন গোত্র ।। অন্বেষণে অন্য গোত্র যদ্যপিহ মিলে । সুমেলে না মিলে কেহ অন্য মেলে মিলে ।। ত্যক্ত হয়ে দূত শেষে দেশে ফিরে যায় । ঐরাবতীশৃঙ্গে এক পাত্র মিলে তায় ।। তিনকাল গত তার শুক্ললোম বক্ষে । অশিতপর বৃদ্ধতম চালুসে ধরাচক্ষে ।। গলিত অঙ্গের মাংস বধির শ্রবণ । দন্ত সব অন্তর ধ্যান জ্রু কেশ সন ।। তাহারে পাইয়া দূত পরিচয় লয় । কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ বটে সমেলে মিলিল । পত্র দিয়া

সুবিশেষ করাইল জ্ঞাত । বিয়ে শুনে বিয়ে পাগলা বাইতে উদ্দত ।। অকালে অঙ্গনা হীন সেই বুড়া দৈত্য । বিবাহ বাসনা হেতু কন্যা করে তত্ত্ব ।। কে আছে এমন বরে কন্যা দিবে দান । অন্ত দন্তহীন যার নাহি চক্ষু কান ।। জম্ভু দৈত্য দূত সেই বৃদ্ধ দৈত্য পায়ে । গরজি নির্বুদ্ধি যেন গরজ বহায়ে ।। সমাদরে বৃদ্ধ পাত্রে সঙ্কেতে লইল ।। শৈলাট শিখরে কিছু দিনে উত্তরিল ।। সভায় বসিয়া জম্ভু আছেন যেখানে । বর পাত্র লয়ে দূত দিলেক সেখানে ।। জামতা হেরিয়ে জম্ভু চিন্তেন অন্তরে । হর পূজি বর বুঝি মিলিল কন্যারে ।। অন্তরে বিরস মুখে করি সম্ভাষণ । বৃদ্ধেরে ভাবিয়া দিল বসিতে আসন ।। জিজ্ঞাসা করিল পরে কুলের লক্ষণ । পরিচয় দেয় বুড়া সর্ব্ব সুলক্ষণ ।। শুনি জম্ভু ভাবে মনে হইয়া নিরব । ইন্দুবতী ইন্দুমুখী বুড়া বরে দিব ।। পুনঃ ভাবে নাহি দিলে ভাল কে মিলাবে । যুবতী গৃহেতে কন্যা কবে কি ঘটিবে ।। দিবে কি না দিবে বিয়ে ভাবে দৈত্য রায় । জগৎ বলে বিয়ে হৈতে আইবুড়া শ্রয় ।।

ইন্দুবতীর সই সম্বন্ধীয় কন্যার বিবরণ ।।

ছেদ ত্রিপদী ।। * ।। মুনিবর কয়, শুন জন্মেজয়, বিবাহ সে কহিব পশ্চাতে । এক্ষেণে রাজন, করহ শ্রবণ, ইন্দুবতীর সই যে মতে ।। ইন্দুবতী নামে, ছিল সেই গ্রামে, ব্রাহ্মণের আর এক কন্যা । দ্বিজ নিজ ঝিয়ে, বালিকা সময়ে, বিয়ে দিয়ে হয়েছিল ধন্য ।। কিন্তু সে কুমারী, দুর্ভাগ্যে তাহারি, বিধবা হইল অল্পকালে । দেখিয়া ব্রাহ্মণ, দৈত্যের বচন,

অন্তঃপুরে আনি দিল।। সুখে দৈত্য রাণী, বিধবা নন্দিনী
নিজ নন্দিনার কাছে দিল। পরেইন্দুবতী, পায়েইন্দুবতী,
দুই তার সঙ্গে খাতাইল।। বালিকা দুজনা, দুজনা সুজনা,
শয়ন ভোজন এক সঙ্গে। খিড়কীর মহল, তথা বাস স্থল,
কিছু দিন বঞ্চে নানা রঙ্গে। ক্রমে দুইজনা, হইল যৌবনা,
যাতনা দোহাকার ঘটিল। যেন জলাশয়ে, বরিষা সহায়ে
সুকমল কলিকা ফুটিল।। সর্ব্বদা উল্লাষ, অঙ্গের বিন্যাশ,
বিবিধ মানশ মত করে।। বকুলের মালা, গাঁথি দুইবালা,
ভূষণ মিষণে অঙ্গে পরে।। এইরূপে বারো, বৎসেক তেরো,
ক্রমে চৌদ্দ বৎসর বয়েস। উচ্চ মুখ স্তন, ক্ষান্ত দরশন, অন
ঙ্গের হইল আবেস।। সদা লয় মনে, পুরুষ রতনে, যতনে
হৃদয়ে দিতে বাসা। যেন চকোরিনী, সুধা, প্রিয়াসনী, সুধা
করে সদা করে আশা।। যেন পঙ্কযিনি, নব প্রকাশিনী,
মধুভরে ভারি অতি অঙ্গ। তখন মননে, মানস রঞ্জনে, মধু
করের সঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ।। কিম্বা দান শীলা, ধনেশা হইলা, বহু
বিতরণে লয় মন। কিন্তু পায় শোক, সুপেতে গ্রাহক, ধনে
র না পায় কোনজন।। তেমত রূপিনী, দৈত্যের নন্দিনী,
যৌবন ধনের ধনাধিনী। মনে আকিঞ্চন, করে বিতরণ, সু
জন পাইলে সুবদনী।। অভাবে কুমারী, অভাবে গুমরি,
বিভাবরী মনের আগুনে। জ্বলিয়া জ্বলিয়া, জলেতে যাইয়া
আশা করে জুড়াতে জীবনে। না হয় শীতল, শীতলে প্রব
ল, ভাবে জলে দাবানল বাস। সন্তোষের আশে, সলিলে
প্রবেশে, হয় সধায় গরল পাশ।। অগৌর চন্দন, কর্ষিয়ে

লেপণঃ লিপ্ত নাহি হয় তায় কায় । অনঙ্গ অনলঃ হইয়া প্রব লঃ অবলার সে অঙ্গ জ্বালায় ।। কোকিলের রবেঃ তুষ্টঃ ক রে সবেঃ সে ধ্বনি শুনিয়া সেই ধনী । বলে অকস্মাৎঃ হৈল্য বজ্রাঘাৎঃ মরেঃ জয়মুনি জয়মুনি ।। দিবসে কামিনীঃ তাপে দিনমণিঃ নহে তনু অধিক তাপিতা । সুপ্রকাশঃ শশিঃ হেরি লে রূপসীঃ মরী মরী হয় মাধর্য্য মুরতা ।। এ রূপে যুবতীঃ স্ব য়ের সংহতিঃ বিরহবাসরে বাস করে । সদত অস্থিরঃ সরস্ব শরীর জ্বর২ স্মর স্বরে২ ।। বয়ঃক্রম ষোলঃ ক্রমেতে হইলঃ ইন্দুবতী ভাবে অবিরত । দ্বিজ করে মানাঃ ভেবনা ভেবনা বর শীঘ্র পাবে মনঃমত ।।

ইন্দুবতীর বৃদ্ধ বরের সহিত বিবাহ ।

পয়ার । ওখানেতে দৈত্যপতি বাসা দিয়ে বর । নি শীতে রাণীরে সব কহে সমাচার ।। রাণী কহে যদি কান্ত ত ব মনে লয় । করহে কন্যারে দান যাহে ভাল হয় ।। তোমার অধিনী আমি তব মানে মান্য । মানসিক রেখে দান কর স্বল কন্যা ।। এরূপ কথনে নিশী প্রভাত হইল । শুভলগ্ন শুভ দিন গণনা করিল ।। কুটুম্বাদি বন্ধুগণে করি নিমন্ত্রণ । সমাদরে সকলেরে আনেন ভবন । অন্ত দন্ত হীন বর রাণী না জানিল । রাজ কুমারীর গাত্রে হরিদ্রাদি হৈল ।। বিবাহ ব্যবস্থা সে বাহুল্যতা অতি । প্রত্যেক্ষ বর্ণনে সব বেড়ে যায় পুথি ।। শুভক্ষণে বরে রাজা কন্যা দিলদান । করি কুলাচা র ক্রম যে রূপ বিধান ।। বর কন্যা অন্তঃপুরে গেল তদন্তর

যে মহলে ইন্দুবতী থাকে নিরন্তর।। রাজসুতা হেরে পতি রূবয়ান নয়ান। মন দুঃখে বারী বহে ভাবিয়া বয়ান।। মনে মনে খেদ করি কহিছে সুন্দরী। পঙ্গুরে পাঠালে বিধি লংঘিবারে গিরি।। মনের যতেক আশা করিলে নৈরাশা। অনলঙ্গেতে দিলে পতঙ্গেরে বাস।। এইরূপে দৈত্যকন্যা বিরস অন্তরে। সংখ আদি তিন জনে রহে এক ঘরে।। যুবতীর মৌন ভাব বুঝি বৃদ্ধ মনে। সঙ্গেতে গুটিকা ছিল রাখিল বদনে। কি কব গুটিকা শক্তি কহনে না যায়। যে বেশ ধারণ করে সেই বেশ হয়।। বালক কালাবধি বৃদ্ধ করে গঙ্গাস্নান। হরিদ্বারে যোগী এক করেছিল দান। সেই সে গুটিকা বৃদ্ধ মুখেতে রাখিল। যুবক মানবে অঙ্গ যুবক হইল। হেরিয়া দৈত্যের কন্যা হইল বিস্ময়। পতিরে জিজ্ঞাসা করে করিয়া বিনয়। কহ তুমি মহাশয় হও কোন জন। অপসর গন্ধর্ব কিম্বা দেবের নন্দন। অবলা অধিনী আমি পাইয়াছি ভয়। বৃদ্ধ কহে বিধুমুখী দিব পরিচয়। ভয় ত্যজ কিছু দিন কর সুখে সঙ্গ। জানিতে পারিবে পরে মোর যত রঙ্গ এতেক বচনে ধনী আনন্দে ভাসিল। যুবক পাইয়ে কামে যুবতী মাতিল। গুটিকার গুণে বৃদ্ধ ধরে যুব ছায়া। কিন্তু বীর্য গুণে রতি সক্তি হীন কায়া।। রমণী মদন মদে মত্তা অতি দেখি। নিদ্রাছলে কপটেতে মুদে রহে আঁখি।। অবলা সরলা তার নাহি বুঝে মূল। ভৃঙ্গ যেন ভ্রান্ত দেখি সিমুলের ফুল।। বৃদ্ধের অসাধ্য কর্ম্ম দেখি উপস্থিত। নিদ্রার স্মরণাগত হইল ত্বরিত।। তখন সুন্দরী কন্যা করে অনুমান।

নুতন মিলন । বিষাদ ঘটিল বাধের কিসের কারণ ।। পুরু ষের রীতি নয় এ সুখ বাসরে। সুখ সাধে উপজাত রমণী উ পরে ।। এবড় আশ্চার্য্যকথা অনলে অং কুধা। বদনে তুলিয়া দিলে নাহি খায় সুধা ।। এ জড় কমল দলে গাঁথি গুঞ্জমালা যৌতুক দিলাম যারে সে করিল হেলা ।। এতেক ভাবিয়ে ধনী মনে পায়ে লজ্জা । শয়নে রহিল করি কামশূর শয্যা ।।

ইন্দুবতীর গঙ্গাস্নান গমনে অভিলাষকে দর্শন।

পয়ার। এইরূপে নিত্য বৃদ্ধ রজনী সময় । কামিনীরে ভুলা ইতে যুবকায়া হয় । অবোধ রমণী সেই বুঝিতে না পারে একদিন সখি সঙ্গে শুভ যুক্তি করে ।। সখি কহে অদ্য নিশী থাকলো যাগিয়া । কেমনে লুকায় বৃদ্ধ দেখ যুব কায়া ।। ভাল২ বলি কন্যা তাহে দিল শায়। নিশীতে বৃদ্ধের কো লে কাক নিদ্রা যায় । শেষ ভাগ নিশী যোগে গুটিকা ত্য জিয়া ।। শয্যার তলেতে বুড়া রাখে লুকাইয়া ।। চতুর রম ণী তায় পাইল সন্ধান। কিঞ্চিৎ বিলম্বে নিশী হৈল অবসান মুখ প্রক্ষালনে বৃদ্ধ গমন করিল। গুটিকা হরিয়া কন্যা সে সময় নিল। সখির মন্দিরে শীঘ্র হৈল উপনিতা। গুটিকা হে রিয়া দ্বিজকন্যা হরষিতা। পরিক্ষা কারণে গুটি করিল ধারণ নানাবেশ হৈল কৈল যে বেশ মনন ।। সানন্দে গুটিকা লয়ে গোপনে রাখিল । বুড়ার ঠাটের হাঁড়ি হাটেতে ভাঙ্গিল। যাদু গিরি জারি ভুরি সব গেল দূরে । সে নিশী যুবক বেশ

ধারাতে না পারে ॥ শর্য্যায় ভাণ্ডে

প্রকাশিতে নারে যেন বোবের স্বপণ ॥ ভূঁইটকার শোকে বৃদ্ধ কাতর হইল। বারাণশী দরশনে মনন করিল॥ শুদ্রে কহিয়া রথ আদি সজ্জা করে। রাজার সহিত। প্রতি কহিলেন পরে। দম্পতি হইয়া চল যাব বারাণশী। শুনিয়া শিকার তাহে পাইল রূপসী ॥ দ্বিজের নন্দিনী আদি সর্ব্বসমিভ্যারে। নিজ দেশ ছাড়াইয়া চলে বহু দূরে ॥ পশ্চাৎ হইল কত পর্ব্বত কানন। ক্রমে২ উপনিত গিয়া ঘোর বন ॥ অভিলাষ আছে যথা কেতকার সঙ্গে। সিবির করিয়া তথা রহে সবে রঙ্গে॥ ইন্দুবতী সই সঙ্গে আর দাসীগণ। সন্নিকটে সরোবরে করেন গমন। নামিয়া শলিলে অঙ্গ করেন মার্জ্জন। হেমকালে পুর্ব্ব পারে হৈল দরশন। শশি খসি ভূমে আসি হয়েছে উদয়। কিম্বা দিনপতি নমু মতিতে নিশ্চয় ॥ পুনঃ ভাবে যদি সেই সুধাকর হইত। অবশ্য কলঙ্ক রাশী অঙ্গেতে রহিত॥ কিম্বা অবনীতে যদি আইলেন ভানু। দগ্ধ না করিয়ে কেন স্নিগ্ধ করে তনু ॥ এইরূপে দৈত্য সুতার মনেতে আন্দেশা। দ্বিজের নন্দিনী ডাকি করিল জিজ্ঞাসা। কেহে তুমি মহাশয় দেহ পরিচয় অবলা অধিনী সোরাপাইয়াছি ভয়। তথায় বসিয়া পিপ্যলাক সুত ছিল। সখির সম্ভাষে নিজ পরিচয় দিল। মুনির তনয় আমি অভিলাষ নাম। ঐ যে পশ্চাতে পুরী হয় মম ধাম। তোমরা কাহার কন্যা দেবী কি কিন্নরী। দ্বিজ কন্যা কহে সজে দৈত্যের কুমারী। ক্রমে সখি সকলের পরিচয় দিল।

যুবতী অভিলায় বপেতেমজিল। ফিরাতে না পারে আঁ। খি অঙ্গে টলে বাস। দাসীগণে নাহি কহে করিয়া প্রকাশ। নোয়াসে অভিলাষে প্রাণ করি দান। শূন্য দেহ লয়ে ধনী শিবিরেতে যান॥ মনেং মনানল হইল প্রবল। দ্বিজ কহে সয়ে রহ হইবে শীতল॥

ইন্দুবতী বারাণশী দর্শনার্থে পুনঃ গমনে বিরহ।

একাবলি ছন্দ॥ পর দিবা উঠিএকত্রে সবে। ক্রমেবারাণশী উত্তরে তবে॥ মুনিকর্ণিকায় করিয়েস্নান। বিশ্বেশ্বর দর্শনে সবে যান। মনঃমানবে আনন্দকাননে। দরশন করিয়ে স্থানেং। তিন দিন তথা হইলবাস। পুনর্ব্বার বৃদ্ধ চল্লে নিবাস॥ ইন্দুবতী ভাবিছে মনে মনে। আর কি দেখা পাইব সে জনে॥ যদি বিধি মিলান ভাগ্যফলে। তবে জানি কাশীর ফল ফলে॥ এতেক কহিতে কহিতে রথ। শৈলাটে গেল হৈয়া অন্য পথ॥ যার যথা স্থল সে তথায় গেল। যুবতীর আশা নৈরাশা হৈল॥ দ্বিগুণ আগুণ জ্বলিল প্রাণে। প্রবোধ শলিল নাহিক মানে। দিবস রাত্রি শয়নে সপনে। অভিলাষে ধনী হেরে নয়নে সোণারো অঙ্গ ভাবিয়েং। যেন কালিকে দিয়েছে ঢালিয়ে॥ দ্বিজের নন্দিনী আশয়ে বুঝি। বলে কহগো কহগো ঠাঙ্গর ঝি কি লাগিয়ে অঙ্গ হইল মষী। কি ভাবনা ভাব দিবস নিশী আগেত এমন নাহিক ছিলে। এখন কেমনং হলে॥ বিরস তোমার দেখিয়ে মুখ। ভাল বাসি বলে কাটে গো বুক॥ কেটা সে চোর কঠিন হৃদ। হৃদয়ে তোমার কাটিল সিঁদ

অনুমতি কর ধরিয়া দিব । তবমন ধন কিরিয়া জ
শুনি ইন্দু বতী বদন মলিনো ॥ বলে সখি তুমি সকলি জা
কাননে যে জনে হেরেছি চক্ষে । সেই আঁখি শর হেনেো
বক্ষে ॥ কি জানি সজনি জানে কি গুণ । কি গুণে আমারে ব
রেছে কুন ॥ ভুলিতে না পারি তাহার রূপ । সদত উথলে
মদন কূপ ॥ মনেতে করি ভুলেগো থাকি । মনেরে বুঝালে
মানেনা আঁখি ॥ এহার উপায় বল কি করি । সেই কি শমন
আইলে তরী । পতির ভরসা বৃথায় করি । দাদার ভরসা ব
যেতে ছুরি । আশয়ে২ বয়সে আটি । এ সুখ যৌবন হইলে
মাটি ॥ প্রেম তরুবরে ফলিলো ফল । ভক্ষক বিনে সকলি
বিফল ॥ তাই গো সখি বলিগো তোমারে । যদি গো তারে
মিলাও গো মোরে ॥ তবেত প্রাণে ঘুচেগো বেদনা । জনমের
মত করগো কেনা ॥ দিব সে গুটিকা বদনে ধরে । কোন
ছলে তারে আনগো হরে ॥ দ্বিজ কহে ধনী কি কথা কহিলে
তোমারে যেজন পলকে ভুলালে । তারে কি সখি ভুলাতে
পারিবে । হেরিলে সে রূপ ভুলিয়ে রহিবে ॥

দ্বিজ কন্যার শুকপক্ষ বেশে অভিলাষকে হরণে গমন ।

ত্রিপদী ॥ দৈত্যের নন্দিনী বাণী, দ্বিজের নন্দিনী শুনি
গুটিকাটী চাহিয়া লইল । ধরি শুক পক্ষ বেশ, অভিলাষ
যেই দেশ, সেই দেশে আসি উত্তরিল ॥ বসিল মন্দিরোপ
রে, বাটী মধ্যে দৃষ্টি করে, চারি পার্শে করি নিরীক্ষণ । বে
রে তথা একনারী, যেন শরৎশুভঙ্করী, জলধরে যিনিয়া বরণ
অধর উজ্জ্বল অতি, পক্ক বিম্বকের ভাতি, দন্তপাতি মুক্

সুকার্য্য সাধিয়ে সখি হরিষ অন্তরে। স্বদেশে গমন করে
লইয়া অশ্বারে ।। দৈত্যতনয়ার যথা কুসুম উদ্যান। মায়া
অশ্বী তার মধ্যে করিল পয়ান ।। জ্ঞান শূন্য মুনি সুত
পৃষ্ঠোপরে ছিল। ছল করি ভূমিতলে ফেলাইয়ে দিল ।।
পরে অশ্বী বেশ ত্যজি দ্বিজের নন্দিনী। বসন ভূষণ পরি
হৈল মানবিনী। যেখানে মুনির সুত পড়িয়া আছিল। গাত্রে
হস্ত দিয়ে গিয়ে চৈতন্য করিল ।। ছুটিল ধন্দের ধোকা ঋ
ষির তনয়। চারিদিগে চাহে যেন দিগ ভ্রম প্রায় ।। নাহি
কাছে অশ্বী হেরে নাহি হেরে বন। চারি ভিতে সুশোভিত
পুষ্পের কানন ।। দ্বিজের তনয়া কহে তুমি কোন জন।
কি হেতু এখানে এলে কোন প্রয়োজন ।। দ্বারিগণ ভয়ে
পক্ষ প্রবেশিতে নারে। দেবতা গন্ধর্ব্ব হেথা সকলেতে
ডরে ।। দৈত্যের ভবন এই খিড়কী নির্জ্জন। কিঞ্চিৎ নাহিক
ভয় প্রাণের কারন ।। যদি মহারাজ কিছু শুনেন বারতা।
সমোচিত পাবে শাস্তি না হবে অন্যথা ।। শুনি অভিলাষ
বড় চিন্তিত হইল। সখিরে বৃত্তান্ত সব কহিতে লাগি
ল ।। শুন২ বিধুমুখি আমার বচন। যে কারণে এখানেতে
এসেছি এখন ।। কল্য এক অশ্বিনীরে কাননে পাইয়ে। রে
খেছিলাম তারে লয়ে গৃহেতে বান্ধিয়ে ।। আজি কি দুর্গতি
অতি ঘটিল আমার। কৌতুকে পৃষ্ঠোপর হইতে সওয়ার
বায়ু বেগে লয়ে মোরে গমন করিল। নাহি জানি হেথা
ফেলে কোথা সেই গেল। দিশাদিগ নাহি জ্ঞান কোন দি

সে পুর । কোন দেশে আসিয়াছি দেশ কত দূর ॥ এক্ষেতে চন্দ্রমুখী অন্য গতি নাই। তোমার শরণাগতো হই লাম তাই ॥ যাবৎ জীবনাবধি বাঁধাছিনু প্রাণ । আদ্য নিশী বিদেশীরে বাসাকর দান ॥ সখি কহে তাহে২ থাকহে হেথায় । দেখ যেন পরলোকে দেখিতে না পায় ॥ রাজকন্যার নিকটেতে কহি বিবরণে । দেখি তিনি রুষ্টা কিম্বা তুষ্ট হনমনে ॥ প্রভাতে আসিয়ে কল্য লইব খবর । বিরচিল জগচ্চন্দ্র পয়ার সুন্দর ॥

ইন্দুবতীর অভিলাষের আগমনে যুক্তি ॥

লঘুত্রিপদী ॥ হেথা ইন্দুবতী, চিন্তা চিত্য অতি, সখিরে পাঠায়ে বলে । মনে অভিলাষ, লয়ে অভিলাষ, সখি আসিবে কেমনে ॥ পাতি আশাফাঁদ, বাঞ্ছা রূপ চাঁদ, ধরিতে চাঁদ বদনী । গবাক্ষের দ্বারে, নিরীক্ষণ করে যেন ব্যাধের পরাণি ॥ হেনকালে সখি, হৃষ্টপুষ্ট মুখী, সন্মুখে দিল দরশন । দেখি কহে সই, কই কই২, কহ কোথায় সেজন ॥ হইতেছে সন্দ, মমভাগ্য মন্দ, মঙ্গলামঙ্গল বল । সখি কহে তারে, আনিয়াছিহরে, আরকিসে অমঙ্গল খিড়কীর দ্বারে, কানন মাঝারে, যত্নে এনেছি রাখিয়া । আজি হও শান্ত, কালি সেই কান্ত, তোকে দিব মিলাইয়া ॥ শুনি ধনী কয়, প্রাণে নাহি সয়, কহ কাননে কেমনে । একা গুণমণি, এ ঘোররজনী, পোহাইবে বিনাশনে ॥ সখি কহে ভাই, উপায়তো নাই, কি হবে আর ভাবিলে । নক্ষেদুব্ধ ভাবিল. তরা মতে কালি, আমি যাইব সকালে ॥ আগি

হও ধৈর্য্য, কর প্রাণে সত্যঃ পূর্ণ হইবে বাসনা। সেতুবন্ধ করি নিক্ষিয়াছি বারি, আর কি রতের ভাবনা ॥ এইগোল মাল, বুড়া আছে কাল, যদি সে জানিতে পারে। সেতু করি ভঙ্গ, বাড়াবে তরঙ্গ, হারাইবে প্রাণের কিশোরে॥ এতেক চনে, যুবতীর মনে, কিঞ্চিৎ ধৈরজ ধরে। বৃদ্ধপতি পাশে, অন্তরে বিরসে সে নিশী যাপন করে॥ প্রভাতে উঠিয়া সত্তর হইয়া, সয়ের মন্দিরে যায়। ঋষি সমাদরে, কহিছে কন্যারে, বল করি কি উপায়॥ দৈত্য সুতা কয়, লয়ে দ্রব্য চয়, দেহগিয়া রত্নরাজে। এতবলি ধনী, নানা দ্রব্য আনি, সাজায় রেকাবি মাঝে॥ চিকণ বসন, হিরক ভূষণ দিল বেশের কারণ। খির ছেনা সর, মাখন সুন্দর, সন্দেষ নানাবরণ। বেদানা বাদাম, বহু মূল্য দাম, আঙ্গুরাদি নাশপাতি। রসাল পেস্তা অনেক কা খোরমা নারিকেল নেয়াপাতি॥ হেমপাত্রে রাখি, বসনেতে ঢাকি, সখিরে করেতে দিল। পরে রাজকন্যাঃ মিলনের জন্যাঃ শেষে কহিতে লাগিল॥ শুনগো সুন্দরীঃ যথা গুণমণিঃ দিবা এই দ্রব্য চয়। কথার ভাবেতেঃ বুঝিবে অগ্রেতে যদি সে প্রেমিক হয়॥ তবেত নিশীতেঃ এখানে আসিতেঃ হবে করো নিমন্ত্রণ। তোমারে কি বাড়াঃ শিখাইব পড়াঃ তুমিত সকলি জান॥ কর্ম্ম সিদ্ধ হয়ঃ মানমিত রয়ঃ বুঝিয়া কহিবে কথা। দ্বিজবর বলেঃ কর্ম্ম নিতে হলেঃ চাহিত প্রণালি গাথা।

পয়ার ।। দ্বিজের নন্দিনী শীঘ্র ডালি করে করে । গো পণেতে উত্তরিল উদ্যান ভিতরে ।। মুনির তনয়ে ধনী ক রে দরশন । শ্রীফলের মূলে আছে করিয়ে শয়ন ।। ত্বরিতে নিকটে বসি চৈতন্য করিল । ভোজনের দ্রব্য চয় সম্মুখে রা খিল ।। পরে সখি কহে শুহে নাগর সুজন । এই সব উপাদেয় করহে গ্রহণ ।। শুনি মুনি সুত কহে মৃদু২ হাস । কহ ধনী কে করিল দয়ার প্রকাশ ।। সখি বলে বিদেশী হে তব বি বরণ । দৈত্যের কুমারী সব করিয়া শ্রবণ ।। দুঃখিতা হইয়া চিত্তে এই উপহার । তোমারে পাঠায়ে দিল করিতে আ হার ।। বিপাকে বুঝহ তুমি পরম পণ্ডিত । তাহে তাঁর পু ষ্প বনে হয়েছ অতিথ ।। সেইহেতু সুন্দরী হে অতিথ্য বি ধানে । পাঠাইয়ে দিল খাদ্য তোমার সদনে ।। শুনি অ.ভ স্যাস ভাবে ভাব সন্দময় । ভবানী করিয়া বুঝি দিলেন উপা য় ।। অঙ্গল তরঙ্গে বিধি ডুবাইয়াছিল । জল.জগুলিনী জল জলাইয়েদিল ।। এতেক ভাবিয়ে মনে মুনিরনন্দন । আনন্দে সখির প্রতি কহিছে তখন ।। কহ শুনি বিনোদিনীকহ সত্য বাণী । ভূপতির কিবা নাম কয়জন রাণী ।। কয় পুত্রকয় কন্যা কোনধর্ম্মাচারী । পণ্ডিত কেমনরাজা কেমন বিচারী সখি কহে জম্ভু নামে দৈত্য নৃপবর । একরাণী সাত পুত্র বিদ্যা বিদ্যাধর ।। আচারবিচারে শ্রেষ্ঠপরায়ণ হরি । ধরা ধন্যা এক কন্যা পরম সুন্দরী ।। ইন্দুসমরূপ বলিনাম ইন্দু মতী । যোগীরে সংযোগী করে কটাক্ষে যুবতী ।। সুবর্ণ বি বর্ণ তার হেরিয়ে লাবণ্য । উদয় যৌবন শশী শোভোকলা

পূর্ণ ।। সুধাংশু বদনে তার সুধা মধুমাখা । শুনি মর্ম্ম পশ্চা
ধন্য । বিদ্যার কি লেখা ।। সময়ে ফুটেছে ফুল কমল নিকরে
মধুকর নাহি তাহে কেবা মধু ভুঞ্জে । বরের অভাবে ছিল
হয়ে আই বুড়া । সম্প্রতি হয়েছে বিয়ে সঙ্গে এক বুড়া ।।
কি দিব বিধিরে বিধি নির্ব্বোধ সেভারি । সিন্ধু খেয়া ঘাটে
দিল মালাকে কাণ্ডারী ।। সুজনে সে জন্মে বিধি করিল
বঞ্চন । অন্ধেরে যৌতুক দিল সুখের দর্পণ ।। আদায় ক
রিতে নারে মদনের কর । বাকী বকেয়ায় ক্রমে হইল জমর
যৌবন মহল তার না হয় হাসিল । বৃদ্ধ কৃষক কি করিবে ক
র্ষে সে বাতিল ।। আবাদ বিহনে ধন্য কমলের কুৎ । মদন
করে কর জন্য সদত লাঞ্ছিত ।। কৃষাণ বিহনে হৈল জমা
বেওতন । উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্তে করিবে পত্তন ।। অভিলাষ
মনে সখি একি অসম্ভব । ভাত ছড়াইলে কোথা কাকের অ
ভাব ।। একে সেউর্ব্বরা জমি আভাঙ্গা খিল । যেপাবে তাহা
র হবে পাথরে পাঁচ কিল ।। বিদেশী বিদশাবন্ত উপায়
বিহিন । আমারে ইজারা দেহ হইয়া জামিন ।। পট্টক পাই
লে লিখে কবুলতি দিব । আচোট ভাঙ্গিয়া ভূমি হাশীল ক
রিব ।। এতেক উত্তরে সখি বুঝিল আভায় । দৈত্য দুহিতার
পূর্ণ হবে অভিলাষ ।। হাসিঃ সখি বলে শুন দ্বিজপতি
রাজকুমারীর এক আছে অনুমতি ।। নিশীতে মন্দিরে তাঁরে
দিবে দরশন । কহিয়াছে সমপ্রতি করিতে নিমন্ত্রণ ।। দ্বি
জবর কহে ধনী কহিলে কেমন । চন্দ্র ধরিতে শক্তি ধরে
কি বামন ।। বিদেশঃ বিপাকে আমি সমূহ বিদশা । নিচ

পায়ে লজ্জা ধনী ত্যজে পূর্ব্ব কায় ।। অদ্ভুত হইল আর
সম্ভ্রম টুটিল । বঁধুকে মধুর স্বরে কহিতে লাগিল ।। বিদেশী
চতুর ভাল করিলে চাতুরি । আমিতো অবলা মম আছে কি
হারি ।। চরণ তোমার মাত্র করি দরশন । বসিতে দিলাম
ছাড়ি নিজ সিংহাসন । অধোমুখি হয়ে আছি হইয়া আশ্চ
র্য্য । অতিথের দেখে আজি অসম্ভব কার্য্য ।। কতদিন রস
রাজ ছিলে অনাহার । না দিতে লুটিয়া খেলে যৌবন ভা
ণ্ডার ।। পরিতোষ কি দিয়া করিব এক্ষণ । তাই ভাবিতে
ছি অধো করিয়া বদন ।। কোন দেশী বাসী তুমি লোভিষ্ঠ
ব্রাহ্মণ । লোভে কর চৌর্য্য বৃত্তি অবলার ধন ।।
অভিলাষ কহে ধনী সে আর কেমন । সাধুর করিয়ে চুরি
সাধুরে বন্ধন ।। কি করি না করি চুরি নাহি আঁটি চোরে
কাজে হইলাম চোর চোরের বিচারে ।। এক্ষণে আমারে রা
খা উচিত কয়েদে । কটকে আটক করি প্রেমের গারদে ।।
নয়ন প্রহরি দেহ মন লোহাবেড়ি । স্নেহের হাতেতে দিয়ে
হাতে হাত কড়ি ।। সুমচ পাষাণ মন হৃদে কর দান । বন্ধ
চোর চোরে এই সাজার বিধান ।। এতেক নাগর ভাষ শুনি
রসবতী । ঈষৎ হাসিয়ে কহে রসিকের প্রতি ।। সাজার বি
ধান পরে হবে বদ্ধ চোর । সত্বর বসিতে দেহ পাবক উদর
হুতাশ তামিল করি মুনির বচন । দক্ষ ভাগে দিবে [illegible]
বসিল তখন ।। বিপ্রের জলধারী সেঁহাকার শোভা [illegible]
সুগন্ধ চন্দন চুয়া লয়ে করে করি । [illegible] আনন্দে সুখে ক
[illegible] । [illegible] চামর ব্যজন ।। [illegible]

সখী।। কহে সখি তুমি হেথা কোথা সে রমণী। উত্তর করিতে নারে দ্বিজের নন্দিনী।। তবে বৃদ্ধ হৈল ক্রুদ্ধ জানিল নিশ্চয়। অবশ্য আমার ভার্য্যা ব্যভিচারিণী হয়।। সেই হেতু রতি চিহ্ন হেরি তার নিত্য। অতএব উত্তর করে বুঝিয়াছি সত্য।।

বৃদ্ধের নিজ করে নিজ মুণ্ড ছেদন।।

ত্রিপদী। উঠে বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ করে। সখির কেশেতে ধরে। ভূমি তলে ফেলিল ত্বরিত। হস্তে নিল তীক্ষ্ণ অসী। বলে ওরে কুল নাশী। তুমি হেথা কর দূতীপণা।। সে বেশ্যাচারী হয়, উপপতি পাশে যায়, মোর কাছে হয় সতী জনা।। তোর আগে কাটি শীর। তবে সেই কামিনীর। দুর্ভাগ্য করিব মুণ্ড ধড়ে।। এতবলি অসী তোলে। দেখি সখি আঁখি মেলে। চরণেতে লুটাইয়ে পড়ে।। থর থর থর বৃদ্ধ করে দ্বিজ কন্যা সকাতরে। উচ্চৈস্বরে করয়ে রোদন। বুড়া বলে এই ক্ষণ। কহ সত্য বিবরণ, তবে তোর রাখিব জীবন।। এতেক আশ্বাস শুনি। কম্পান্বিতা কায় ধনী। মনেং করিল বিচার। না কহিলে সত্য এবে। উভয়ে মরিব তবে, নিজ রক্ষা উচিত আমার।। ওখানেতে রাজবালা, নাগরের সঙ্গে ছিলা, গভীর রোদন শুনে কানে। কপাটের আড়ে থেকে, সখির দুর্দশা দেখে, উভ কম্প হিয় নাহি প্রাণে।। মুনিসুত কাছে যায়, বলে কান্ত প্রাণ যায়। বুড়া আসি কাটিবে একণে। অতি শীঘ্র যুক্ত কর, যাতে প্রাণ রক্ষা হয়, উপায় শীঘ্র কর বিনে বিনে।। এতশুনি ইন্দুবতী কহিছে নাথের প্রতি, মোর কাছে

মন্ত্রপুত্র নদীতে গুটিকা বিসর্জ্জন।

পয়ার।। * ।। পরে রাজা জন্মেজয় সভাসদে বলি। বুড়ার বৃত্তান্ত শুনি সকলেতে খুস।। পুনর্ব্বার নৃপবর মুনিবরে কন। কহ মুনি কোথা গেল মুনির নন্দন।। কেমনে রমণী লয়ে কোথা কৈল বাস। সে কথা শুনিতে বড় হইয়াছে আস। তৃতীয়া রমণী সনে কেমনে মিলন। কৃপা করি বিস্তারিয়া কহ তপোধন।। বৈশম্পায়ন বলে ভূপতির প্রতি। অশ্বিনীর রূপ যদি হৈল ইন্দুবতী।। তাহাতে মুনির পুত্র আরোহণ করি। কত দেশ এড়াইল কহিতে না পারি।। পূর্ব্ব রাজ্যে ছিল গ্রাম নামে সুখবাস। শেষে গিয়া উত্তরিল তথা অভিলাষ।। কন্যা অশ্বীবেশ ত্যাজি কামিনী হইল। দেখিয়া কুমার তায় জিজ্ঞাসা করিল।। কহ প্রিয়ে এ গুটিকা পাইলে কোথায়। সামান্যা রমণী তুমি না হয় বিস্ময়।। ইন্দুবতী বলে কান্ত শুন বিবরণ। বৃদ্ধের নিকটে ছিল এই যে রতন।। প্রত্যহ এহার গুণে যুবক হইত। করিয়া খোকার টাটি আমায় ভুলাত।। একদিন সখি সঙ্গে করিয়া যুকতী। হরণ করিয়া এই শুন প্রাণ পতি।। এই যে গুটিকা গুণ কহিতে না পারি। ধারণ করিলে নানাবেশ হৈতে পারি।। শুনি অভিলাষ কহে বড় হৈল ভয়। হেন দ্রব্য রাখা তব নাহি হয় শ্রয়। একেত রমণী তুমি অবিশ্বাসী জাতি। কি জানি গুটিকা গুণে কর ভিন্নমতি। অতএব গুটিকারে রাখ মোর ভাব কর্ম্ম অনুসারে দিব না হইবে আন।। শুনি ইন্দুবতী বলে

দুঃখে আইসেহাস। তোমারে গুটিকা দিয়া কেমনে বিশ্বাস যদি তুমি প্রাণনাথ ধরি কোন বেশ। ত্যজিয়া আমারে যাহ অন্য কোন দেশ॥ ভাবেত অবলা আমি মজিব বিপাকে। এতগুলি অভিলাষ কহিল তাহাকে॥ তবেপ্রিয়ে এই দ্রব্য নিকটে রাখিতে। দোহার উচিত নহে রয় কোনমতে অতএব গুটিকারে ব্রহ্মপুত্র নীরে। ডুবাইয়েদিব চল যাইয়া সত্বরে॥ শুনিয়া সম্মত তাহে হৈল দৈত্য বালা॥ ব্রহ্ম পুত্র জলে গিয়া ডুবাইয়ে দিলা॥ পরে দোহে সুখ বাসে ছদ্ম বেশে রয়। কখন সন্ন্যাসী যোগীউদাসিন প্রায়॥ কখন ভৈরবী সাজে রাজার তনয়া। অভিলাষ সাজে সঙ্গে গমণ্ডল বও্য কভু মুনি পুত্র সাজে বৈষ্ণব উদাসী। ইন্দুবতী সাজে তার সঙ্গে সেবা দাসী॥ কখন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ বেশ ধরে। কখন বা ভেক ধারি ভিক্ষা করি ফেরে॥ কভুবা আশ্রমী হৈয়া রহে নগরেতে। নানারঙ্গে কিছু কাল বঞ্চিল দোহেতে॥ পরে শুন জন্মেজয় যে হইল পরে। কামপুরী নামে দেশ বিক্ষ্যাত সংসারে॥ যথা যোনী পীঠ দাক্ষ্যায়নীর পড়িল। তথা নৃপ জয়ী নামে দণ্ডধর ছিল॥ কন্যা পুত্র হারা রাজা নিজপাপে হয়। রজনী নামেতে সুতা সমরেতে পায়॥ বিশেষে তোমারে পূর্ব্বে কহেছি রাজন। যেই খানে গন্ধর্ব্বের শাপ বিবরণ॥ কালাকালে সেই রাজা ত্যজিল জীবন। সহ মৃতা গেল সঙ্গে রাণী তিনজন॥ কিবল রজনী নামে রহিল দুহিতা। একশত সখি সঙ্গে সবে মনোরথা॥ রাজা বিনা রাজ্য ভ্রষ্ট দেখি মন্ত্রিবর। সেইসেকন্যারে করে তথা

গুণধর ॥ গীত বাদ্য নৃত্য ধনী সর্ব্বসুশিক্ষিত । ষড়শাস্ত্র সুধাগ্রে বিজয়ী পণ্ডিত ॥ রূপের বর্ণনে আমি হলেম অশক্ত করিতে পারেন কিনা পঞ্চবক্ত্র ব্যাক্ত ॥ তবে যাহা পারি কিছু কহি সংক্ষেপেতে । পুষ্প বিনা পূজা যেন দেবের দূর্ব্বাতে ॥ কে কহে রতীর রূপে ভুলায়েছে আঁখি । যে কহে সে দেখে নাই রজনীর সখি ॥ বিশেষে রজনী রূপ কেহ যদি হেরে । পুরুষ রমণী হৈলে আঁখি নাহি ফেরে ॥ যেমন মোহিনী বেশ ধরি নারায়ণ । মহেশেরে পঞ্চ বক্ত্র করান ধারণ সেই রূপে সেই রূপ কেহ যদি দেখে । বদন বাড়াতে নারে ভেকা হৈয়া থাকে ॥ রজনী কন্যার নাম যে হেতু গৌরব । রজনী গন্ধা কুসুম অঙ্গের সৌরভ ॥ সে গন্ধে ভ্রমর জাল মকরন্দ লোভে । অঙ্গে না বসিতে পারে ধন্ধে সঙ্গে সবে ॥ শশি সম সখিগণ সঙ্গে নিরন্তর । কোটি কলঙ্ক হীন শশি মন্দ্রে ধনী তার ॥ কিছু দিন সুখে রামা করেন রাজত্ব । ক্রমে বৃদ্ধ মন্ত্রি আদি পাইল পঞ্চত্ব ॥ দেখিয়া রাজার কন্যা যতেক সঙ্গিনী । সবে সভাসদ করি করিল মন্ত্রিণী ॥ মোহিনী নামেতে সখি অতি বিচক্ষণা । প্রধানা মন্ত্রিণী মধ্যে হৈল সেই জনা ॥ যেই যে কর্ম্মে ক্ষম হইল রমণী । তারে সেই পদ দিল রাজার নন্দিনী ॥ পুরুষ প্রসঙ্গ পুরে নাহিক রহিল । সে অবধি কামিক্ষ্যাতে নারী রাজা হৈল ॥ আচার বিচার সদা শ্রীরামের তুল্য । ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকে তোষে দিয়া বহু মূল্য ॥ প্রজার পালন করে নিজ পুত্র মত । ধনেতে ধনেশ সম লেখা হয় কত ॥ কামিক্ষ্যা দেবীর পূজা বিশেষেতে করে । মহা

নবমীর দিনে বৎসর অন্তরে ॥ মহামায়ে পূজে দিয়া নরবলি দান। পুরুষানুক্রমে, রাজার আছিল বিধান ॥ সপ্তবর্ষ বয় সেতে পায় রাজ্য ভার। দশ বর্ষ গতো ক্রমে হৈল অধিকার ঙ্গিনী সকলে তারা হইল ষোড়শী ॥ নানাসুখে রাজ্য ক রে রজনী রূপসী ॥ বিবাহ না করে রাণী নাহি লয় মতি। কে হেন সুন্দর নরে হবে তার পতি ॥ যদি কোন রাজপুত্র মনে করে আশা। প্রকাশ করিতে নারে ভয়েতে সাহসা ॥ কৈলাশেতে ভগবতী চিন্তেন তখন। কি রূপে শাপান্ত হবে গন্ধর্ব্ব নন্দন ॥ তৃতীয়া রমণী সঙ্গে মিলাইতে হবে। তবে তো সে শরশিজ শাপে মুক্ত পাবে ॥

রজনী সয়ম্বরার্থে ভগবতীর শ্লোক প্রেরণ।

ত্রিপদী ॥ * ॥ এতেক মহেশ নারী, হৃদে যুক্তি স্থির করি করিলেন শ্লোক রচন। স্বর্ণপত্রে লিখি পাঁতি, ডাক দিয়া জয়া প্রতি, মহামায়া কহেন তখন ॥ যাহ জয়া ত্বরা করি, শ্লোক লয়ে কামপুরী, যথা সেই রজনী সুন্দরী। এই শ্লোক তারে দিবে, শয়নে স্বপনে কবে, মম আজ্ঞা জা নায়ে তাহারি ॥ শুন রূপ জয়ী কন্যা, তোমার বিবাহ জ ন্য, আসিয়াছি কৈলাশ হইতে। সয়ম্বরা তব হবে, দেশে দেশে পত্র দিবে, ভূপগণে আনিবে বাসেতে ॥ শুভদিনশুভ ক্ষণে, যাইয়া সে সভাস্থানে, এই শ্লোক সকলেরে দিবে। যেই এই শ্লোক দিবে, সেই তব পতি হবে, অন্য জন নাহি কুলাইবে ॥ এতেক শুনিয়া জয়া, কৈলাশে বিদায় হৈয়া, উ ত্তরেণ আসি কামরূপিনী রাজপুত্রী বাসেতে, শেষ ভাগ

শর্ব্বজনী কন্যা। কামিক্ষ্যার বাসি। বিচারে পণ্ডিতা অতি পরম রূপসী ।। তার সয়ম্বরা হবে সকলে ক হিল। শুনি অভিলাষ নিজ আশ্রমেতে গেল। ইন্দুবর্তী প্র তি কয় করিয়া বিনয়। সয়ম্বরা দেখিবারে যাব কামিক্ষ্যায় শুনি ইন্দুবতী কহে আমি যাব সাথ । আমারে করিয়া স ঙ্গে লহ প্রাণনাথ ।। অভিলাষ কহে প্রিয়ে কেমনে যাইবে তুমি গিয়া তথা বল কোথায় রহিবে ।। আসিবে কতেক রা জা ভাল মন্দ আছে ।। হেরিলে তোমার রূপ কেড়ে লয় পা ছে ।। এতশুনি দৈত্য বালা ভয় পায় মনে। বলে আমি না হি যাব রবএইখানে ।। অভিলাষ কহে এইউপযুক্তবটে। ত্বরি তে আসিব আমি তোমার নিকটে।। এতবলি দাস দাসী করি নিয়োজিত। বিদায় হইয়া চলে কামিক্ষ্যা ত্বরিত।। পঞ্চ দিবা মধ্যে উত্তরিল কাম পুরী । সন্তোষ হইল অতি হেরিয়া নগরী।। বাসা করি রহিলেন এক শিবালয়। ক্রমে২ রাজাগণ আইল তথায় ।। বৈশাখে শুক্লপক্ষ তিথা চতু র্দ্দশী। সেই দিন সয়ম্বরা হইবে রূপসী। সভামধ্যে গিয়া বৈসে রাজপুত্র যত । দ্বিজগণ বসিলেন তাহার পশ্চাৎ ।। বৈশ্য আদি শূদ্র সব বৈসে তদন্তর। দেখিয়া সুসজ্জা হৈল মুনির কুমার ।। যথা বসি দ্বিজগণ গেল সেই খানে। যত নৃপসুত তারা হেরে মুখ পানে ।। ইন্দ্র কি দেবতা কেব আইল এ জন । ব্রাহ্মণের বেশ ধরি করিয়া ছলন ।। হেরিলে ইহার রূপ রাজার কুমারী। না বরিবে আমাসবে হবে উরি ।। ভাবিয়া চিন্তিয়া সবে মন্ত্রণা করিল। রাজা

র সভায় কেন দ্বিজগণ এলো। ॥ এতবলি সকলেতে করয়ে গা-
গু গোল। সভার মধ্যেতে বড় হৈল মহারোল ॥ দূতগণে
রজনীরেকহে সমাচার। শুনি পুজয়ী কন্যা করিয়া বিচার
প্রধান সখিরে এক ডাকিল তখন। কহে সখি কহ
গিয়া যথা নৃপগণ ॥ রূপে গুণে ধনবানে না আমি বরিব।
স্বর্ণপত্রে শ্লোক এক সকলেরে দিব ॥ অর্থ করিয়া যেবা
তার যোগ্য হবে। না বরিব অন্য জনে সেই মোরে পাবে
এতশুনি সহচরী গমন করিল। সভার মধ্যেতে শীঘ্র আসি
উত্তরিল ॥ হেরিয়া সখির রূপ শুদ্ধ সকলেতে। পরে কন্যা
করযোড়ে লাগিল কহিতে ॥ শুন সবে মহাশয় করি নিবে
দন। কি হেতু বিবাদ কর ব্রাহ্মণ কারণ। রূপ বানে গুণবা
নে মাল্য নাহি পাবে। হেম পত্রে শ্লোক এক সকলে দেখি
বে ॥ অর্থ বুঝিয়া যেবা তারযোগ্য হবে। জাতি কুলে নাহি
কার্য সেই মাল্য পাবে ॥ সখির বচন শুনি সকলে সুস্থির।
পরে ধনী প্রবেশিল মধ্যেতে পুরীর ॥ তদন্তরে সখিসঙ্গে
রজনী রমণী। সুভূষা সুবেশা হৈল সহাস্য বদনী ॥ সুন্দরীর
সুন্দরতা কি দিবতুলনা। দামিনীকামিনীরতীঅপ্সরীঅঙ্গ-
না ॥ তিলোত্তমা আদিকরি যতবিদ্যাধরী। সবার তুলনা
দিতে তুলনা তাহারি ॥ বিচিত্র কুসুম মালা করেতে লইল
সুরঙ্গ চন্দন বাটী বামকরেনিল ॥ চতুর্ভিতে সখিগণ সুসজ্জা
হইল। যেন শত সৌদামিনী প্রকাশপাইল ॥ মৃদু২ হাস্য
বদনে প্রফুল্ল মনেতে। জনে২ শংখ এক নিল বামহাতে। তা
র মধ্যে রাজকন্যা এমনি শোভিল। উপমা না পায়ে কবি

যামিনীনেতে, সখি সঙ্গে সুখে নিদ্রা যায় ॥ হেনকালে স্ব
প্না আসি, কন্যার শীয়রে বসি, স্বর্ণপাঁতি শয্যায় রাখিলা ।
অভয়ার আজ্ঞামত, কহিয়া বৃত্তান্ত যত, স্বস্থানেতে গমন
করিলা ॥ পরে সেই বিধুমুখী, আশ্চর্য্য স্বপন দেখি, উঠি
য়া বসিলা ততক্ষণে । স্বর্ণের পাইয়া পাঁতি, আনন্দিতা
হৈয়া অতি, ত্বরিতে ডাকেন সখিগণে ॥ বলে সখি একি আ
শ্চর্য্য, অভয়া হইতে স্বর্গ, আমার গো বিবাহ কারণ । স্বর্ণ পত্রে
শ্লোক লিখি, গিয়াছেন শয্যায় রাখি, কয়ে সয় স্বরা বিবরণ
শুনি সবে সহচরী, হেমপত্র করে করি, শিরোপরে রাখিল
যতনেতে । বলে সখি অনুকূল, বিয়ের ফুটিল ফুল, হুলা
হুলী দেয় সকলেতে ॥ প্রভাত হইল নিশী, সত্বরে সভায়
আসি, রজনী ডাকিল মোহিনীরে । বসিল চাঁদের হাট,
শ্লোক করায়ে পাঠ, সবে মেলি প্রফুল্ল অন্তরে ॥

অথ শ্লোক ।

সন্যমাতা নৃপবরসুতা তাত সন্ন্যাসী ধর্ম্মা । কৌমার্য্য
গর্ভ স্বর্গঃ সুতমপি নরসং সর্গ রাজিত জন্মা ॥ যস্যে সংপত্তি
র্ভবতি সহিমে সংভবেৎ প্রাণ ভর্ত্তা । ত্যক্ত্বা লজ্জাং সদসি
সহসা গৃহ্ন মাল্যং সুমাল্যং ॥

অস্যার্থ ॥ * ॥ মাতা যার রাজ কন্যা সন্ন্যাসী তার
পিতা । পিতার অবিবাহেতে গর্ত্তবতী মাতা ॥ বিনা সম্ভো
গে পুত্র স্বযোনী সম্ভব । এমত সুজন্মা নরে সেই অসম্ভব ॥
সেই মম পতি হও পরিচয় দেও । সভায় ত্যজিয়া লাজ
বর মাল্য লও ।

রব ।। অতেক সেপুরক গুণ নকলে বিস্ময় । সহচরী
গণ ভয়ে রুক্মীরে কয় ।। কহ ওগো রাজ্যেশ্বরী এ আর কে
মন । পৃথিবীমণ্ডলে হেন আছে কোন জন ।। রাজনন্দিনীর
পতি সন্ন্যাসী হইবে । বিবাহ না হতে গর্ভ কেমনে ঘটি
বে ।। বিনা সম্ভোগে পুত্র প্রসবিবে সম্ভব । কেমনে সুজন্মা হবে
এযে অসম্ভব ।। শুনি গ্রপুরুষী সুতা বিস্ময়েতে রয় । ক্ষণেক
বিলম্বে পরে বিচারিয়া কয় ।। স্বয়ম্বরা হৈব আমি শুন সহচরী
অভয়ার আজ্ঞা কভু লংঘিবারে নারি ।। অবশ্য মহেশী
এর করিবে উপায় । তুমি আমি কি বুঝিব তাঁহার মায়ায় ।।
অতএব লিখি পাঁতি পাঠাও সত্তরে । নিমন্ত্রণ করি শীঘ্র
যত নৃপবরে ।। মাসেকের মধ্যে আসিবারে সবে হেথা । শুনি
সহচরী গণ লিখিল বারতা ।। ভাটের হাতেতে পত্র পাঠা
ইয়া দিল । পত্র লয়ে ভাট গণ নানাদেশে গেল ।। স্বয়ম্বরা
সভা হেথা রাজার নন্দিনী । সুসজ্জা করিল শেষে অনুচর
আনি ।। দেবরাজ সভা যেন ভূমিতলে হয় । বিশেষ লিখি
তে সব পুথি বেড়ে যায় ।। ঘৃত দুগ্ধ জগু করি রাখে স্থানে২ ।
চর্ব্য চব্য লেহ্য পেয় যে লাগে ভোজনে ।। হেথা নৃপগণ
সব নিমন্ত্রণ পাইয়ে । কামিক্ষ্যা গমন করে সুসজ্জা হইয়ে ।।
পৃথিবী মণ্ডলে যত রাজা গণ ছিল । রুক্মীর স্বয়ম্বরে সক
লে চলিল ।। দেখি যত দ্বিজ গণ ক্ষত্রিগণ পতি । ধন অভি
লাষে যায় কামিক্ষ্যা বসতী ।। সুখ বাস নগরেতে অভিলাষ
রয় । একদিন দেখে হৈবে নৃপের তনয় । দল বল লয়ে সবে
করেছে গমন । দেখিয়া মুনির পুত্র জিজ্ঞাসে কারণ ।। শুনি

লিখিতে নারিল ॥ সম্মুখে মোহিনী সখি মন্ত্রিণী প্রধান। শ্লোক তাহার হাতে তিঁহ অগ্রুবান ॥ আনন্দে শয়েক না রী সভায় চলিল। হংসিনী হস্তিনী গতি সে কালে শিখিল দ্বিজ জগচ্চন্দ্র মনে সদা করে আস। হৃদয় পঙ্কজে দুর্গা কর গো নিবাস ॥

রজনীর মাল্যদান।

পয়ার ॥ * ॥ ধিরেং কন্যা গণ আইল সভায়। রজনী র রূপে ভূপ সকলে বিস্ময় ॥ পাইবার আশা ছাড়ি হইল ভাবিত। নিকটে আইলে মাত্র করিবে লজ্জিত ॥ নানা ভা বে নৃপগণ নিন্দে আপনারে। মোহিনী শ্লোক দিল কাশী দণ্ড ধরে ॥ শ্লোক পাইয়া রাজা হরিষে পড়িল। মর্ম্ম বুঝি মহানন্দে শীর হেঁট কৈল ॥ তদন্তরে শ্লোক সখি দেয় অ ন্য রাজে। যে পড়ে সে মুখ নাহি তুলে পুনঃ লাজে ॥ ক্রমে যত নৃপগণ সকলে পড়িল। তদ যোগ্য কন্ত্রি মধ্যে কেহ না হইল ॥ এত দেখি রজনী মোহিনী প্রতি কয়। শ্লোক পড়িতে দেহ দ্বিজের সভায় ॥ যেই ইহা যোগ্য হবে সেই মম পতি। শুনিয়া উত্তর তাহে করিল যুবতী ॥ যদি কেহ ভণ্ড হয়ে করয়ে স্বিকার। তবে কি উপায় ধনী করিবে তাহা র ॥ রজনী কহিল অগ্রে পরিচয় নব। সত্যজনে মাল্য দিব ভণ্ডে শাস্তি দিব। এতশুনি সে মোহিনী দ্বিজ মধ্যে যায়। যতেক ব্রাহ্মণ গণে শ্লোক দেখায় ॥ কেহবা পড়িয়া পাঁতি ফিরাইয়ে দিল। কেহং ভয়ে শ্লোক হাতে নাহি

ছিল ॥ যথা অভিলাষ তথা আইল রজনী। দ্বিজ মধ্যে আছে যেন বসি পদ্মযোনি ॥ মোহিনী শ্লোক লয়ে মুনি পুত্রে দিল। বিমানে শংখের ধ্বনি বাজিয়া উঠিল ॥ শুনিয়া সঙ্গেতে ছিল শতেক কামিনী। সকলে বাজায় শংখ দৈব শংখ শুনি ॥ দৈবের আদেশ পায়ে স্বপু জয়া বালা। অভিলাষ গলে দিল সুখে বর মালা ॥ দেখিয়া ভূপতিগণ ছাড়িয়া সভায়। নিজ২ রথে চড়ি নিজ দেশে যায় ॥ পরে তবে সে মোহিনী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে। বিদায় করিল সব ভুবিনানাধনে ॥ রজনী পতির বাসে বাধিয়া বসন। পুর মধ্যে প্রবেশিল আনন্দে তখন। তদন্তরে নিশী যোগে বেদের বিধানে। রজনীর বিয়া হৈল মুনি পুত্র সনে ॥ বাসর শয্যায় শেষে সহচরী সঙ্গে। নাগর নাগরী দোহে নিশি যাগে রঙ্গে ॥ সে সুখের রসভাব প্রকাশ না হয়। রসিক জনের হৃদে হইবে উদয় ॥ জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন কহ মুনিবর। কিহেতু বাজিল শংখ স্বর্গের উপর ॥ মুনি কহে শুনপরিক্ষীতের নন্দন। যেনিমিত্ত শংখ বাজে তার বিবরণ ॥ ভগবতী পাঠাইলা জয়ারে সেখানে। নিজ পরিচয় জয়ার বিশেষে না জানে ॥ শ্লোক শুনিয়া যদি হয় অসম্মতি। তবে নাহি মাল্য দিবে তাহারে যুবতী ॥ দৈব সুমঙ্গল শুনি গগণ মণ্ডলে। অবশ্য বরিবে কন্যা মালা দিবে গলে ॥ এতেক বিচারি মনে মহেশ মোহিনী। জয়ারে পাঠায়ে দেন সভায় আপনি ॥ শুনি জন্মেজয় তবে সন্তোষ হইল। দ্বিজ জগচ্চন্দ্র ভনে অম্বিকা মঙ্গল ॥

ইন্দুবতীর উদ্দেশ ।

পয়ার । * । পরম সুন্দর বররূপা ইয়ে রজনী । পরম সুখেতে বঞ্চে দিবস রজনী ।। সভায় বসিয়া দোঁহে রাজ সিংহাসনে রাজ্যের পালন করে বিবিধ বিধানে ।। জামিনীতে কামিনীতে আর অভিলাষ । নানা সুখে পূর্ণ করে মন অভিলাষ মদনের যাগ কালে প্রত্যক্ষ মদন । যোড় করে আসি রহে দোঁহের সদন ।। এইরূপে মুনি পুত্রে বৎসরেক গতো । ভুলে আছে ইন্দুবতীর প্রেমসুখ যত ।। একদিন বসিয়াছে একেলা নির্জ্জনে । দৈবে দৈত্য দুহিতারে পড়িয়াছে মনে ।। তাহার গুণের কথা হইতে স্মরণ । নয়ানে বয়ান ভাসি করয়ে রোদন বলে হায় কোথা রৈল সে প্রাণপ্রিয়সী । বিপাকে যবে ছিলাম পথ মধ্যে বসি ।। যার সহচরী আসি বাঁচাইল প্রাণ । সে যেক ইন্দুবতী প্রেমের বিধান ।। দুঃখেতে আপন ছিল সুখে হৈল পর । পরে কি পাপেতে হবে হে পরমেশ্বর ।। উপায় না দেখি এবে বড় নিরুপায় । রজনী গুনিতে সেও যুটিবেক দায় ।। ভাবিয়া চিন্তিয়া বহু বিরস হইয়া । বিরলে পালঙ্কোপরে রহেন শুইয়া ।। সন্ধ্যার সময়ে সেই স্বর্ণপুষ্পী সুতা । মোহিনীরে জিজ্ঞাসেন প্রাণকান্ত কোথা । সহচরী বলে সই আমি নাহি জানি । শুনিয়া ভাবিত হৈলা কামিকন্যা পাপিনী ।। সখিরে সঙ্গেতে করি করেন তল্লাস । মোহিনীর গৃহে দেখে আছে অভিলাষ । চরণ পরশি কন্যা কহে প্রাণ কান্ত । কি হেতু বিরলে আজি বিরসে একান্ত ।। বিশেষ করে প্রাণনাথ কহ হে আমায় । কি দোষ করেছি আমি তব পায়

ক্ষা পায় ॥ সদয়ে নিদয় এত কেনহে হইলে। অপরাধ ক্ষ
মা কর প্রমাদিনী বলে ॥ অবলা অজ্ঞানা আমি তব কেনা
দাসী। পায়ে পায়ে২ ধরি কথা কহ হাসি ॥ অভিলাষ কহে
প্রিয়ে কি কহিব আর। কহিলে কমল অঙ্গে বাজিবে তোমা
র ॥ রাজকন্যা কহে কান্ত কহ মর্ম্ম কথা। যা কহিবে তা সহি
ব না হবে অন্যথা ॥ এত শুনি মুনি পুত্র উঠিয়া বসিল। কো
লে লয়ে কামিনীরে কহিতে লাগিল ॥ সুখ বাস হৈতে আমি
স্বয়ম্বরে আসি। ইন্দুবতী নামে তথা রাখিয়া প্রেয়সী ॥
দশ দিবা নিয়মেতে এলেম এখানে। বৎসর হইল গত না
যাই সেখানে ॥ আছে কিনা আছে ধনী প্রাণেতে বাঁচিয়া।
ভাবিত হয়েছি বড় তাহার লাগিয়া ॥ শুনিয়া রজনী কহে
কি ভাবনা তার। কল্য প্রাতে আন হেথা ভগ্নীরে আমার
একদাসী আছি তব দুই দাসী হব। সুখে দুই পাদপদ্ম দু
জনে সেবিব ॥ এতেক নারীর ভাব শুনি অভিলাষ। সন্তোষ
হইল অতি উপজিল হাস ॥ আনন্দেতে দোঁহে গিয়া সুস্থা
নে রহিল। অঙ্গে২ অনঙ্গ সঙ্গে সাঙ্গ নিশা হইল ॥ প্রভাতে
সুজনে উঠিল সত্বরে। পত্র লিখি ডাকিলেন দুই অনুচরে ॥
দোঁহারে চাহিয়া পরে কহে অভিলাষ। পত্র লয়ে যাহ দূত
শীঘ্র সুকবাস ॥ তথা ইন্দুবতী নামে এক নারী আছে। অন্বে
ষণে পাইবে সুধাবে যার কাছে ॥ পত্র দিয়া হেথাকার কুশল
কহিবে। যতনে রথেরোপরে লইয়া আসিবে ॥ এত শুনি শী
ঘ্র দূত সুকবাস যায়। জিজ্ঞাসিয়া সে কন্যার করিল নির্ণয় ॥
পতির শোকেতে রামা ছিল চিন্তাকায়। হেনকালে দূত গি

য়া শুভ পত্র দেয় ।। পত্রের বারতা যতহইলেনজ্ঞাত । রথো পরে আরোহিল। যাইয়া ত্বরিত ।। স্বকার্য্য সাধিয়া দূত রথ চালাইল । পঞ্চ দিবা মধ্যে পুনঃ কানিক্যা আইল ।। বারতা পাইল হেথা রজনী রাজনী । অগ্রসর হয়ে আসে আপন সতিনী ।। অন্তঃপুরে লয়ে গরে প্রণাম করিল । ভো জন করিতে নানা উপদয় দিল ।। হেনকালে মুনি পুত্র আইল তথায় । উভয়েহ হেরি অশ্রু জলে বয় ।। ইন্দুবতী বলে নাথ এমন কোঠীন । ভ্রান্ত কেমনে ছিলে কহ এতদিন দশ দিবা নিয়মেতে এথায় আইলে । দুখিনী রমণী বলি ম নে না করিলে ।। জনক জননী ছাড়ি তোমার অধিনী । তব প্রেমে হইয়াছি প্রেমসম্ভাষিনী ।। আগে জানিতাম তুমি মম প্রাণেশ্বরী ।। এবে জানিলাম তুমি বারু তার প্রাণ ।। তো মার যে ভালবাসা কাটাগাছ তলা । এখন মরি তখন মরি ভাবনা দুবেলা ।। কি দোষ তোমারে দিব নিজ ভাগ্য পোড়া বিধি ব্যাধি সদা দেয় প্রেম জঙ্গলে তাড়া ।। শুনি ইন্দুবতী বাক্য দম্পার লজ্জিত । বলে প্রিয়ে যাহা কহ সকলি উচিত কপালে লিখিল ধাতা কার দিব দোষ । যা হবার হইয়াছে ক্ষম এবে রোষ ।। যেখানে সেখানে থাকি তথাপি তোমার আপনার জন বল পর হয় কার ।। পিরীতি থাকয়ে যদি কাছে থাকে ছাড়া । পিরীতি তরঙ্গে কভু নাহি পড়ে চড়া ।। এরূপে বিনয়বাক্যকহে অভিলাষ । শুনিইন্দুবতীমনে হইল উল্লাস ।। শতদিগে শতসখি ঘেরিয়া বসিল । রজনীদৈত্যের কন্যা মধ্যেতে রহিল । সতদল শত সখি যেন শোভাপায়

তদমধ্যে দুই কন্যা পদ্মমণি প্রায়।। অভিলাষ তার মধ্যে যেন মধুকর। কথার প্রসঙ্গে উঠে গুঞ্জ স্বর।। নানাবিধ যন্ত্রে যন্ত্র করিয়া মিলন। পরস্পর সহচরী আনন্দে মগন।। মোহিনী তাহার মধ্যে গান আরম্ভিল। দ্বিজ কহে বন্ধুগণ শুন্তে যাই চল।।

জন্মেজয়ের পুনর্ব্বার কেতকীর বিবরণ জিজ্ঞাসা।

কাটি ত্রিপদী। *। কহে জন্মেজয়, মুনি মহাশয়, কৃপা করি একান্তেতে বল। কন্যা ব্রহ্মচারী, কেতকী সুন্দরী, বনে অভিলাষ সঙ্গে এলো।। শেষে সে কামিনী, তথা একাকিনী, কি করিল বনেতে দন্তরে। একে হৃষিকেশ, তার নাবিশেষ, বিশেষে তে বলহে আমারে।। মুনিবর কয়, রাজা মহাশয়, সে কথা কহিতে ফাটে বুক। অশ্ব আরোহণ, মনির নন্দন, যখন গেলেন পূর্ব্ব মুখ।। অট্টালিক পোরি, কেতকী সুন্দরী বসিয়া করয়ে দরশন। যোজনেক অন্তে লয়ে প্রাণকান্তে, ক্রমে অশ্ব হৈল অদর্শন।। ক্ষণকাল চেয়ে, না দেখিতে পেয়ে, কেতকী কেমন হইল। যেন আচম্বিতে, সিন্ধুর মধ্যেতে, তুফানেতে তরণী ডুবিল।। এ হেন চমকে, উঠিয়া থমকে, করে রামা দৃঢ় নিরীক্ষণ। পাহাড় কানন চারিদিগে বন নাথের নাহিক অন্বেষণ।। করি উচ্চ ধ্বনি, কান্দিয়া অমনি, পুর মধ্যেতে নাম্বিল। বাহিরেতে গিয়ে, দেখেন আগুইয়ে অভিলাষ এলো না আইল।। দেখা নাহি পায়ঃ পাগলিনী প্রায়, ভ্রমে ত্যক্তে কানন মাঝারে। অস্ত দিনমণি ক্রমেতে রজনী, যেরে আসি ঘোর অন্ধকারে।। গৃহে পুন যায়, হেরে

শূন্যময়, বলে হায়২ কি হইল । রজনী বাড়িল, কোথা কান্ত গেল, বুঝি আজি বিপদ ঘটিল ।। আমি অভাগিনী, জনম দুখিনী, জন্মিয়ে জননী হই হারা । পিতা সঙ্গে শেষে, সন্ন্যাসিনী বেশে, ভ্রমিয়েছি তনুজরা ।। যনাদুখ পায়ে, অনাহারে রয়ে, ফিরে তীর্থগয়া কাশী । শেষে এ কাননেঃ আসি পিতাসনে, মন দুঃখেহই বনবাসী ।। জনক সেবনে কালীর সাধনেঃ দুখে সুখে গেল কিছুদিন । দৈবেতদন্তরঃ দেহ ছেড়ে লোকান্তরঃ হইলেম সেভরসা হীন । পরে এ কাননেঃ এ নব যৌবনেঃ পতি নিধিবিধিমিলাইল । সেধনেবঞ্চিতঃ সকল সঞ্চিত আজি ভাগ্যে আমারহইল ।। এবেকিবাকরিঃ একেগত্ত ভারিঃ তাহাতে এই দারুণ বন । সহজে অবলাঃ তাহাতে দুর্ব্বলাঃ কিসে একা বাঁচিব এখন ।। এরূপ কহিয়ে ধরায় পড়িয়েঃ কান্দে রামা করি কত দুখ । এলোথেলো বেণীঃ যেন পাগলিনীঃ আঁখি নীরে ভেসে যায় বুক ।। ক্রমেনিশী গতঃ হইল প্রভাতঃ বনেং করে অন্বেষণ । হাকান্ত বোকান্তঃ কেনে হৈলে ভ্রান্তঃ প্রাণান্তে দেহ দরশন ।। কি দোষ পাইলেঃ কেনহে ত্যজিলেঃ নিজ দাসী বনবাসিনীরে । এই ত্রিভুবনেঃ নাহি তোমাবিনেঃ আমার আর বলে আমারে ।। একাপে সুন্দরীঃ ভ্রমে খেদ করিঃ চরণ হইলো ক্রমে ভারি । ধূলায় লুণ্ঠিতা কাতরে কণ্ঠিতাঃ তাহাতে তনু বিরহ জ্বরি ।। উপায় না পায়ে ক্ষণকাল রয়েঃ পুনঃ গৃহে ফিরেং যায় । সাদরালি বাসঃ শ্রীদুর্গার দাসঃ জগচ্চন্দ্র রচিল ভাষায় ।।

কেতকীর সন্তান প্রসব।

পয়ার : * । এরূপে কেতকী পুনঃ স্বা বয়ে অনার । পুরী মধ্যে গিয়া রহে উন্মত্তা আকার ॥ শয়ন ভোজন ত্যজি করি জলপান । মাসেক দুমাস ক্রমে দুখেতে কাটান ॥ সপ্ত মাস গর্ভকালে গেল অভিলাষে । ক্রমেহ পূর্ণ হৈল আসি দশ মাস ॥ একেত গর্ভের ভরে সহজে অশক্ত । প্রসব বেদনা তাহে হৈল অনুরক্ত ॥ না জানে না শুনেবালা সে জানা কথন । মনেতে করিল বুঝি নিকট মরণ ॥ ব্যাকুল হইয়া চিত্তে ধরায় পড়িল । ঈশ্বর কৃপায় এক পুত্র প্রসবিল ॥ ক্ষণেক মুর্চ্ছিতা হয়েসুন্দরী রহিল । সুবর্ণকমলশিশু শনিতে ভাসিল । ক্রন্দন করয়ে ক্রোড়ে মৃদুহ ধ্বনি । চৈতন্য পাইলা রাণী সেই শব্দশুনি ॥ আঁখি মেলি চায়ে দেখে শিশু পড়ি কোলে । বহু যত্নে বিনোদিনী বক্ষোপরে তোলে ॥ দুরন্ত দুখের অগ্নি হৃদে জ্বলে ছিল । কুমারে রাখিতে রাখিতে কিছু নির্ব্বাণ হইল ॥ স্তনপান তনয়েরে করাইতে হয় না জানে সুন্দরী দুগ্ধ মায়া ক্রমে বয় ॥ কণ্টকের মুখ তীক্ষ্ণ যেই জন করে । তাহারে কপায় পুত্র স্তন মুখে ধরে ॥ ক্রমে ক্রমে নব শিশু রত স্তন পানে । সুখ বোধে দ্বিজ কন্যা ধরে যত্নবানে ॥ স্তন পান করি পুত্র খেলে বক্ষোপরে । কিঞ্চিৎ সন্তোষ রামা হেরিয়া কুমারে ॥ নাড়িচ্ছেদ আদি যত সুতিকা ব্যবহার । উঠি চন্দ্রমুখি পরে করে আপনার ॥ দিনেহ সেই শিশু বাড়িতে লাগিল । দোসর দেখিয়া ধনী সুসার পাইল ॥ ভাণ্ডার পূর্ণিত দ্রব্য ছিল পূর্ব্বকার । জীবন ধারণ

ভাই করিয়া আহার ॥ সন্তানের মুখ হেরি সদা থাকে ভুলে
কান্দয়ে মুনির পুত্রে স্মরণ হইলে ॥ বহু দুঃখ নিবারণ করিল
নন্দন । সেই হেতু পুত্র নাম রাখে নিবারণ ॥ যখন মা বলি
শিশু ডাকে কেতকীরে । তখন যুড়ায় বুক দুখ যায় দূরে ॥
এইরূপে দুখে সুখে কিছু কাল গেল । খাদ্য দ্রব্য যত ছিল
ক্রমে ফুরাইল ॥ পূর্ব্বেতে পূর্ণিত ছিল কালীর কৃপায় ।
দৈব বল বিনে বনে কে বল যোগায় ॥ ক্ষুধায় কাতর
হয়ে কান্দে নিবারণ । হেন কিছু নাহি দিয়ে করে নিবারণ ॥
স্তন পান করাইলে তৃপ্ত নাহি হয় । বন মধ্যে বন ফল
জড়াইয়ে দেয় ॥ বৃক্ষে না উঠিতে শক্তি যাহা ভূমে
পায় । মিষ্ট ফল পুত্রে দিয়ে আপনি তিক্ত খায় ॥ এইরূপে
পাঁচ সাত দিবস খাইতে । তলাতে দুর্লভ ফল ন্যাঙ্গল ক্ষু-
ধাতে ॥ তরুবর পত্র রামা করয়ে ভোজন । কুমার না খায়
তাহা করয়ে রোদন ॥ একেত দহিছে ধনী আপন ক্ষুধায় ।
কুমারে কাতর দেখি অশ্রু ধারা বয় ॥ মানং সুন্দরী ভাবি
ছে তখন । এখানে থাকিলে রক্ষা না হবে জীবন ॥ আপনার
মৃত্যু হেতু নাহি ভাবি মনে । পাছে পুনঃ হারা হই নিবারণ
ধনে ॥ অতএব আঁখি মম যেই দিগে যায় । সেই দিগে যাই
চলে ভাগ্যে যাহা রয় ॥ এত ভাবি পুত্র লয়ে হইল বাহির ।
পূর্ব্ব মুখে যায় রামা নেত্রে বহে নীর ॥ কিছু দূর গিয়া ভা
রি হইল চরণ । চলিতে না পারে কন্যা কোলে নিবারণ ॥
কাতর হইয়া অতি বৈসে বৃক্ষ মূলে । নিশীতে করেন বাস

দুঃখে সেই স্থলে ।। পরদিবা তন্ত্রপত্র করিয়া তর্পণ । প্রা
ণান্ত পূর্ব্বক ধিরে করেনগমন ।। নানাদুঃখে পাঁচ সাত দশ
দিবা যায় । শেষে এক নগরেতে আসি উত্তরয় ।। ছিন্না
বেশা রুক্ষকেশা মলিন বসনে । ঘরে২ভিক্ষাকরেনইয়া নন্দনে
যে কিছু মিলয়ে ভিক্ষা করিয়া ভ্রমণ । নির্জ্জনেতে লয়ে তা
হা করেন রন্ধন ।। নিবারণে নিবারণ অন্নে অগ্রেকরি । ভো
জন করেন শেষে আপনি সুন্দরী ।। এইরূপে বৎসরেক ভিক্ষা
ছলে যায় । ভ্রমিতে২ দৈবে গেলকালিকায় ।। যথা যোনী
পীঠে চণ্ডী বিরাজিতা হন । তথা উপনিতা রানা লইয়া
নন্দন ।। দর্শনস্পর্শ্বে যাহে পাপেমুক্ত সব । কাতর পূর্ব্বকে
দুর্গে আরম্ভিল স্তব ।।

কেতকীর স্তব অন্নে বৈশ্যালয়ে বাস ।।

জয় জয় দাক্ষ্যায়নী মক্ষ পরায়ণী । অশেষ ক্লেশ দুঃখ
হরা হর মোহিনী ।। মহানন্দা মহানন্দ হৃদি বিলাসিনী ।
মহেশী ত্রিপুরেশী ত্রিভুবন পালিনী ।। কাতরণমি করুণাগো
করগো করুণা । মম কলুষ কলষ নাশঃ ত্রিনয়না । এই
রূপে স্তব রানা অনেক করিল ।। প্রণাম করিয়া
শেষে বিদায় হইল ।। নগর মধ্যেতে গিয়া প্রবেশে তখন ।
পাছে পাছে রানা যায় অগ্রে নিবারণ ।। ভগ্নবাস পরিধান
গাত্র নাহি ঢাকে । তৈল বিনা রুক্ষকেশ অঙ্গভরা থাকে ।।
নগর বাসি নিকটেতে যাইতে কামিনী । সরমে না চলেপদ
মলিন বদনী ।। কি করোজঠরজ্বালা সহনা নাহয় । গৃহেহের
দ্বারে দাণ্ডায় যেন মৃত্যুপ্রায় ।। চাহিতে নাপারে ভিক্ষা

চাহে দ্বিজেন্দ্র । নতুবা সে দ্বারেহেতে অন্যদ্বারে যায় ।। এই
রূপে ভ্রমে রামা হয়ে কাঙ্গালিনী । মন দুখে নানাদুখে যেন
পাগলিনী ।। যাহা কিছু পায় ভিক্ষা সমস্ত দিবসে । নগরের প্রান্ত
ভাগে যায় রামা শেষে ।। তরুর মূলেতে যত্নে করিয়া রন্ধন
মাতা পুত্রে দুইজনে খায় অন্নাযণ ।। এইরূপে কামক্ষ্যাতে
চারিমাস গেল । ক্রমে নিবারণ সপ্তবৎসরে পড়িল ।। নগর
বাসি প্রত্যাবধি দোঁহাকারে দেখে । একদিন বৈশ্য একমাত্র
পুত্রে ডাকে ।। জিজ্ঞাসা করিল কহ হও কোন জাতি । উদাসী
বৈষ্ণবী কিম্বা আছয়ে বসতী ।। শুনিয়া কেতকী বলে করি
নিবেদন । ব্রাহ্মণ নন্দিনী আমি বাস ছিল বন ।। গর্ভবতী
কালে কান্ত ত্যজিয়া আমায় । কাঙ্গালিনী করি বনে হন নির
দয় ।। পরেতে জন্মিল পুত্র অরণ্য ভিতর । আহার বিহনে
হৈল দুঃখ নিরন্তর ।। এই হেতু নিজ বাস ত্যজি মহাশয় ।
নগরে২ ভ্রমি উদর জ্বালায় ।। এতেক কেতকী ভাষ বৈশ্য বর
শুনি । বলে রামা মম গৃহে থাকহ ব্রাহ্মণী ।। আপনি রমণা
আছি সুশ্রিক নন্দন । তোমরা তাহার মধ্যে থাক দুইজন ।।
রন্ধন করিয়া নিত্য করায় ভোজন । করিব দোঁহার আমি ভ
রণ পোষণ ।। সুন্দরী শুনিয়া এত মনেতে ভাবিল । ভিক্ষা
হৈতে এই কর্ম্ম শুভ মম হৈল ।। সকল নগর ভ্রমি উদর না পু
রে । অন্নের অভাব যাবে থাকি এর ঘরে ।। ভাবিয়া চিন্তিয়া
ধনী বৈশ্য প্রতি কয় । থাকিব রন্ধনী আমি তোমার আলয়
শুনি বৈশ্য মাতা পুত্রে লইয়ে তখন । নিজ রমণীর কাছে উপ
নীত হন ।। বলে প্রিয়ে দেখ এই ব্রাহ্মণের কন্যা । থাকিলেন

ই হুগৃহেহয়যানের জন্যে ।। আপন দুহিতা সম পালন করিবে বহু দোষ করিলেও দোষ নাহি লবে ।। গাভিচারী গোচারণ করিবে অমার । এহার অধিককর্ম্ম নাহি দোঁহাকার ।। শুনিয়া বৈশ্যের নারী সন্তোষ হইল । নূতন বসন দুই মাতা পুত্রে দিল ।। মাথা ভরা তৈল আর নানা উপহার । ভোজন করায়ে বহু তুষিল বিস্তর ।। মাদরালি দাসী জগচ্চন্দ্র মনে আস । অদ পদ্মে বৃক্ষমন্ত্রী করয়ে নিবাস ।।

অভিলাষের কেতকীর রূপ দর্শন ।।

ত্রিপদী ।। এই রূপে সে কামিনী, হয়ে তথায় রন্ধনী, রহিলেন বৈশ্যের নিবাসে । করিয়ে আগে রন্ধন, খাওাইয়া পরিজন, নিজ পাক করে রামা শেষে ।। আপনি তনয়ে থায়, দুঃখ সুখে দিনযায়, নিবারণ গোচারণ করে । পথ শ্রম ক্রমে দূর, থাকিয়া বৈশ্যের পুর, খাভে তৃপ্ত হোরয়া অমারে ।। মলিন ঘুচিল বেশ, রূপের হইল শেষ, কেশ আদি পূর্ব্বমত সেন । বসেষতগ্রাতিবাসি, কভুনা হেরিদ্ধপশী, কৃষ্ণাঙ্গেতে মন্দ রতা হেন ।। নটুয়া নাগরযত, সেইপথে অবিরত, কেতকীরে দেখিবার তরে । পড়িয়া রূপের ফাঁসে, দিনে শতবার এসে, কতজন যায় ফিরে২ ।। নিবারণ নিত্য বনে, লয়ে যায় গাভিগণে, দিবা অবসানেআসে ঘরে । মায়েরনি কটেযায়ঃ কেতকী কোলেতেলয়ঃ অন্ন আদি দেয় তদনন্তরে ।। এইরূপে দুই জনে, রহিলেন সেইস্থানে, পরে কিছু শুন বিবরণ ।। অভিলাষ লয়ে ভার্য্যে, আছেন কামিক্যা রাজ্যে, সুখের নাহিক নিরোপণ ।। জনক জননী কন্যা, আরলে নৈমিষারণ্যে,

সুখ বলে আর নাহয়। যতেক কেতকী প্রেম, সকলি হয়েছে ভ্রম, সপ্ত বর্ষ ক্রমে গত প্রায়॥ একদিন মুনি সুতঃ রথে হইয়া সংহিত, রাজপথে করেন গমন। যথায় বৈশ্যের বাস, তথা আসি অভিলাষ, অট্টালিকায় করয় দর্শন॥ জলধর বর্ণ হেন, উদয় হয়েছে যেন, বিগলিত তাহে দীর্ঘ কেশ। অধরে দামিনীদয়, পলক শূন্যের প্রায়, মুনি পুত্র হেরি সেই বেশ॥ দেখে আঁখি ফিরি ফিরি, বলে আহা মরি২ হেন রূপ কাহার কামিনী। ধন্যরে জনম তার, এ হয় অঙ্গনা যার, সেই ভুঞ্জে সখেতে যামিনী॥ ও যদি আমার হতো, তবে শুয়ে অবিরত, হৃদয় পিঞ্জরে দিয়া বাসা। নিবীড় নির্জ্জনে গিয়ে, প্রেমতত্ত্ব পড়াইয়ে, শুনিতাম প্রেম সুধা ভাষা॥ বলিতে২ এতঃ রাজ দ্বারে যায় রথঃ অভিলাষ পুরে প্রবেশিল। এখানে কেতকী নারীঃ অভিলাষ রূপ হেরি, রথ পানে চাহিয়া রহিল। ভাবে গেল যেই জনঃ নাথের বরণ হেনঃ বহুদিনে করি দরশন। পুনঃ ভাবে আরে মনঃ আরকি হারানে ধন পাব আমি কপাল তেমন॥ তা যদি হবার হতোঃ তবে কেন বিধি এতঃ আমারে করিবে বিড়ম্বন। এতেক ভাবিয়া মনেঃ প্রবেশিল পূর্ব্ব স্থানে হেন কালে আলস্য নিবারণ॥ কোলে লয়ে প্রাণ ধনেঃ রহিলেন উচাটনেঃ ওখানেতে মুনির নন্দন। হেরিয়ে কেতকী কান্তিঃ মনে নাহি মানে শান্তিঃ হয়ে শেষে অতি অন্যমন॥ নিশাযোগে গোপনেতেঃ ছদ্মবেশীর রূপেতেঃ পুরে হৈতে হইয়া বাহির। সেই বৈশ্য পুর পাশেঃ নাপিতের ঝি বসেঃ তার বাসে আইল সুধীর॥

সেই যেই নাপিতিনীঃ আলতা কামাইতে ধনীঃ নিত্যই রূপনীরে যেত্তো। বয়েস বাহুল্য নয়ঃ পতি পুত্র হীনা হয়ঃক থায় ভুলায় সর্ব্বচেত ॥ সেকালে জমার সনেঃ আলাপন দুই জনেঃ অভিলাষে দেখি নাপিতিনী। বলে একি মহাশয় অভাগির ভাগ্যোদয়ঃমোরবাসেকি হেস্তু আপনি॥ একি বিধি মম পক্ষঃহইয়াছেনস্ত্রাপক্ষঃকৃষ্ণপক্ষেশশিরউদয়। জসমা রবাক্য শুনিঃ কহিতেছে গুণমণিঃ শুন ধনী কি সে তোমায় এই যে বৈশ্যের পুরেঃ কৃষ্ণাঙ্গ বরণধরেঃ হেরিয়াছি এক কামিনীরে। কহ শুনি বিবরণ হয় সেই কোন জনঃ বিন্ধিল আমায় আঁখিশরে ॥ জমারশুনি নয়াকয়ঃ সেই যে রমণী হয়ঃ বৈশ্য মহাশয়ের রমণী ॥ তাহার বিত্তান্ত যতঃ আমি ভাল আছি জ্ঞাতঃ সতী সাধ্যা হয় সে কামিনী ॥ অভিলাষ কহে শুনি শুনহ নাপিতিনীঃ আমারকরিয়া সহকারি। কোনরূপে সেই জনেঃ মিলাইয়া মোর সনেঃ মন আশা পুরাও আমারি ॥ দূতী কহে যাহ বাসেঃ কালিসে আমি দিবসেঃ আলতা কামাইতে যাব তায়। বেড়া নেড়ে বুঝে মন, ভাল মন্দ বিবরণ গোপনে গে কহিব তোমায় ॥ এতেক জসমা ভাষঃ শুনি শেষে অভিলাষঃ শীঘ্র চলে আপনার বাস। জসমাবলে ফির ফিরঃ জসমায় মানা করঃ রাষ্টপুরে করিতে প্রকাশ ॥ *॥

জসমা হইতে অভিলাষের সঙ্গে কেতকী সংঘটন ॥

প্রকাশ করিতে মানা করি অভিলাষ। শীঘ্রগতি চলি গেল রজনীর পাস ॥ এখানেতে নাপিনী প্রভাতে উঠিল। আলতা কামানের ছলে বৈশ্য পুরে গেল ॥ কারে দিদী বলি ভা

কে কার ডাকে আসী। জলমার মাড়া পায়ে পুরবাসী॥ আ
সি॥ বলে এত নাপিতিনী কেনলো ঠেকার। মাস মধ্যে
একবার দেখা পাওয়া ভার॥ অন্য লোকে বাড়ি বাড়ি দেহ
মাস ভুলি। আমাদের কি কড়ি না হেঁলো তাই বলি॥ এত
দিন এতরস ছিলনাতো তোর। বৃদ্ধ কালে পাছা ভারি
বেড়েছে গতর॥ নাপিতিনী বলে শুন ইহা কত অঙ্গময়।
এক দিগে গেলে আর দিগ বয়ে যায়॥ এতেক কথান্তরে
বৈশ্যের রমণী। কামাইয়া কর্ম্মান্তরে গেল সে আপনি॥
পরেতবে বৈশ্য বধূ কেতকীরে কয়। চল ঠাকুর ঝি মোরা
আলতা পরিগায়॥ শুনিয়া দ্বিজের কন্যা কহে আর ভাই
দুখিনী আপনী এতসুখ ইচ্ছানাই॥ সেকথা বৈশ্যেরবধূ না
হিক শুনিল। হাতেধরি নাপিতিনীর কাছেলয়ে গেল॥ জন
মা কহিছে ইহ কোন জন। শুনিয়ামা কেতকীর কহে বিবরণ
জনমা কহিছে অগ্রে আলাপ ছিলোনাই। আলাপন পাতা
লেম তব সঙ্গে ভাই॥ আলাপন২ নাপিতনী কয়ে। আল্
তা কামাইয়া দেয় কেতকীর পায়ে॥ যতনেতে দুই পায়ে
আলতা পরাইল। রাঙ্গা পদে লাগি আলতা বিবর্ণ হইল॥
জনমা কহিছে আহা আহা মরি মরি। আলাপণ পদসম
পদ নাহি হেরি॥ কালোতে সুন্দর হেনজনমে নাদেখি। ইচ্ছা
করে আলাপের দাসী হয়ে থাকি॥ কেতকী কহিছে আলা
প হেন কও নাই॥ বয়েসেতে বড় তুমি আমি ছোট হই॥
সুন্দ্রানী হলে কি বলে বয়ে তায় গেল। তাহাতে তোমার
দরে সুপাধি হইল॥ এইরূপে আলাপণ করিবহুক্ষণ। নাপে

ভিনী কহে এবে আমি আলাপণ ॥ কেতকী কহিছে আলা
প কবে দেখাইবে । অসমা কহিলো ভোজনান্তে দেখাপাবে
এতবলিনাপিতিনী হইলবিদায় । গোপণেতে অভিলাষে গি
য়া সব কয় ॥ পরে কহে শুন ওহেরসিক রাজন । রথে আজি
সেই পথে যাইবে যখন ॥ ছলে কামিনীরে লয়ে চাতালের র
হিব । তব আগমন কালে তারে দেখাইব ॥ এতবলি সখি
গণে আলতা পরাইয়ে । নিজ বাসে যায় ধনী মধ্যাহ্ন সময়ে
রন্ধন ভোজনকরি বাজারেতে গেল । মিষ্টান্ন মিঠাই কিছু
কিনিয়া লইল ॥ বৈকালে সাজায়ে ডালি ত্বরান্বিতা হয়ে।
কেতকীর নিকটেতে উত্তরিল গিয়ে ॥ আলাপণ কোথা
বলি ডাকিতেলাগিল । এসো আলাপণ বলি কেতকী কহিল
শুনি নাপিতিনী তবে গৃহ মধ্যে যায় । উপদয় দ্রব্য সভার
অগ্রেতে রাখয় ॥ দেখিয়া বৈশ্যের বহু কহে সেইরামা । আ
লাপের ভেট একি আনিলে অসমা ॥ অসমা কহিছে একি
ভেট যোগ্য আর । দুখিনী কাঙ্গালি নিজে পেট ভরা ভার
দ্বিজের নন্দিনী হন তাহে আলাপণ । তাইকিছু আনিয়াছি
স্নেহের কারণ ॥ এতেক শুনিয়া সবে সন্তোষ হইল । পরে
নাপিতিনী অন্য কথা আরম্ভিল ॥ কামিক্যার বাসী নারী
জানয়ে মোহনী । কেতকী অবাক কথায় শুনিয়া কাঁদনী ॥
উত্তরে উত্তর করে বাঁধনি করিয়া । দ্বিজবালা শুনে তাহা
হয়ে আচাভুয়া ॥ হেনকালেরথ শব্দ রাজপথে হয় । অসমা
কন্যার প্রতি ব্যস্তরূপে কয় । এসো সই দেখ গিয়ে আশ্চর্য্য
মুরতি । রথোপরে আসিতেছেরূপেরতীপতি ॥ শুনিয়াত্ব

দ্বিজ কন্যা উঠিল সত্বরে। নাপিতিনী সহ বৈসে গবাক্ষের দ্বারে ॥ হেনকালে অভিলাষ আসে সেই স্থানে। উভয়ে মিলন হয় নয়নে নয়নে ॥ দ্বিজ কন্যা কহে আলাপ এই কোন জন। সমখা কহিছে পরে শুন আলাপণ ॥ অভিলাষ নাম হয় রজনীর পতি। সয়ম্বরে বরিয়াছে উহাকে যুবতী ॥ না জানি কিভাগ্য মম হয় শুভোদয়। চরণে রাখেন সদা আসেন আলয় ॥ নিজ পতি নাম শুনে কেতকী চিন্তিল। বুঝি মম প্রাণনাথ হেথায় আইল ॥ সে রূপে এ রূপে কিছু ভিন্ন দেখি নাই। সকলি তাহার চিহ্ন বিভিন্ন না পাই ॥ এতেক ভাবিয়া রামা আলাপণে কয়। রজনীর পতি বল কাহার তনয় নাপিতিনী কহে আমি বিশেষ না জানি। জানিয়ে কহিতে পারি তোমারে সজনী ॥ দ্বিজ কন্যা বলে তবে শুন আলাপণ। জ্ঞাতো হয়ে মোরে পাছে কবে বিবরণ ॥ এতশুনি সমখা করিছে বিচার। সমারের রূপে মন ভুলেছে এহার ॥ সু কার্য্য হইবে সিদ্ধ আশয় পাইল। সন্তোষে বিদায় হয়ে নিজ গৃহে গেল ॥ ইত্যাদি।

কেতকীর সমখার গৃহে অভিলাষের সঙ্গে পদ্মিনীর আশয়ে কথোপকথন ॥

পয়ার। *। পরদিবা প্রভাতে উঠি নাপিতিনী। বিরলে কহিল গিয়া যথা গুণমণি ॥ কল্য রথোপরে রামা দেখিয়া তোমারে। তব পরিচয় যত জিজ্ঞাসিল মোরে ॥ শুনি কহিলাম আমি তোমার যে নাম। রজনীর পতি এবে কা

মিক্ষ্যাতে ধাম ॥ এতেক শুনিয়া ধনী জিজ্ঞাসে আশ্চর্য্য। কাহার তনয় বল কোথায় আলয় ॥ কিন্তু তব সবিশেষ নাহি আমি জানি। কহিয়াছি কালি কব জানিয়া সজনী ॥ কথার ভাবেতে ভাব বুঝিয়াছি তার। মিলন হইতে শীঘ্র নাহি কিছু ভার ॥ শুনি অভিলাষ অতি আনন্দে মগণ। নিজপরিচয় কয় দূতীরে তখন ॥ পিপ্যলাদ মুনি অংশে জনম আমার। নৈমিষা কাননে বাস হয় পূর্ব্বকার ॥ এই পরিচয় তায় যতনে কহিবে। তোমারে করিব তুষ্টা যেদিন মিলাবে ॥ শুনিয়া জসমা কহে শুন মহাশয়। কালি সন্ধ্যা যোগে যাও আমার আলয় ॥ যদি কোন ছলে তারে আনিবারে পারি। মিলন করিয়া দিব তথায় তোমারি। এতশুনি অভিলাষ দিল তার পায় ॥ জসমা চলিয়া গেল আপন আলয় ॥ পর দিবা নাপিতিনী বৈকাল সময় ॥ বৈশ্যের নিবাসে গেল প্রফুল্ল হৃদয় ॥ নাপিতের ঝিয়ে দেখি কেতকী সুন্দরী ॥ বসিতে আসন দেয় সমাদর করি ॥ কহে আলাপণ কালি কোথা ছিলেবল। জসমা কহিল কর্ম্ম রাজবাটী ছিল ॥ সেই হেতু এখানেতে আসিতে না পারি। নতুবা কি সুধাপানে বিবাদ আমারি। বাসনা তোমার সঙ্গে থাকি দিবানিশা। কথার প্রসঙ্গে মোহে সদা সুখে ভাস ॥ কেতকী কহিছে আলাপ সেহ উত্তম। ভালবাসি বলে তাই, ভাল বাস এত ॥ এইরূপে নানাবাক্যে আলাপণ হয়। কেতকীর মনে যাগে নাথের আশয় ॥ কহে সই জেনেছিলে কামিক্ষ্যার পতি। কাহার তনয় হন কোথায় বসতী। জস

মা কহিছে হাঁগো জেনেছি রূপসী । পথ্যাদি যুক্ত হন নৈ মিবারণ্য বাসি ।। এতেক তাহার মুখে শুনি রামা তায় । হাতেতে কামিনী যেন পাইল আকাশ ।। প্রকাশ না করি কিছু মনে২ রয় ।। ভাবে বুঝি মোরে দুর্গা হলেন সদয় ।। না পিতিনী হতে ক্রমে করিব উপায় । এক্ষণে প্রকাশে পাছে বিপরীত হয় ।। কি জানি যদ্যপি নাথের নাথাকে স্মরণ । তবেত যতেক আশা হইবে ভগুন ।। এতেকভাবিয়া রামা অন্য কথা কয় । সুসমা ভাবিছে এ আর কোথা যায় গিলেছে প্রেমের বড়শী টেনে তোলা বাকী ।। কাটিয়ে লা লয কড় দিতে নারে ফাকি ।। এতেক আশয়ে রামা কেত কীরে কয় । বেড়াইতে চল আজি আমার আলয় ।। নয়ের বা ড়িতে যেতে দোষ কিছু নাই । ক্ষণেক বিলম্বে হেথা রেখে যাব তাই ।। কেতকী কহিছে যদি কহে বৈশ্যনারী । তবেত তোমারবাসে যেতেআমিপারি ।। এতশুনিসুসমা কহেগিয়া তায় । শুনিয়াবৈশ্যের নারী করিল বিদায় ।। পরে নাপিতি নী অতি হয়ে হৃষ্টমন । কেতকীরে লয়ে গেল আপন ভবন বৈশ্যের পুরীর পাশে হয় তার পুরী । উত্তরিল গৃহে আসি লইয়া সুন্দরী ।। বসিতে আসন দিল করিয়া যতন । বিনয় বচনে তার কেতকীর মন ।। পরে নিজ সখাবেশ যা ছিল যথায় । সকল দেখায় দূতী দ্বিজের সুতায় ।। সুমিষ্টশীতল বারী জল যোগে দিল । কথায় কথায় ক্রমেরজনী হইল । ওখানেতে অভিলাষ অন্তরে চিন্তিল । আজি যেতে নাপি তিনী কালি কয়ে ছিল ।। লেগেছে কেতকী রূপ দহিছে অন্ত

রে। সুধাধা হইতে তাহে দূত বেশ ধরে॥ গোপনে হইল বিষ্ণু পুরীর বাহির। গমনে চলিল হেন কামান্ত করীর॥ উপনিত হৈল ক্রমে অসমার বাস। দুই সয়ে বসি যথা তথায় প্রকাশ॥ অকস্মাৎ পুরুষে করি দরশন। কেতকী চমকি ঢাকে বসনে বদন॥ নাপিতিনী মুনি পুত্রে যতনে বসায়। বসি অভিলাষ শেষে অসমারে কয়॥ কহ২ নাপিতিনী ইহার কারণ। বারীহীন সরোবরে হেরি সুশোভন॥ দেবের দুর্ল্লভ যেই পদ্ম পুষ্প কয়। নীলপদ্ম তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়॥ নরে নাহি পায় কভু তার দরশন। যেই পুষ্প রক্ষাকরে পবন নন্দন॥ তাহার প্রকাশ দেখি অপ্রকাশ্য স্থানে। আর তাহে দেখিলাম আশ্চর্য্য এক্ষণে॥ নির্ব্বোধ লোভিষ্ট অলি করিতে গমন। সেই নীল নলেনীর পায় দরশন॥ সৌরব সুন্দরে তার মোহিত হইয়া। ভুমিতে লেগেছে ভৃঙ্গ পদ্মিনী বেড়িয়া॥ যেই পুষ্প পদ্মযোনি গোবিন্দ ঈশান। পাইলে পরম তুষ্ট লইয়া আঘ্রাণ॥ হেন পদ্ম মধু পদ্ম বঁধু করে আশা। দেখিয়া আশ্চর্য্য আমি ষটপদ ভরসা॥ অসমা কহিছে সেতো অপরূপ নয়। যে দ্রব্য যাহার ভক্ষ্য তার লোভ তায়॥ দেখ চক্রবাক হয় অতি ক্ষুদ্র পক্ষ। ইন্দু বিন্দু লোভে ধায় হতে মাত্র লক্ষ॥ অতএব আস্বাস্থলে আশে সবে যায়॥ দ্বিজ বলে বলেত পার সব শোভাপায়॥]

অভিলাষের অভিপ্রায়ে কেতকীর কর্ত্তৃক উত্তর॥

ত্রোটক ছন্দ॥ দ্বিজের অসমারী মুনির অসমারে॥ আপেনা চিনিয়ে চিনিল পরে॥ মনেতে সুন্দরী করি করিল তখন।

সরোজিনী সহ নাথের ঘটন॥ নতুবা ইহার বাসে কিবা আশে॥ কিম্বা কোনরূপ নবোঢ়া প্রয়াসে॥ গোপনে আসিয়া পুরায় বাসনা॥ জগৎ করয়ে বুঝি দূতীগণা॥ পুনঃ ভাবে ধনী কিম্বা গুণ মণি॥ রূপ বুঝে আত্মাসে আমায় চিনি॥ অসমায় করি দূতী পাঠাইল॥ ছল করি তাই লইয়া আইল কিম্বা সামান্যা নারী জানি মোরে॥ যতনে পিড়িল কালো রূপ হেরে॥ তাই সে মিনতি করিয়া নাগর॥ ছলে বলে কহে কথা মন চোর॥ নলেনী উপরে করিয়া দ্বেষ॥ আমার উপরে রতীর আবেশ॥ এহার অধিক ভাগ্যে কি বা লাভ॥ সেতাতলে এসে পাই যদি ভাব॥ বহু দিনে প্রাণ নিধি দিল বিধি॥ বাসনা পুরায়ে সুবাসনা সাধি॥ এতেক ভাবিয়ে কহিছে কামিনী॥ আলাপনে বলে শুন গো সজনী এযে অসম্ভব কেমনে সম্ভব॥ নীল নলেনী অবনী উদ্ভব॥ জীবন বিহীন যেই সরোবর॥ তাহাতে নলেনী জিয়ে কি প্রকার॥ বরং সামান্য ফুল প্রফুল্ল থাকিবে॥ তাহে কেন অলি মধু লোভী হবে॥ যারে সদা সেধে কমলিনী ভজে॥ বন ফুলে কভু তার মনঃ মজে॥ কি আশ্চর্য্য যার গজ মতি গলে স্ফাটিক দেখে সে ফণি মণি বলে॥ লঙ্কার নিবাসী পিতলে তে ভুলে॥ মধুব্রত ব্রতা ধুতুরার ফুলে॥ শুন অভিলাষ কেতকীর ভাব॥ আশার সুসার হইবে বিশ্বাস॥ কহে যদি তথা সরোজিনী নয়॥ মধু হীন নহিরে যেই পুষ্প হয়॥ মধু আসে আসে আশা শূন্য অন্য আশা॥ ভাল মন্দ বলে অ লির নাহি আশা॥ উত্তম অধমে নাহি বিবেচনা॥ প্রাণ যা

ম্ম চায় যেই সে সুজন।। শুনিয়া এতেক তায় যুবতী। কহি ছে সে বট বটপদ প্রতি।। যদি সে অলির সুজন নলেনী। কি হেতু ভ্রমে ভৃঙ্গ বেড়ি পদ্মিনী।। কেননা জোরে পিয়ে ম ধু। কে তারে মানাকরে না পিয়ে বঁধু।। সুজন যেজন তার সে ধর্ম। গ্রহণ করিতে নাহিতো বারণ।। এতেক বচন শুনি অভিলাষ। অধিক অনঙ্গ রসে বাড়ে আশ।। নাপিতিনী বুঝি হইল অন্তর। কমলিনী হৃদে পসিল ভ্রমর।। বহু বিরো হিনী নলেনী আছিল। মত্ত হয়ে মধুদানেতে মাতিল।। সু খে অলি পিয়ে প্রেম সুধারস। হয় স্নেহে দোঁহে দোহাকার বস। ক্ষণে অবসে বিবাসে বাড়ে রঙ্গ। নিঃশ্বাষ প্রশ্বাষে দড় বড়ি অঙ্গ।। ক্ষণেক বিলম্বে তৃপ্ত চিত্য ভৃঙ্গ। নলেনী অমনি সেই সঙ্গে সঙ্গ।। তদন্তে উঠিয়া মুনির নন্দন। কহিতেছে হাস করিয়া পিন্দন।। বিদায় এবে কর রসবতী। অনুকুলা হও গৃহে করি গতি।। পুনঃসন্ধ্যাযোগে আসিব কালি। মনে তে রাখিবে প্রেমাধিন বলি।। কেতকী কহিছে ওহে নবকান্ত তোমার চরণে এ প্রাণ একান্ত।। তুমি রাজ্য পতি আমি কাঙ্গালিনী। তব সঙ্গে প্রেম ভাগ্য মম মানি।। যেমন ব্রজ রজায় হরি দয়াকরি। বামেতে বসান বিপীণ বিহারি।। তেমনি আমায় মিলিলে আপনি। তোমায় ভুলিতে পারি গুণ মণি।। সাগর ছেঁচিয়া মাণিক যে পায়। যতন বিনা কি অযতন তায়।। এই রূপে রামা মিনতি করে। অভিলাষ গেল আপনার ঘরে।। পরে ধনী লয়ে ক্ষসমারে সঙ্গে। বৈ শ্যের নিবাসে উত্তরিলা রঙ্গে। পুনঃ নাপিতিনী আপনার

জাত। ফিরিয়া আইল রাখিয়া যুবতী ॥ জগচ্চন্দ্র কহে ধন্য অভিলাষ। অলি হয়ে তাল পূরাইলে আশ ॥

নিবারণেরণ শ্মশানে প্রাণত্যাগে গমন এবং বৈশ্যের কেতকীকে পরিত্যাগ ॥

ত্রিপদী ॥ এইরূপে দ্বিজ কন্যা, নাথের মিলন জন্য, নিত্য যায় সুনার বাস। আপনার বিবরণ, অভিলাষে নাহি কন, ভেবে দেখি মাসেক দু মাস ॥ গোপনে পিরীতি লোভে, অধিক অধিন হবে, করিবেক বহু সমাদর ॥ একাশে প্রকাশে যদি, স্বজনী হইয়া বাদি, সুলখ করে সুখের সাগর আমার দুঃখের ভোগ সাঙ্গ হৈয়া হৈল যোগ, দুর্গা দিলেন অঙ্গনেতে স্থল। আপনি প্রকাশ হবে, লোকেতে রহস্য রবে বজায় থাকিবে দুই জন ॥ এতেক চিন্তিয়া মনে নিত্য২ কান্ত সনে, সন্ধ্যা যোগে করেন মিলন। কেহ না সন্ধান পায়, দিন আট দশ যায়, পরে কিছু শুন সর্ব্বজন ॥ একদিন বৈশ্যবর, শুনিলেন তদন্তর, সমাপ্ত বাড়ি রামা যায়। বৈশ্য ভাবে নাপিতনী, সুলটা সুরমণী, বৈশ্যালয় তাহার আলয় ॥ রজনী তথায় যায়, অবশ্য কুমতি হয়, এতভাবি পরিজনে কন। যখন সে আসে ঘরে, তাড়াইয়া দিবে তারে তার হস্তে না হবে ভোজন ॥ এই কথা বৈকালে দ্বিজকন্যা সন্ধ্যাকালে, তথা আসি দিল দরশন। দেখি যা বৈশ্যের নারী, কহিছে বচন ভারি, শুনগো রজনী আজ কন ॥ তব গুণ যশ যত, কর্ত্তা হয়েছেন জ্ঞাত, বিশেষেতে অতেক কাহিনী। হেথা হৈতে হও দূর, না রহ আমার পুর,

হও তুমি সতী কামিনী ।। এতেক কহিল ধনী, লজ্জাপী
য় সুবদনী, ভাবে এবে যাইব কোথায় । উপায় না পায়ে
শেষে, চলে নাপিতনী বাসে সদাগরে সবিশেষ কয় ।।
মনেতে করিল ধনী, আজি এলে গুণমণি, প্রকাশ করিতে
কাসে হবে । দৈবে সেই অভিলাষ, না পাইল সাবকাশঃ ভ
থায় আসিতে সেই দিবে ।। এখানেতে শুন আরঃ কেতকী
কুসে কুমারঃ গোচারণে গিয়াছে প্রভাতে । সকল দিবশ অ
স্তঃ হৈয়া অতিশয় ক্লান্তঃ সন্ধ্যাকালে চলে নগরেতে ।। ল
ইয়া গোধন চারিঃ উপনিত বৈশ্যপুরীঃ বান্ধে গাভী নিরূ
পিত স্থানে । ক্ষুধায় উদর জ্বলেঃ ডাকে শশুমা মা ব
লেঃ কহে মা শুনিস না গো কানে । জান না যে তোমা ভিন্নঃ
ত্রিভুবন দেখি শূন্যঃ জননী বেনেছি জননী । পথের শ্রা
ন্ত জঠরানলঃ পাইলে তোমার কোলঃ শান্তনা মোর হয় অ
মনি ।। এখন কাতর আমিঃ পাষাণী হইলে তুমিঃ পাঠাই
য়া গহন কাননে ।। এতেক কাতর বাণীঃ শুনিঃ শিব সিম
ন্তিনীঃ চিন্তিলেন দুঃখ বিমোচনে । যার চিন্তায় চিন্তামণিঃ
যোগাতিত বিনোদিনীঃ যাঁর চিন্তায় বিশ্বেশ্বর বিরাজ । তা
র চিন্তা অনুসারেঃ দুঃখ যাইবে কুমারেঃ এত নহে অসম্ভব
কায ।। নিবারণ রব শুনেঃ বৈশ্যের বহুড়ী কানেঃ দূরে হৈ
তে উত্তর করিল ।। শ্বশুর তোমার মায়েঃ দিয়াছেন তাড়া
ইয়েঃ সন্ধ্যাযোগে হইতে এ স্থল ।। এতেক বহুর বাণীঃ নিবা
রণ কানে শুনিঃ জলধারা বহে দুনয়নে । কান্দিয়া আকুল
কায়ঃ পুরের বাহির যায়ঃ খেদ করি কহে নিজ মনে ।। ওহে

[illegible] নিবারণের কাহিনী [illegible] ।

রাজপুত্র বধোপাখ্যান ॥

পয়ার । [illegible] দিনের যেমত কল্পকে বুকে সে [illegible] পুরে
তে ঘটিল সেই অসম্ভব কথা ॥ আশ্বিনে চণ্ডীর পূজা আরম্ভ
সর্ব্ব দেশে । কালিকা দেবীর পূজা রাজার বিশেষে ॥ রক্ষ
দীর রাজ বংশ আছে পূর্ব্বাপর । মহানবমীতে দেয় বলি
নাম নর ॥ সীমানধি অনুচর সকলে ভ্রমিছে । নগরে২ সবে
খবর করিছে ॥ পঞ্চ দশ গ্রাম দিব আর দ্রব্যাদিয় । যে জন
আনিয়া দিবে আপন তনয় ॥ যাদৃশ দাস পাবে আর সঙ্ক
ত্তক্কা । এতবলি নগরেতে ফিরাইছে ডঙ্কা ॥ অষ্টমী দিবস
গত নর নাহি পায় । রজনী রাজশ্রী শুনি ক্রোধান্বিতাকার
লোহীত লোচনে কন কহে অনুচরে । নরনা হাজির কৈলে
আমার গোচরে ॥ কালি সে চণ্ডীর পূজা হইবে যখন । তো
মা সবা মধ্যে বলি দিব একজন ॥ শুনিয়া সকলে অতি প্রমা
দ গণিয়া । নিজ২ আয়ুশেষ সকলে জানিল ॥ কি করে কো
থায় পাইবে আনিত হইগ । নিশাতে তর্গভয়া নিদ্রা ভ্রমিতে
লাগিল ॥ প্রভাত কালেতে দৈবে দূত একজন । উপনিত
হৈল যথা বাস নিবারণ ॥ শিশুরে দেখিয়ে দূত করিল জিজ্ঞা
সা । কে তুমি বালক হেথা কোথা তব বাসা ॥ কাহার তন
য় তুমি আশ্রমেতে কেন । কি দুঃখে দুঃখিত হয়ে বিরস বদন
অধম কহিছে আমি দুঃখিনী তনয় । যারে আমার বলে
নাহি হেনজন ॥ তোমাদের হৈল শেষ চিকুট সন্নাণ । অপাবে
এসেছি তাই ত্যজিতে জীবন । এতেক বচন দূত শুনেতে

পাতি ।। যোগিনী অগ্নিণী আর যত সখিগণ । কেহ রথে
কেহ গজে আরোহণে যান ।। পিছে যায় অনুচর সঙ্গে প্র
যোজন । প্রত্যক্ষ পুস্তক বাদ্যে করিতে ধারণ ।। ছাগমেষ
আদি করি যত বলি দান । তাহার মধ্যেতে নিল কেতকী
সন্তান ।। মহাকলরবে শেষে রজনী যুবতী । উপনিত হৈল
গিয়া চণ্ডীর বসতী ।। পুরোহিত সংকল্প করি পূজা আরম্ভি
লা । তদন্তরে বলিদানের উদ্যোগ হইল ।। হাজারং মেষ
মহিষের পাল । চণ্ডীর অগ্রেতে কাটে খর্গ্যা কালে লাল ।। রু
ধিরের সিন্ধু যেন পুরমধ্যে হয় । জীবৎ মান ছাগ কত জালি
য়া বেড়ায় ।। জগবন্ধু কহে দুর্গে আরে বেটী দুষ্ট । জীবের
জননী কেন জীব হত্যাতে তুষ্ট ।।

নিবারণে বলিদান দিবার উদ্যোগ ।

পয়ার । * । পশুবলি আদি করি সকল হইল । পরে স
জুগ অভিলাষ নিজ হস্তে নিল ।। পূর্ব্বে হৈতে রাক্ষ রুং শো ন
র বলি রাখি । মহান্ত ভূপতি প্রতি হেদন বিধান ।। রজনী
রমণী সঙ্গি অশক্ত হওাতে । প্রতি নিধি পাঠাপরে আছয়
পূর্ব্বেতে ।। দূতগণ মত্ত হৈয়া সত্তরে চলিল । নিবারণে সক
লেতে আসিয়া ধরিল । কেহ দেয় হাতে দড়ি কেহ বেন্ধ পা
য় । কেহবা কেশেতে ধরি টেনে লয়ে যায় ।। এসব বিশেষ
তত্ত্ব না জানে মদন । কহে দূত কেন মোরে করহে বন্ধন
কোথায় লইয়ে যাবে কি করেছি দোষ । কি হেতু আমার প
রে তোমাদের রোষ ।। একে দুখিনীর পুত্র আমি অতি দী
ন । স্বাহে উপবাসি তাই আছিনু ই দিন ।। বড়ই ক্ষুধার্ত

অই বন্ধু প্রতি আমি অবশ্য থাকিব। যিনি পূজ্য তাঁর সেবা বৃদ্ধি দিতে পারি। বুক না হইবে নিজ প্রাণ দিবে তা রি॥ শ্যামবালি মানী জগজ্জনে কাছে ছিত। বালকেরে পরি চয় জিজ্ঞাসা উচিত।

নিবারণের প্রতি মোহিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা।

ত্রিপদী। এতেক রজনী রাণী, মোহিনা মন্ত্রিণী শুনি, শিশু প্রতি করিল জিজ্ঞাসা॥ কহ শিশু কার বেটা, আর তব আছে কেটা, কোথা দেশ কোথাকারে বাসা॥ নিবা রণ কহে রাণী, আমার পরিচয় জানি, কি হইবে কিবা আছে ফল। যদি থাকিতেন পিতা, কেনবা আসিব হেথা, না বুঝে কেটা আসে এই স্থল॥ জন্মে আমি ভূমণ্ডলে, জনক কা হারে বলে, জননী গো না জানি কখন। দুঃখ নামে এবে পিতা, দুখিনা আমার মাতা, তাই বন্ধু পশুপক্ষগণ॥ অ নাহার সাথে জ্ঞাতি, বাদ সাধে দিবা রাতী, প্রতিবাসি রৌদ্র শীত বর্ষা। বিদ্যা শিক্ষা ভিক্ষা হল, নিবাস বৃক্ষের তল, বৃত্তি ভুমি দ্বারে২ ভর্সা॥ এইরূপে ম্লান মুখে, নিবা রণ মন দুখে, হল২ নজল নেত্রে কয়। অভিলাষ খড়্গ ধরি কুমারের মুখ হেরি, মায়াক্রমে ব্যাকুল হৃদয়॥ ভাবেন এ ই নন্দন, হবে কার হারাধন, আমার জীবন কেনে কাঁদে। কেনে ওর মুখ হেরি, স্নেহে চক্ষে আসে বারী, কেনে চিত্ত স্থির নাহি বাঁধে॥ অন্তর হতেছে ভেদ, কেমনে করিব ছেদ এ শিশু সুন্দর মন হরে। ইচ্ছা করে অশ্রী ফেলে, একবার ক রি কোলে, যত্ন করে রাখি স্নেহভরে॥ পুনঃ সে মহিষী কয়।

কহ শিশু পরিচয়, সে সব বিবরণ কহ দুরায় যদি শুন থা-
ক কেঁদে; আমর্ষিত করে দেহ, ধন তারে দিইব প্রচুর ॥ শু-
নিয়া শিশুর ভাষ, নিবারণ ছাড়ি শ্বাস, মৃদু২ কহিছে তখন
শুন মহাবিবরণ, পঞ্চকোট কাছে বন, তথা ছিল পূর্ব্বে নি-
কেতন ॥ বুদ্ধচারীর নন্দিনী, আমার জননী যিনি, নাম তাঁ-
র কেতকী সুন্দরী । মম নিবারণ নামঃ অদৃষ্টে বিধাতা বাম
ভিক্ষু হয়ে গোচারণ করি ॥ অন্ন বিনে রাজ্য ছাড়ি, ভিক্ষা
করি বাড়িং; এক্ষণেতে বৈশ্যালয়ে বাস । সপ্ত মাস গর্ভে
আমি, তখন মা হারা স্বামী, শুনি পিতৃ নাম অভিলাষ ॥
এতেক শিশুর ভাষ, শুনি রাজা অভিলাষ, কেতকীরে হইল
স্মরণ । মরমে লাগিল দুঃখ দুঃখেতে ফাটিল বুকঃ ঝর ঝর
ঝরীত নয়ন ॥ লুটিয়া ধরায় পড়িঃ কান্দে দিয়া গড়াগড়ি
যেন হৈল্য পাগলের প্রায় । বলে প্রিয়ে কোথা আছঃ কত
দুঃখ পাইয়াছ বনমাঝে হারায়ে আমায় ॥ একে ছিলে গর্ভ-
বতীঃ তাহাতে অবলা অতিঃ হারাতেম হৃদয়ে রাখিয়ে ।
ধিক্ মম পাষাণ প্রাণেঃ মজিয়াছি রাজ্য ধনেঃ তোমায় সে বি-
সর্জ্জনে দিয়ে ॥ এইরূপে মুনি সুতঃ দুঃখানলে দগ্ধ যুতঃ
খেদ করি অশেষ প্রকারে । বলে শেষে যাদু ধনঃ কেঁদে
এসো নিবারণঃ কোলে করি জুড়াই তোমারে ॥ তোমার
জনক আমিঃ আমার তনয় তুমিঃ পিতা বলে কোলেতে
আমায়ে ॥ এতবলি অভিলাষঃ হইয়া স্নেহের বশঃ আস্তে
ব্যস্তে পুত্রকোলে নিল । দৈবে সেই সময়েতেঃ ভবানীর মা-
য়াতেঃ আচম্বিতে কপাট পড়িল ॥ আকাশে আকাশবা-

অভিলাষের কেতকী ইত্যাদির স্থানে পূর্ব্ব পরিচয় দেওন ।

পয়ার। কেতকী আর ইন্দুবতী পতি নিবারণ। চারি দিকে ঘেরি বৈসে যত সখীগণ॥ রূপৈশ্বর্য্যা গুতা ভবে কে কীরে কয়। কহগো রজনী তব পূর্ব্ব পরিচয়॥ শুনিয়া সুন্দরী কহে আপ্ত বিবরণ। ভদ্রাক্ষ নগর আর বৈশ্যের ভবন॥ আদ্য অন্ত গুপ্ত কথা যতেক আছিল। প্রকাশ করিয়া সব কহিতে লাগিল॥ পিতা সঙ্গে তীর্থ যাত্রা পরে বন বাস। মুক্তকেশী পূজা আদি সিদ্ধ অভিলাষ॥ পুষ্প বনে বিয়ে আদি গর্ত্ত তার পরে। যে রূপেতে গিয়া অশ্বী অভিলাষে হরে॥ তদন্তরে দুঃখ ভোগ ভূমিষ্ঠ নন্দন। তদন্তরে অন্যভাবে কামিক্ষ্যা গমন॥ যতেক পূর্ব্বের কথা গোপণ না করে। সত্য২ কহে ধনী সভার ভিতরে॥ বৈশ্যের ভবনে বাস তার পরে কয়। যে রূপে স্বামীরে লয়ে পাচকিনী হয়॥ অসমার কথা শেষে হাসি২ কয়। অভিলাষ ভাবে এই প্রমাদ ঘটায়॥ সেসব রহস্য কথা করিলে প্রচার। লজ্জা থাকুক দূরে প্রাণ রক্ষা ভার॥ রজনী কহিল এবে কি হেতু হাসিলে পূর্ব্বে তো অনেক কথা রহস্য কহিলে॥ মুনি পুত্র পেড়াপেড়ী দেখি অতিশয়। উঠিতে বাসনা করে কিন্তু উঠা দায়॥ কেতকী কহিছে আমি মিথ্যা না বলিব। সকল কহেছি যদি এ কথা কহিব॥ এতশুনি মুনিপুত্র উঠে দাণ্ডাইয়া। বাহিরে গমন করে লজ্জিত হইয়া॥ রজনী আর ইন্দুবতী বুঝি অনুভাব। বসন ধরিয়া টানে বলে কোথা যাবে॥ আদ

কন্যা যতদিনে। আরশি কুটুম্বিয়ে পেয়েদেখী হলো ক[illegible] অমহোড়া বক্র ছোড়া পাশি না পিয়ে। পুত্রং চন্দ্রবতী [illegible] রাত রোদে।। এতেক জননী হায় শুনি অভিলাষ। ধরং ধারা চক্ষে ঢাকে দিয়েবাস।। নিবারিতে নারে নারি বসন চাপনে। নয়ন বরিষে যেন সঘনে শ্রাবণে। ভাবে হায় জননী নিশিক্ষটরে ধরিয়ে। এতেক ভাবনা পান আমার লা[illegible] বহু শ্রমে এই দেহ সৃজন করিয়ে। নয়ন হইলো অন্ধ কাঁদি য়েং। বৎসেক নিয়মেতে আসিপড়ি বারে। কতদিন [illegible] ছিল কাশিক্ষ্যা নগরে।। নানা বিধ অভিলাষ ভাবি দুখ [illegible] পুনঃ ভবে মুনি পুত্রে কহে অবধূত।। কেমনে ঋষির [illegible] আলাপ তোমারি। অভিলাষ বলে যবে তীর্থযাত্রা [illegible] সে কালে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় ছিল। বিশেষ বৃত্তান্ত [illegible] নাহিক কহিল।। ইত্যাদি

অভিলাষের নৈমিষারণ্য গমন মননে জননীর নিকট বিদায়।।

ত্রিপদী।। সন্ন্যাসী উঠিয়া পরে গেল যদি স্বা[illegible] ভবে, সজল নেত্রে কহে অভিলাষ। শুন রূপজয়ী কন্যা, জনক জননী জন্য, আজি বড় হইলো উদাস। যত অবধৌত বাণী, সকলি শুনিলে রাণি, যে রূপেতে আছেন জননী। নয়ন হয়েছে হারা, শোকে তনু করি জরা, জীবনে আছেন কি না জানি।। বহু দিন তব সঙ্গে ভুঞ্জিলাম রস রঙ্গে, আছিলেক যতেক বাসনা।। এবে চন্দ্রমুখি আর [illegible] হইলে শরীর[illegible] যদি না দিতে যাতনা। শুন রাজরাজেশ্বরী

যাবে নাথঃ অধিনীরে করি বিসর্জ্জন ॥ বারি ছাড়া নহে
মীনঃ তরুছাড়া লতাহীনঃ জীবন ছাড়া দেহ কোথা রয় ॥
দিপক তইল ছাড়াঃ মলিনী সলিল ছাড়াঃ হাসি ছাড়া তরু
ণী কি রয় ॥ কেতকী কহিছে পরেঃ আমি কি থাকিব ঘরে
ত্যজিয়া তোমায় গুণমণি । সন্ন্যাসী হইলে তুমিঃ সন্ন্যাসিনী
হব আমিঃ রাজা হৈলে হব রাজরাণী ॥ আমার বলে আমা
রে তোমা ভিন্ন এ সংসারেঃ কেটা আর আছে প্রাণকান্ত ।
যত দিন বেঁচে রবঃ ও পদ না ছাড়া হবঃ দেহান্তরে যা করে
কৃতান্ত ॥ এতেক কহিল বাণীঃ আর দুই নৃপতনী কহে শে
ষে রজনী কপালী । শুন পুত্র নিবারণঃ লয়ে এই রাজ্য ধনঃ
রাজ্যেকর সিংহাসনে বসি ॥ শুনি এত নিবারণঃ কহেন আ
মি ব্রাহ্মণঃ রাজ্য পাটে কায কি জননী ॥ যোগ তপ আচা
রিঃ তোমা সবা কাছে রবঃ আরাধিব ব্রহ্ম সনাতনী ॥
শুনি রাণী বাহিরায়ঃ ডাকিয়ে জামিনী কন্যায় কহিলেন
কারুণ্য করুণা । শুন মা জামিনী তুমিঃ পিতৃ রাজ্যে হও
স্বামীঃ মনে ভয় কিঞ্চিৎ ভেবনা ॥ এই সত সখিগণেঃ তো
মারে সন্ততি জ্ঞানেঃ প্রাণ তুল্য করিবে যতন । এতেক মা
য়ের বাণীঃ জামিনী সুন্দরী শুনিঃ রাজ্যভার করিল গ্রহণ ॥
শুভদিন শুভক্ষণেঃ আনাইয়ে প্রজাগণেঃ রাজটিকা বন্দিনী
রে দিল । মাদরালির ভট্টাচার্য্য বিখ্যাত করিতে রাজ্যঃ
সু কবির ছন্দে প্রকাশিল ॥

অভিলাষের বৈনিবারণের গমন ।

[illegible] ॥ [illegible] আদি [illegible] রাজন । [illegible]

তথা দিল ।। হয়হস্তী দাস দাসীকরে নিয়ে জিতা । রাজ্য
ভুমদিল যত্ন করি নিয়মিত । অভিলাষ চন্দ্রবতী আদি
লয়েজন । উত্তাখণ্ডে বাস কয়ে আনন্দিত মন । তদন্তরে
পিপ্‌পলাদ মুনি মহাশয় । বহকাল ভুঞ্জে সুখ হইল বিদায়
নৈমিষকাননে গিয়ে যোগ আরম্ভিল । দুর্গারমঙ্গল জগজ্জ
বিরচিল ।।

অভিলাষের ব্রহ্মশাপ বিমোচনে স্বর্গে গমন ।

পয়ার ।। উত্তাখণ্ডে অভিলাষ স্ত্রী সঙ্গে রহিল । নরদেহে
ভোগাভোগ অনেক হইল । দশম অব্দ তে বর্ষ হইল যখন
কৈলাসেতে ভগবতী চিন্তেন তখন ।। সরশীজ গন্ধর্ব্ব প
তি অবনী যাইল । নর অংশে নানা দুখ বিপাকে পাইল
অতএব এক্ষণেতে শাপেতে বিমুক্ত । করিতে উচিত হয়
হয় উপযুক্ত ।। এতভাবি মহামায়া নন্দি প্রতি কন । শুনরে
শুনরে বাছা আমার বচন ।। ইন্দ্রালয়ে গিয়ে ইন্দ্রে কহ এই
কথা । তুমশুনে সরশীজ স্ত্রী সঙ্গেতে যথা ।। পুষ্পরথ পা
ঠাইয়ে সেইচারিজনে । ত্বরিতে আনিয়া রাখ আপন সদনে
এতশুনি নন্দি বীর গমন করিল । ইন্দ্রালয়ে গিয়ে ইন্দ্রে স
কল কহিল ।। শুনি মাত্র সুরপতি পুষ্পরথ আনি । দূতেরে
পাঠায়ে শীঘ্র দিলেন অবনী ।। যথা আছে অভিলাষ স
শীর সনে । স্বর্গে হৈতে পুষ্পরথ আইল সেখানে ।। সে
সেই রথ হেরি তবে চারিজন ।। নর অঙ্গ ঘুচি হয় গন্ধর্ব্ব স্বরূ
চন্দ্রবতী নিবারণে নিজ বিবরণ । পূর্ব্ব জন্মের কথা ক
[illegible] অবনীরে প্রণাম করিয়ে । পুষ্পরথে

আরোহিল রমণী লইয়ে ।। পরে সে বিমানেরথ গমন করিল ক্ষণেমাত্রে ইন্দ্রালয়ে গিয়ে উত্তরিল ।। সরশীরে হেরি যত অপ্সরাদিগণ । সম্ভাষে ভূষিয়া দিল বসিতে আসন ।। দেব রাজ চরণেতে গন্ধর্ব্বের পতি । নতশিরে স্ত্রীসহ করিল প্রণতি ।। তদন্তরে পূর্ব্বে বাস যেই স্থলে ছিল । তথা গিয়ে চারিজনে সুখেতে বঞ্চিল ।। এখানেতে চন্দ্রবতী আর নিবারণ । হে খিল স্বর্গেতে বসি গেল চারিজন ।। বিবেক জন্মিল মনে ছাড়ে গৃহধর্ম্ম । বসন ভূষণ ত্যজি পরে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ।। নৈমিষ কাননে শেষে করিল গমন । যথা আছে পিপ্ললাদ ব্রহ্মার নন্দন ।। অভিলাষের বিবরণ সকল কহিল । শেষে দোঁহে ঋষি সঙ্গে যোগ আরম্ভিল ।। বৈশম্পায়ন কন জন্মেজয় প্রতি । এরূপে সমাপ্ত অভিলাষের ভারতী ।। যে এ মঙ্গল গীত শুনে মঙ্গলার । মঙ্গলা করেন সদা মঙ্গল তাহার ।। শুনি পরিক্ষীত সুত সভাসদ সঙ্গে । মুনিবরে প্রণমিল উঠিয়া অষ্টাঙ্গে । পরে ঋষি স্বস্থানেতে করেন গমন । জগচ্চন্দ্র প্রণমিল মুনির চরণ ।। বারোশত ছাপান্ন সাল মার্গশীর্ষ মাস পুস্তক ভাষায় হৈল ভারতে প্রকাশ ।।

পুস্তক সমাপ্তোশ্চায়ং ।

পঞ্চাশত বর্ণ শুদ্ধ দুষ্কর লিখন । অস্থির অশান্ত তাই ভ্রান্তময় মন ।। অধিকন্তু ছাপাযন্ত্রে অশুদ্ধ কারণ । শুদ্ধ করি বিজ্ঞজনে করিবে পঠন ।

শ্রীজগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বোধনাধ্যক্ষ শ্রীদিগম্বর ভট্ট

হরিশান্তি নিবাসি